দাক্ষিণাত্য

দেড় টাকা।

PRINTED BY BY A. C. MANDAL.
SIDDHESWAR PRESS.
29, Nandakumar Chowdhury 2nd Lane,
CALCUTTA.

দাক্ষিণাত্য

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ
"গণেশ-অপেরা-পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—
এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চ, সোমবার ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ।



মা মহাশক্তি!

পূজা-উপহার নাও মা!

প্রসন্না হও।

ভূমিকা।

পাঠান সম্রাট মহম্মদ তোগলকের ভারতশাসন কি কল্পনাতীত—বৈচিত্র্যময়! উচ্ছৃঙ্খল অপব্যয়—অভাবের জ্বালায় চর্ম্মমুদ্রা প্রচলন, অবশেষে চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া পশুবৎ মানুষশিকার! ইতিহাস আবার এই রাজ্যের অধীশ্বরকে খামখেয়ালী রক্তপিপাসু দস্যু বলিতে বলিতে বিদ্বান, মিতাচারী, ধর্ম্মপরায়ণও বলিতেছেন। বাহবা ইতিহাস!

মার্ত্ত [illegible] নিদাঘ মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ স্নিগ্ধ বায়ু আর বৃষ্টিধারার মত দিল্লী [illegible] মূর্ত্তিগ্র সময়ে দাক্ষিণাত্যে দুইটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হ [illegible] জয়-নগর রাজ্য, একটী বাহমনি রাজ্য; একটী হিন্দু রাজ [illegible] টা মুসলমান রাজ্য। একটীর প্রতিষ্ঠা ক্ষত্রিয়বীর বুক্কা-রায়ের [illegible] আর বেদের ভাষ্যকার ঋষি সায়ণাচার্য্যের মন্ত্রণায়, একটী প্রতিষ্ঠিত গঙ্গু ব্রাহ্মণের পরামর্শে ও তাঁহার ক্রীতদাস পাঠানবীর জাফর-খাঁর অস্ত্রদক্ষতায়।

এই বিদ্বান-নিষ্ঠুর সর্প-শীতল দোহুলকণার মহাবিস্তারের দিনে, এই নির্ব্বাক গলদঘর্ম্ম অশ্রুপূজার কাতর যুগে, এই নিরুপায় অবনত লুণ্ঠিত মস্তকের কলঙ্কিত তালিকায় এই দুই বীর রাজ্যের শির উত্তোলনই এই নাটকের অস্থি-মাংস,—কল্পিত মাত্র ত্বক।

ইতিহাসের মর্য্যাদাই অক্ষুণ্ণ রাখিলাম, তাহার ধর্ম্ম আমিও গ্রহণ করিলাম; আমিও গাহিলাম সেই মিশ্র রাগিণী দীপকে মল্লারে, দিলাম মহম্মদের সুপ্রশস্ত কৃষ্ণ ললাটে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। অপরাধ ক্ষমস্ব।

অনন্ত চতুর্দ্দশী।
সন ১৩৩৩ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

মহম্মদ তোগলক	...	...	ভারত-সম্রাট।
ফিরোজ-সা	...	...	ঐ জামাতা।
উমেদ-আলি	...	...	ঐ উজীর।
জাফর-খাঁ	...	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ, গঙ্গুর ক্রীতদাস।
আবেদীন	...	...	উমেদ-আলির পুত্র।
গঙ্গু	...	...	মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, সম্রাটের গণক।
বুক্কারায়	...	...	বিজয়-নগররাজ।
হরিহর	...	...	ঐ বন্ধু।
সায়নাচার্য্য	...	...	ঐ আশ্রিত ব্রাহ্মণ, বেদের ভাষ্যকার।
আদিদেব	...	...	ঐ সেবক।
জালাল	...	...	দেবগিরির সুবাদার
পীর বাহরাম	...	...	সম্রাটের গায়ক।
আমজাদ	...	...	সম্রাটের ভৃত্য।

অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা, আগ্রার নবাব, পাঞ্জাবের প্রতিনিধি, সাধক প্রহরী, ভৃত্য, দূত, সৈন্যগণ, কাঠুরিয়াগণ, কৃষকগণ, প্রজাগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

সাকিনা	...	...	সম্রাট-নন্দিনী ।
সাহারা	...	...	সম্রাটের ভগ্নী, ফিরোজের মাতা ।
মঞ্জুলা	...	...	উমেদ-আলির স্ত্রী ।
গায়ত্রী	...	...	বিজয়নগরের রাণী
বাণী	...	...	ঐ প্রতিপালিতা ।
গুলনেয়ার	...	...	সাকিনার বাঁদী ।
জুলেখা	...	...	বাইজি ।

কোতোয়ালী, কৃষকপত্নীগণ, বাইজিগণ, নাগরিকাগণ,
দেবগিরিবাসিনীগণ, পল্লীবাসিনীগণ,
কুমারীগণ ইত্যাদি ।

দাক্ষিণাত্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

মহম্মদ তোগলক একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন।

মহম্মদ। দাক্ষিণাত্য আজ আবার মাথা তুলে উঠ্‌তে চায়—কি আস্পর্দ্ধা! স্বাধীন হবে আলাউদ্দিনের দখল করা দেশ!—মতিচ্ছন্ন! বুক্কারায়! আলাউদ্দিন তোমার রাজ্য নিয়ে গেছে, মহম্মদ তোগলক আমি—জীয়ন্তে তোমার চামড়া খুলে নোবো।

শশব্যস্তে উমেদ আলি প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন।

উমেদ। সম্রাট্!

মহম্মদ। উমেদ! এত ব্যস্ত?

উমেদ। একটা অভয় দিতে হবে সম্রাট্!

মহম্মদ তোমাকে অভয় তো দেওয়াই আছে উমেদ!

উমেদ না জাঁহাপনা! আজ একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

মহম্মদ তা হ'লে সে অন্যায়টা খোদার ইচ্ছা,—নির্ভয়ে বল।

উমেদ আমি আপনার গণক গঙ্গু ব্রাহ্মণের পুত্রকে হত্যা ক'রে ফেলেছি।

মহম্মদ [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] অপরাধ ছিল সম্ভব?

উমেদ। না খোদাবন্দ! প্রথমে মনে করেছিলুম তাই, কিন্তু শেষে বুঝ্‌লুম—সে নিরপরাধ; তখন আর উপায় নাই।

মহম্মদ। ব্যাপারটা কি?

উমেদ। গঙ্গু ব্রাহ্মণের পুত্র আমার পুত্রের সমবয়স্ক। অনেক দিন হ'তে আমার বাড়ীতে যাতায়াত কর্‌তো, এমন কি অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তার অবারিত ছিল। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী হিন্দু-মহিলা,—তার সঙ্গে সে একত্রে ব'সে হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা কর্‌তো—ধর্ম্মোপদেশ দিত। প্রথমটায় ওদিকটায় আমি ততটা চোখ কান দিই নাই, আজ একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিলুম। আমার ধারণা হ'লো জাঁহাপনা, উপদেশটা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় হ'লেও তার সেগুলো ধর্ম্মের আবরণে রাজদ্রোহ-মূলক! সম্রাটের নেমকের চাকর হ'য়ে আমি আর থাকৃতে পার্‌লুম না! সাবধান ক'রে দেবার জন্য তার সাম্‌নে গেলুম, সে নানারকমে আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লে; আমি বুঝ্‌লুম না, জোর ধর্‌লে—আমিও জোর ধর্‌লুম, সেও জিদ্‌ ছাড়্‌লে না। কেমন একটা রাগ হ'য়ে গেল সম্রাট্‌! ভেবে দেখ্‌বার অবসর পেলুম না—একেবারে সাংঘাতিক আঘাত ক'রে বস্‌লুম। তারপর জাঁহাপনা, তার সেই মৃত্যুজড়িত স্বর্গীয় কণ্ঠে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা—তার সেই নির্ভীক পবিত্র দেবমূর্ত্তি—সকরুণ প্রেমাশ্রুপাত—আর আমার স্ত্রীর নির্ব্বাক্‌ তিরস্কার আমার ধারণাটাকে এক নিমেষে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলে। আমি অবাক্‌ হ'য়ে দেখ্‌লুম—আমার ধারণা ভুল—ব্রাহ্মণপুত্র নিরপরাধ—প্রকৃতই তার নির্দ্দোষ ধর্ম্মোপদেশ।

মহম্মদ। যাক্‌—হ'য়ে গেছে আর উপায় কি! এখন এ হত্যা আর কেউ দেখেনি তো?

উমেদ। এক আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ না।

মহম্মদ। মৃত দেহটা কি সেই অবস্থাতেই প'ড়ে আছে?

উমেদ। না—সম্রাট্! আমি তাকে একটা কূপের মধ্যে ফেলে চাপা দিয়ে দিয়েছি।

মহম্মদ। চুকে গেছে। আর তুমি এ নিয়ে মাথা গরম ক'রো না। এখন এদিক্‌কার ব্যাপার শুনেছ? দাক্ষিণাত্যে বুক্কারায় বিদ্রোহী হয়েছে,—সে কর্ণাট আর দ্রাবিড় মিলিয়ে বিজয় নগর নামে একটা নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে আপনাকে স্বাধীন রাজা ব'লে ঘোষণা দিয়েছে। দেবগিরি হ'তে সংবাদ পেয়ে জাফর খাঁ এই মাত্র আমায় জানিয়ে গেল।

উমেদ। এ বিদ্রোহের তো শাস্তি করা উচিৎ সম্রাট্!

মহম্মদ। শাস্তি নয়—দমন! তুমি জাফর খাঁকে পরোয়ানা কর, সে যেন এই মুহূর্ত্তে আপনার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্য দমনে যায়,—সেখানকার শাসনভার তারই হাতে। লিখে দেবে স্পষ্ট ক'রে—যদি বুক্কারায়কে ধ'রে আন্‌তে না পারে, চাকরী যাবে। আমি ফিরোজকেও দিল্লীর সৈন্য নিয়ে তার পিছু পিছু পাঠাচ্ছি,—বুক্কাকে ধরা চাই।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। [অভিবাদন করিয়া] কনোজ হ'তে দূত এসেছে সেখানকার সুবাদারের এৎলা নিয়ে,—বল্‌লে জরুরি।

উমেদ। [এৎলা লইলেন]

মহম্মদ। পড় উমেদ!

উমেদ। [এৎলা পাঠ] দুনিয়ার মালেক মীর মহম্মদ তোগলক হুজুরালি বাহাদুর—

হুজুরে নিবেদন—কয়েক দিবস হইল কর্ণাট অঞ্চল হইতে সায়নাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া সমস্ত কান্যকুব্জ প্রদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে।

তাহারা সাম্রাজ্যের প্রচলিত চর্ম্মমুদ্রা লইতে চাহে না—সাহানসার শাসন মানে না—দণ্ডনীতিকে দম্ভ ভ'রে উপেক্ষা করে। আমি সায়নাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে বড় ধূর্ত্ত—বিপদের আভাস বুঝিয়াই আত্মগোপন করিয়াছে। উপস্থিত কনোজের ভাব পূর্ব্ববৎই; তাহারা সঙ্ঘ বাঁধিয়া পথে পথে ফিরিতেছে—নিরীহ শান্ত সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। সৎপরামর্শ—প্রলোভন—ভয়প্রদর্শন সকল রকমেই তাহাদিগকে দেখিয়াছি, স্ববশে আনিতে পারি নাই। হুজুরের হুকুম ব্যতীত তাঁবেদার তাহাদের দমনে অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই, যেমত মর্জ্জি হয়।

মহম্মদ। হত্যা—হত্যা! বিদ্রোহ! লিখে দাওগে উমেদ! কনোজের চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে পশুশিকারের মত গুলি চালাতে! শিশু, বৃদ্ধ, নারী বিচার নাই,—আমি সপ্তাহ মধ্যে সংবাদ চাই—কনোজে মনুষ্য বল্‌তে একটা প্রাণী নাই।

উমেদ। সম্রাট্‌!

মহম্মদ। কিছু না! সংবাদ চাই—মনুষ্য বল্‌তে একটা প্রাণী নাই।

উমেদ। অন্য উপায়েও সেখানে শান্তিস্থাপন হ'তে পার্‌তো, যদি সম্রাট্‌ এ ভারটা আমায় দিতেন।

মহম্মদ। কি কর্‌তে? কথায় বোঝাতে? তোষামোদ কর্‌তে? তা হ'তো, কিন্তু তা হবে না। সে উপায়ে শান্তিস্থাপন অশান্তির আস্পর্দ্ধা বাড়ানো। আজ কনোজ শান্ত হবে—কাল আর একটা জায়গা ক্ষেপে উঠ্‌বে, একজন নাই পাবে—দশজন আবদার ধর্‌বে। আবার তুমি যাবে তাদের পিছু পিছু গায়ে হাত বুলুতে! বুঝে নেবে বিদ্রোহীর দল রাজশক্তির দৌড়! মিষ্ট কথা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্য-শাসনের ভিত্তি নয়! ভয় যতটা মানুষকে কাছে টেনে আন্‌তে পারে, ভালবাসার

সে ক্ষমতা নাই! তুমি লিখে দাওগে সুবাদারকে,—আমি যেন শুনতে পাই—সপ্তাহের মধ্যে কনোজ মনুষ্যশূন্য।

[প্রস্থান।

উমেদ। এক ব্রাহ্মণকুমারকে হত্যা ক'রে রুদ্ধশ্বাসে ছুটোছুটি করছি, আবার এই কান্যকুব্জের লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর হত্যাজ্ঞার হুকুম-পত্র স্বহস্তে লিখতে হবে। বাঃ—মন্দ নয়!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-কক্ষ।

বাইজীগণ দাঁড়াইয়াছিল; বাঁদি ত্বরিতপদে উপস্থিত হইল।

বাঁদি। ওগো—তোরা বেশ তো নিশ্চিন্দি আছিস্! তৈরী হ'—তৈরী হ'; শাহজাদী আজ প্রথমেই এইখানে আস্‌বেন।

বাইজীগণ। ও মা! ও মা! সে কি?

বাঁদি। হাঁ—আজ সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত যখন যেখানে যাবার তাঁর সরঞ্জাম ছিল শুনেছিলি, সে সব পাল্‌টে গেছে,—তিনি আগেই তোদের এখানে আস্‌ছেন। শুধু তাই নয়—আরও খবর আছে।

বাইজীগণ। কি—কি?

বাঁদি। বখ্‌রা দিস্ যেন! আজ তোদের নাচ-গানে যার যেমন কায়দা, সে তেমনি পুরস্কার পাবি। হুঁসিয়ার! খাস-কামরার পরদা উঠে গেছে। তিনি এলেন ব'লে।

[প্রস্থান

নেপথ্যে সাঙ্কেতিক ধ্বনি উঠিল—বাইজীগণ অভ্যর্থনা-
সঙ্গীত আরম্ভ করিল—সাকিনা কক্ষ-প্রবিষ্টা
হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

বাইজীগণ।—

গীত।

আইয়ে গুলেতর্ খোস্‌বোঁ, আইয়ে আবরে বাহার।
আইয়ে ছুনিয়া মস্‌গুলওয়ালী, আইয়ে সুর কি সেতার।
খুসি সে চেঃ চেহে জজিম্ হ্যায় সুরতে বুলবুল,
:আব্ ইস্ চমন্‌মে গুলনেয়ার,—
তিরকে নক্‌সে মাথে পে নিশানি রৌশন্,
আইয়ে পরী বেহস্ত কি কসম্ এৎবার।

সাকিনা। আজ আর আমি তোদের ও একঘেয়ে একজোটে গোল-মেলে চীৎকার শুন্‌তে চাই না। যে যা কর্‌বি, একে একে কর্,—দেখি, এ বিদ্যায় কে কতদূর আগিয়েছিস্। জুলেখা! তুইই আগে নে! তোরা বোস্!

অন্যান্য বাইজীগণ উপবেশন করিল, জুলেখা অভিবাদন
করিয়া বেশভূষা গুছাইয়া প্রস্তুত হইল, কিন্তু তান
ধরিবার পূর্ব্বে বাঁদি পুনঃপ্রবেশ করিল।

বাঁদি। হজরৎ! শাহ্‌জাদা ফটকে, ভিতরে আস্‌বার হুকুম চান।

সাকিনা। কেন—এ সময়?

বাঁদি। তাঁর না কি হঠাৎ কোথায় একটা যুদ্ধের জন্য ডাক হয়েছে, তাই আপনার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন।

সাকিনা। [চিন্তা করিতে লাগিলেন]

বাঁদি। কি হুকুম মর্জ্জি হয় ?

সাকিনা। যা বাঁদি ! তাঁকে আমার সাদর প্রীতি জানিয়ে বল্‌গে— আমি বড়ই দুঃখিত তাঁর এ প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে না পারায়। আজকের দৈনন্দিন কর্ম্মের বন্দোবস্ত আমার হ'য়ে গেছে—আর তার পরিবর্ত্তন কর্‌বার উপায় নাই,—একটু আগে জানালেও যা হোক্ হ'তো। তিনি কুশলে ফিরে আসুন, তাঁর সাক্ষাতের জন্য আমি একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখ্‌বো,—আর তাঁর কুশলে ফিরে আস্‌বার সম্বন্ধেও আমি সময়ান্তে অবসর মত খোদার কাছে জানাবো।

সাহারা উপস্থিত হইলেন।

সাহারা। খোদা যেন তোমার হাতধরা—কেমন ?

সাকিনা। এ কি ! আপনি এখানে ?

সাহারা। কথাটা বড় বাজ্‌লো শাহজাদী ! না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না ! তুমি সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সেরে বিশ্রামের সময় বিছানায় প'ড়ে খোদাকে ডাক্‌বে, খোদারও আর কোন কাজ-কর্ম্ম নাই, তোমারই মাইনে খায়—তোমার ডাক শোন্‌বার জন্য তৈরী হ'য়ে আছে। কর্‌ছো কি শাহজাদী ! সাক্ষাৎ চাচ্ছে দ্বারস্থ হ'য়ে—যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে—তোমার স্বামী !

সাকিনা। অবশ্য তিনি সম্মানের ; তা হ'লেও সময়ের মূল্য যে অনেক বেশী, কর্ত্তব্যের স্থান সবার উচ্চে। আমি যে এ সময় একটা গুরুতর কার্য্যে ব্রতী।

সাহারা। গুরুতর কার্য্য তো তোমার চুলোর ছাই নাচ-গানের বিচার করা !

সাকিনা। দেখুন,—এটাকে আপনারা যতটা অপকর্ম্ম মনে করেন, বাস্তবিক তা নয়। সঙ্গীত-বিদ্যা সকল হৃদয়ে আঘাত করে—চির-সন্তপ্তকেও জুড়িয়ে দেয়—সঙ্কীর্ণ প্রাণকে অবাধ উন্মুক্ত উদার করে—খোদাতালার তোরণদ্বারে টেনে নিয়ে যায়। এ বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনে সাধারণকে উৎসাহিত করা, এর যোগ্যতানুসারে পুরস্কার, বেতন-বৃদ্ধি, বৃত্তি-বিধান, মনুষ্য-মাত্রেরই অবশ্য করণীয়।

সাহারা। তা কর—তুমি যেমন বোঝ। কিন্তু সেটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, দু'দণ্ড পরেও তো হ'তে পারে! উপস্থিত আগেকার কাজ আগে কি না?

সাকিনা। তা—বটে! স্বামী যাচ্ছেন যুদ্ধে—আর সাক্ষাতের সুবিধা নাও ঘট্‌তে পারে; তবে কি না কর্ম্মমাত্রেই শৃঙ্খলার অধীন। এখন আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত, আমার বেশভূষা তদনুরূপ, শরীর মন সেই ভাবেই চালিত—তন্ময়; এ সময় তার ওপর স্বামী সাক্ষাৎ কর্‌তে হ'লে তাঁরই অসম্মান,—তাঁর অভ্যর্থনার অনেক ক্রটী ঘট্‌তে পারে।

সাহারা। সর্ব্বনাশ! স্বামীর অভ্যর্থনা কর্‌তে আবার সাজ পাল্‌টাতে হয় না কি? তার জন্য শরীর মনকে সান্ত্বনা ক'রে ফিরিয়ে আন্‌তে হয় না কি? কই—তা তো জানি না। আমিও তো ছিলুম সম্রাট্‌নন্দিনী—তোমারই পিতামহ গিয়াসুদ্দিন তোগলকের কন্যা,—আমারও তো আদরের অভাব ছিল না! এ রকম অসংখ্য ঐহিক সুখ আমায় দিবারাত্র ঘিরে থাক্‌তো, তার মাঝেও তো আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেতুম—স্বামীর অভ্যর্থনায় একটা জিনিষের প্রয়োজন, সেটা নারীর প্রাণ; আর তার জন্য সে'ও সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সাকিনা। যাক্, আর তর্কে কাজ নাই। বাঁদি! জানিয়ে আয় তাঁকে, সকলের অনুরোধ আর তাঁর আগ্রহাতিশয্যের জন্য মাত্র অর্দ্ধ দণ্ড

সময় আমি অপব্যয় কর্‌তে পারি—তার বেশী না। [বাঁদি প্রস্থান করিল] যান আপনি!

সাহারা। [স্বগত] করেছি কি! রাজ্যলোভে রাক্ষসীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়েছি।

[প্রস্থান।

ফিরোজ উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজ। প্রিয়তমে!

সাকিনা। শুনেছেন বোধ হয়—আপনার অর্দ্ধদণ্ড সময়?

ফিরোজ। শুনেছি; তুমিও শুনেছ বোধ হয়—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি?

সাকিনা। হাঁ, তার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিই—আপনার স্বদেশ-প্রাণতাকে উৎসাহিত করি—আপনার বিজয়-গৌরবে আনন্দ কর্‌বার আশা রাখি।

ফিরোজ। [নির্ব্বাক]

সাকিনা। বলুন—আর কি বল্‌বার? আমরা চুপ ক'রে থাক্‌লেও আমাদের সময় যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না।

ফিরোজ। বল্‌বো আর কি সাকিনা! যাচ্ছি যুদ্ধে—মৃত্যুর মুখে, ফির্‌বো কি না জানি না!

সাকিনা। ক্ষতি কি? মৃত্যু তো হবেই! যুদ্ধে যান বা না যান—দু'দিন আগে কি দু'দিন পরে! নীচেয় প'ড়ে মাটী কামড়ে পশুর মত মরার চেয়ে সম্মানরক্ষায় কর্ত্তব্যের জন্য লম্ফ দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে মনুষ্যের মরণ আমার চক্ষে বড় সুন্দর! তাই যদি হয়, আমি নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে—গৃহে গৃহে আপনার নাম ঘোষণা ক'রে বেড়াবো—আপনার স্বাধীনতাপ্রিয় দেবমূর্ত্তি মন্দিরে, মস্‌জিদে সর্ব্বত্র

প্রতিষ্ঠা করাবো,—আপনার বীর-ধর্ম্মের চরণতলে আপামর সাধারণকে সবিনয়ে মাথা নোয়াতে শেখাবো। আর কি চান ?

ফিরোজ। যথেষ্ট !

সাকিনা। তবে অপরাধ নেবেন না, সময় অতিবাহিতপ্রায় !

ফিরোজ। উত্তম ! বিদায় !

সাকিনা। গাও সখিগণ ! আমার স্বামীর শুভ বিদায়।

বাইজীগণ।—

গীত।

যাও সখা যাও বঁধু যাও যাও প্রিয়বর !
করমের আবাহন কি বিচার কারে ডর ?
কেন চাও মুখ পানে অলস জড়ান চোখে,
সঘনে, জীবন-সখা হে—
জয়াশার আঁখিঠার দেখ কি চপলা খেলে,
কত নবীনতামাখা হে,—
ফিরে এস দেবো বুক দুলিত আকুল শ্বাসে,
চ'লে যাও পূজা পাবে পৃথিবীর ইতিহাসে,
জীবনে মরণে মোরা স্মৃতির সে মধুমাসে,
বীর করুণরসে গাহিব যুগান্তর।

ফিরোজ। থাক্ ! কৃতার্থ হ'লুম সাকিনা, তোমাদের এই আশ্চর্য্য সম্মান প্রদর্শনে ! চমৎকৃত আমি, তোমার এই অভিনব স্বামী-সৎকারে ! স্তম্ভিত বিশ্ব, নারী-চরিত্রের এই নূতন আদর্শে।

সাকিনা। [হস্ত ধরিয়া] চলুন—আপনাকে তোরণ-দ্বারে দিয়ে আসি ! তোরাও আয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গুর কুটীর।

জন্ম-কোষ্ঠীর বিচার করিতে করিতে গঙ্গু ভাবিতেছিলেন।

গঙ্গু। শনি—রাহু—কেতু! ত্রিপাপী! এ কি হ'লো? কোষ্ঠীখানা তারই বটে তো? তারই তো বটে! [পুনরায় গণনা করিয়া] সর্ব্বনাশ! সপ্তশূন্য যে! তবে কি—তাই হবে! না হ'লে এত অনুসন্ধানেও তার উদ্দেশ নাই! সমস্ত দিল্লীটার মধ্যে কেউ বলে না—তাকে দেখেছি! আর আমায় না জানিয়ে বাইরে যাবারও ছেলে তো সে আমার নয়! নিশ্চয় হতভাগা বেঁচে নাই।

জাফর খাঁ উপস্থিত হইল।

জাফর। পিতা!

গঙ্গু। জাফর! আর মিছে ঘোরাঘুরি তার জন্য বাবা,—আমি তার কোষ্ঠী দেখ্‌লুম—সে বেঁচে নাই!

জাফর। তাই বটে পিতা! আমিও স্বকর্ণে শুন্‌লুম—ভাইজীর নিরপরাধ মৃত্যু।

গঙ্গু। শুন্‌লে—শুন্‌লে? যা ভেবেছি তাই! গণনা কি মিথ্যা হয়, ঠিক মিলেছে কোষ্ঠীর সঙ্গে,—এই দেখ—শনি, রাহু, কেতু—ত্রিপাপী; তার ওপর এই সপ্তশূন্য! ত্রিপাপে চ ভবেন্মৃত্যু, সপ্তশূন্য দিকং যদি। কোথায় শুন্‌লে জাফর? কার মুখে শুন্‌লে? কি রকমে মৃত্যু হ'লো পুত্রের আমার?

জাফর। সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত উমেদ-আলি তাকে অবিচারে হত্যা করেছে।

গঙ্গু। [সবিস্ময়ে] উমেদ-আলি! অবিচারে!

জাফর। হাঁ—আমি তারই নিজের মুখে শুনেছি—সম্রাটের কক্ষে সম্রাটকে বল্‌তে।

গঙ্গু। সম্রাটকে বল্‌তে! নিজের এমন একটা অপরাধ!

জাফর। সম্রাটকে বলার উদ্দেশ্য তো আত্ম-অপরাধ স্বীকার ক'রে উদারতা দেখান নয়, সম্রাটকে বলার অর্থ তাঁকে আগে হ'তে সেরে রাখা। আর কি সে সাম্রাজ্য আছে?

গঙ্গু। তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?

জাফর। আমি সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের সংবাদ দিতে গিয়েছিলুম। যে সময়ে বেরিয়ে আসি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উমেদ-আলি অন্য দ্বার দিয়ে শশব্যস্তে সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করে। আমার চোখে পড়্‌লো; সন্দেহ হ'লো—পরদার আড়ালে দাঁড়ালুম। তারপর সে প্রথমে একটু ভূমিকা ক'রে সম্রাটকে বেশ গুছিয়ে নিয়ে তবে কথা তুল্‌লে। তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাইজীর ধর্ম্মালোচনা ধর্ম্মের আবরণে রাজদ্রোহিতা অনুমান ক'রে সে তাকে হত্যা করেছে। এ কথাও বল্‌লে, পরে সে বুঝেছে—তার অনুমান ভ্রান্ত, ভাইজীর ধর্ম্মোপদেশ নির্দ্দোষ, তখন আর উপায় কি! তার মৃত দেহটা একটা কূপের মধ্যে ফেলে চাপা দিয়ে দিয়েছে। আমি গলদঘর্ম্ম হ'য়ে উঠ্‌লুম—আমার মাথা ঘুরে গেল।

গঙ্গু। হা—পুত্র। এই তোমার পরিণাম! হবেই তো! শনি—রাহু—কেতু—ত্রিপাপী, তার সঙ্গে সপ্তশূন্য! এ কথা শুনে সম্রাট কি বল্‌লেন?

জাফর। ছাই বল্‌লেন! তিনি কানই দিলেন না; তাঁর মাথায়

এখন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ঘুর্‌ছে, তিনি তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে মাত্‌লেন। আমি আর দাঁড়ালুম না - দাঁড়াতে প্রবৃত্তিও হ'লো না।

গঙ্গু। ভগবান্! মঙ্গলময়! সবই তোমার ইচ্ছা প্রভু!

জাফর। তা বল্‌লে হবে না পিতা! এর একটা প্রতীকার চাই।

সায়নাচার্য্য উপস্থিত হইল।

সায়ন। এর প্রতীকার নাই জাফর খাঁ!

জাফর। আপনি কে?

সায়ন। প্রতীকারবিহীন হীন ব্রাহ্মণ!

গঙ্গু। এস ভাই এস! নমস্কার কর্‌তে পার্‌লুম না—আমার অশৌচ, সম্প্রতি আমার একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সায়ন। তা বুঝেছি তোমার কুটীরদ্বারে পা দিয়েই। তার আর বিচিত্র কি! এ রকম কত দুর্ঘটনা এ রাজ্যে ঘ'টে গেছে—ঘট্‌ছে—ঘট্‌বে। তুমি তার কি প্রতীকার কর্‌বে জাফর খাঁ?

জাফর। আমি একবার এ কথাটা সম্রাটকে জানাবো।

সায়ন। সম্রাট তো জেনেছেন, আবার নূতন ক'রে কি জানাবে তুমি? তাঁকে জানিয়েও যা, না জানিয়েও তাই! বুঝ্‌তে তো পার্‌ছো—জানিয়ে যা হবে!

জাফর। তা পারছি, তবু জানাতে হবে। তাঁকে জানিয়ে আর কিছু হোক্ না হোক্, অন্ততঃ এটাও হবে—তিনি জান্‌তে পার্‌বেন—আমরা জেনেছি, ঘটনাটা তিনি টিপে মার্‌তে পারেন নি। গুপ্ত পাপ চাপা থাকে না, মাথার ওপর ভগবান্ আছে।

সায়ন। তাতে কোন লাভ নাই জাফর!

গঙ্গু। কিছু না—কিছু না! একে ত্রিপাপী, তাতে সপ্তশূন্য,—তাকে

মর্‌তেই হ'তো, উপলক্ষ্যের কি দোষ! অপরাধ আমার, আমি তার কোষ্ঠী দেখি নাই—প্রতিবিধানে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করি নাই।

সায়ন। কেন কর নাই? জান্‌তে তো সব! কোষ্ঠী তো তৈরী করেছিলে নিজেই!

গঙ্গু। তা করেছিলুম, কিন্তু তার ফলাফল কি হ'লো, চোখ মিলে বিচার ক'রে দেখি নাই। কেন দেখি নাই—নিজের পুত্রের সম্বন্ধে মানুষের অনেক বিষয়ে অনেক রকম ভুল হয়। বরাহও না কি এই রকম একটা মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছিলেন। দরকার নাই আর ও দেখায়। যা আছে ওতেই থাক্,—কখনো প্রয়োজন হয় দেখা যাবে! একেবারে যে এতটা হবে, তা আমি ভাবৃতে পারি নাই,—আমার গ্রহ। চেপে যাও জাফর! ভাগ্যে যা ছিল, হ'য়ে গেছে,—কাজ নাই আর এ সব গোলযোগে। ত্রিপাপীতে সপ্তশূন্য, তার মৃত্যু হ'তোই।

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। হ'তো—হ'য়েওছে, তাতেই বা তোমার এতটা বৈরাগ্য কিসের? সে দিক্ দিয়েও তো তোমার কাজ রয়েছে।

গঙ্গু। কে তুমি দেবী?

মঞ্জুলা। আমি নারী! তুমি প্রতিশোধ নাও।

গঙ্গু। প্রতিশোধ! কার ওপর?

মঞ্জুলা। ঐ ত্রিপাপী সপ্তশূন্যের ওপর—তোমার ধারণায় যারা তোমায় পুত্রহীন করেছে। তুমি তো গেছই! জগতে আরও তো পুত্রবান্ আছে,—তারা যাতে ঘর কর্‌তে পায়, তার কিছু কর। ত্রিপাপী সপ্তশূন্যের দণ্ড দাও।

গঙ্গু। ত্রিপাপী সপ্তশূন্যের দণ্ড তো আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিধান দেয় না মা! তাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা আছে।

মঞ্জুলা। সান্ত্বনার সময় আর নাই জ্যোতিষী! দণ্ড দিতে হবে— মহাদেব যেমনি মদন ভস্ম করেছিলেন। হয়?

গঙ্গু। না মা!

মঞ্জুলা। তবে তোমার ছাই জ্যোতিষ! ফেলে দাওগে ও শাস্ত্র অতীত সমুদ্রের জলে। যে বর্ত্তমান যুগ অনুসারে বিধান দেয় না, তার একঘেয়ে চেঁচানি এ জগতে আর কেউ শুন্‌বে না। [প্রস্থানোদ্যতা]

জাফর। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে তোমায়!

মঞ্জুলা। পাবে না। প্রয়োজন বুঝেছিলুম—এসেছিলুম, কিন্তু দরকার ছিল না; আমার আস্‌বার আগেই দেখ্‌ছি সে প্রয়োজন মিটে আছে। ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে।

[প্রস্থান।

জাফর। [স্বগত] নিশ্চয় এ ভাইজীর মৃত্যু-সংবাদ দিতে এসেছিল কে এ? উমেদ-আলির মুখে শুনেছি—এক তার স্ত্রী ভিন্ন এ সংবাদ আর কেউ জানে না। তবে কি সেই?—হবে!

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। উজীর সাহেবের আরদালী এসে আপনার অপেক্ষা করছে,— কিসের একটা পরোয়ানা আছে।

জাফর। চল। [ভৃত্যের প্রস্থান] [গঙ্গুর প্রতি] আপনার ও জ্যোতিষ-তত্ত্ব আমার মাথায় ঢুক্‌লো না পিতা! আমি এর প্রতীকার চাই।

[প্রস্থান।

সায়ন। আমি তোমার ত্রিপাপী সপ্তশূন্যকে নমস্কার করি ব্রাহ্মণ! কিন্তু এ যথার্থবাদিনী নারীকেও ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। তুমি উপস্থিত একটা মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যোতিষ ছাড়।

গঙ্গু। একটা মুহূর্ত্তের জন্য নয় ব্রাহ্মণ, আমি এ জ্যোতিষ একেবারেই ছাড়্বো। নারীর শ্লেষে নয়—জ্যোতিষের বচন ভিত্তিহীন প্রলাপ বাক্য ব'লে নয়, জ্যোতিষেও স্বাধীনতা নাই ব'লে।

সায়ন। স্বাধীনতা!

গঙ্গু। হাঁ—দেখ, আমি গণনা করেছিলুম—শনি, রাহু, কেতু ত্রিপাপী, তার ওপর সপ্তশূন্য; ঠিক তার ফল মৃত্যু ঠিক! তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা যা আছে, সেও তা হ'লে ঠিক! যদি কর্তুম, তার এ ফাঁড়া কাটাতে পার্তুম। কিন্তু আমি সে দিক দিয়েই গেলুম না। মনটা কেমন হ'লো; কোষ্ঠীখানা চোখ মিলে দেখ্লুমই না। কই স্বাধীনতা? দৈবের অধীন। স্বাধীনতা থাক্লে আমার মনও ঐ পথে ছুট্তো। রোগ আছে, ঔষধও আছে; কিন্তু যেখানে মৃত্যুরোগ, ঔষধ গলাধঃকরণই হয় না। অধীন! অধীন! যে যে দিকেই যাক্, সব এক সূত্রে গাঁথা—একটার অধীন। আমি জ্যোতিষ ছাড়্লুম।

সায়ন। বাঃ! কিন্তু একটা অবলম্বন তো চাই! মানুষ তো শূন্যে থাক্তে পারে না। ধর্ছো কি?

গঙ্গু। ভগবান্—যাতে জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা।

সায়ন। এই তো চাই; কিন্তু একটা সমস্যা—ভগবান্ যে স'রে গেছেন।

গঙ্গু। ভগবান্ স'রে গেছেন?

সায়ন। হাঁ—আমরা সরিয়ে দিয়েছি।

গঙ্গু। কিসে?

সায়ন। কুসংস্কারে—কুশিক্ষায়—কুরুচিতে।

গঙ্গু। তাঁকে আন্তে হবে।

সায়ন। আগে হাওয়া ফিরিয়ে আন।

গঙ্গু। কিসের হাওয়া?

সায়ন। রামচন্দ্রের হাওয়া—বশিষ্ঠ ঋষির হাওয়া—সোণার অযোধ্যার হাওয়া।

গঙ্গু। কে তুমি? কোথা হ'তে আস্‌ছো? কি উদ্দেশ্য তোমার?

সায়ন। উদ্দেশ্য মিলন—আস্‌ছি দ্রাবিড় হ'তে—নাম সায়নাচার্য্য।

গঙ্গু। সায়নাচার্য্য—বেদের ভাষ্যকার? মহাপুরুষ! মহাপুরুষ!

সায়ন। না—না, রোদনসর্ব্বস্ব নারীরও অধম। ব্রাহ্মণ! তুমিও যা, আমিও তাই। তুমি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, অমূল্য জ্যোতিষ নিয়ে একমুঠো ভাতের জন্য মাথা বিকিয়ে চাকরী নিয়েছ, আমিও দ্রাবিড়ের আচার্য্য, বেদের ভাষ্য তৈরী ক'রে অর্থ বোঝাবার জন্য কুসংস্কারের দ্বারে দ্বারে ফির্‌ছি। লোক নাই! এস তো ভাই, দু-জনে মিলে আগে গোটা কতক লোক তৈরী করি। আমি আমার বেদের ভাষ্য শোনাই, তুমি তোমার জ্যোতিষ নিয়ে তার ওপর ভবিষ্যৎ-বাণী কর। আমি খড় মাটীতে প্রতিমা গড়ি, তুমি তাতে প্রাণ দাও। আবির্ভাব হবে ভগবানের—বিচার পাবো ধর্ম্মাধর্ম্মের—স্বাধীন হবে বেদ, জ্যোতিষ, আমাদের সর্ব্বস্ব অতীতের পবিত্রতায়।

গঙ্গু। উপায় নাই—উপায় নাই আচার্য্য! আমরাই লোককে কাণা করেছি,—আমরা ব্রাহ্মণজাতি নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বের কুহকে সোণার দেশটায় অমৃতের আস্বাদানে বঞ্চিত রেখেছি। এ কুসংস্কারের নেতা আমরাই। আজ আর হাত কৈ? আজ সে পরস্বাপহরণের প্রতিশোধের পালা; এস—এস, কাঁদি এস,—কান্না ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই।

সায়ন। কাঁদ্‌তেই বা পাচ্ছ কৈ গঙ্গু? তা হ'লেও তো হৃদয়ের ভাব অনেকটা হাল্কা হ'তো। বিনা অপরাধে তোমার পুত্রকে হত্যা করা

হ'লো—সে সংবাদ ধর্ম্মাধিকরণের কানে পর্য্যন্ত উঠ্‌লো—তুমি বল্‌লে কি না "চেপে যাও জাফর! কাজ নাই আর এ সব গোলযোগে।" কাঁদ্‌বার শক্তিই কৈ তোমার? এ যে বুকের শ্বাস বুকেই র'য়ে গেল! বুঝ্‌তে পেরেছো বোধ হয়? পুত্র গেছে, ডাকাডাকি ক'রে কাঁদ্‌তে গেলে নিজেও যাবে। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস গঙ্গু! মুখ ফুটে কাঁদ্‌বে তো পালিয়ে এস এ পুত্রঘাতীদের সীমানা হ'তে।

গঙ্গু। কোথা যাবো সায়ন? যাবার স্থান কৈ?

সায়ন। আমি একটু আবিষ্কার করেছি,—অনেক কেঁদেছি তাতে। তুমিও এস, পুত্রশোকের গোটা কতক তপ্ত বিন্দু দেবে।

গঙ্গু। ও—বুঝেছি, বিজয়-নগর স্থাপন ক'রে বুক্কারায়কে তা হ'লে তুমিই সম্রাটের বিরুদ্ধে তুলেছ? ভাল কর নাই, টিক্‌বে না।

সায়ন। টেকে, যদি তোমায় পাই।

গঙ্গু। আমায় পেয়ে কি হবে সায়ন? আমি তো ও সব বিষয়ে সম্পূর্ণ দীন। আমার শক্তি কৈ?

সায়ন। আছে; এমন আছে, যা আমার দূরদর্শী অভিজ্ঞতাতেও নাই।

গঙ্গু। কি সে শক্তি?

সায়ন। জাফর খাঁ। সে দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি; তার ক্ষমতা, প্রভুত্ব যথেষ্ট। এ বিদ্রোহদমনে পাঠানোও হবে তাকেই,—আর সে তোমার হাতের—তোমায় মানে।

গঙ্গু। বিশ্বাসঘাতকতা?

সায়ন। ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন!

গঙ্গু। জাফর যে মুসলমান!

সায়ন। সে প্রকৃত মুসলমান; তার সঙ্গে এ আর্য্য জাতির কোন

ভেদ নাই। তার পিপাসায় আমাদের আকাঙ্ক্ষায় এক; সে—আমরা সমান সনাতনধর্ম্মী। তাকে আমি চিনি।

জাফর খাঁ পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

জাফর। পিতা! আমি চাকরী করি কার?

গঙ্গু। কেন জাফর?

জাফর। সম্রাট আমায় হুকুম করেছেন—এই দণ্ডে বুক্কারায়কে ধ'রে আন্‌তে যেতে হবে। যদি না পারি, চাকরী যাবে। আমি চাকরী করি কার? সম্রাটের না আপনার?

গঙ্গু। তুমি কার মনে কর?

জাফর। আপনার; আপনি আমায় এতটুকু বেলায় ক্রয় করেছেন—সুশিক্ষায় সুভোগে মানুষ করেছেন—সময় মত আমায় উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন,—আমি নফর একমাত্র আপনার। যারই কাজ করি, ক'রে যাই আপনার দেওয়া কর্ম্ম ব'লে।

গঙ্গু। সম্রাটের সঙ্গে কি তোমার কোন সম্বন্ধ নাই?

জাফর। আছে। আমি তাঁর আঠারো আনা খেটে দিচ্ছি, তাঁর কাছ হ'তে চৌদ্দ আনা নিচ্ছি! তিনি দিচ্ছেন আমায় দু-খানা আধ পোড়া রুটী, তাঁর দায়ে দিতে যাচ্ছি আমি জীবন,—এই পর্য্যন্ত! বিনিময়—আদান-প্রদান! সম্বন্ধ যা, আপনার সঙ্গে। আপনি আমার পিতার অধিক। ক্রয় করেছেন ক্রীতদাস, কাজ করাচ্ছেন পুত্রেরও উচ্চে আসন দিয়ে।

সায়ন। গঙ্গু! দেখ তোমার শক্তি! দেখ—তোমার ধর্ম্মে, জাফরের ধর্ম্মে এক কি না? তোমার যেমনি প্রতিপালন, তারও তেমনি কৃতজ্ঞতা।

জাফর। এখন আপনার কি অনুমতি ?

গঙ্গু। তোমার কি ইচ্ছা ?

জাফর। আমার ইচ্ছা নয় পিতা, এ জুলুম মাথায় নিয়ে এক পা বাড়াই। তিনি আমায় গোলামী কেড়ে নেবার ভয় দেখান; তার ওপর আবার অবিশ্বাস ! শুনলুম ফিরোজকেও না কি পিছু পিছু পাঠানো হ'চ্ছে। আমি যাবো না পিতা ! তবে যদি আপনার আদেশ হয়, উপায় নাই—আগুনে দাঁড়াতে হবে।

সায়ন। ব্রাহ্মণ! আর ভাবছো কি ! কাঁদিগে চল—তুমি, আমি, জাফর খাঁ—তোমার পুত্রের জন্য গলা ছেড়ে, আর যারা রোরুদ্যমান তাদের নিয়ে।

গঙ্গু। না—যাও জাফর ! তুমি না হ'লেও আমি এখনও সম্রাটের চাকর।

জাফর। প্রণাম ! একটু সাবধানে থাকবেন যে কটা দিন আমি না ফিরি। যতই তারা নিশ্চিন্ত থাক্ ঘটনাটা কেউ জানে না ব'লে, কিন্তু বিবেক তাদের বুকে ঘা মারছে,—চোখ তাদের এদিকে আছেই।

[প্রস্থান।

সায়ন। খুব পৌরুষ—খুব গৌরব অনুভব করছো গঙ্গু, তুমি সম্রাটের চাকর ! তোমাদের পুত্রেরা এ ভাবে মরবে না তো মরবে কাদের ?

গঙ্গু। তুমি আমায় নিয়ে চল সায়ন! যেখানে ইচ্ছা—যে ভাবে হোক্; জাফরকে টেনো না, তার মাথা খেতে ব'লো না। আমি তার লক্ষণ দেখেছি,—সে রাজা পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

সায়ন। শুধু লক্ষণে কাজ হয় না গঙ্গু! লক্ষ্যও চাই।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। সায়ন! সায়ন! রাগ ক'রে গেলে? না—বেশ ছিলুম তবু আনমনে। জ্ব'লে উঠ্‌লো যে! উঃ—কি ভীষণ পুত্রশোক! উমেদ-আলি! কর্‌লে কি! না—ত্রিপাপীতে সপ্তশূন্য! যাক্‌—স্নান ক'রে আসি। কিন্তু—কি অন্যায়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জ—পথ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ ভয়ত্রস্ত ছুটিয়া যাইতেছিল।

১ম নাগরিক। ভাই সব! মা সকল! জীবন আমাদের এই পর্য্যন্ত! কনোজের চতুর্দ্দিক আটক পড়েছে, শিকারী কুকুরের মত সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে। তারা মানুষের ওপর পশুর মত নির্দ্দয়ভাবে গুলী চালাচ্ছে! বিচার নাই—পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত পথ বন্ধ! কনোজে রক্তের নদী ব'চ্ছে! ঐ শোন হাহাকার—ঐ শোন তার ওপর বিকটকণ্ঠে মার্—মার্! আর বিলম্ব নাই—তারা এদিকে এলো ব'লে! মৃত্যু তোমাদের খুব নিকট! কাতর হ'য়ো না—হৃদয়কে উঁচু সুরে বাঁধ—সম্রাটের সুমতি কামনা কর।

[নেপথ্যে] চালাও গুলী! চালাও গুলী!

[সৈন্যগণ উপস্থিত হইল ও নাগরিকগণের প্রতি অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণাতীর—রণস্থল।

বুক্কারায় ও হরিহর রণ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

বুক্কারায়। কনোজ মনুষ্যশূন্য—শুনেছ হরিহর! সম্রাটের আদেশে?

হরিহর। আ-হা-হা, বেঁচে থাকুন সম্রাট্ দীর্ঘজীবি হ'য়ে। তাঁর অনুগ্রহে এতদিনে কনোজের মাটী ফির্‌লো।

বুক্কারায়। আচার্য্যদেবও বোধ হয় নাই—তিনিই যখন তাদের নেতা।

হরিহর। তা যদি হয়, ভাগ্যবান তিনি,—রেহাই পেলেন বেদ ঘাঁটার ছট্‌ফটানি হ'তে।

বুক্কারায়। যাক্—এখন পাঠান-সৈন্য কত অনুমান কর্‌ছো বল দেখি?

হরিহর। পাঠান-সৈন্য! তা আন্দাজ কুড়ি কতক হবে।

বুক্কারায়। এখনও তোমার রহস্য বন্ধু! মাথার ওপর মৃত্যুর রক্তাক্ত গদা—বিজয়-নগর সীমান্তে সাগরোর্ম্মির মত অনন্ত মুসলমান-সৈন্য শ্রেণী-বদ্ধ—কর্ম্মভূমির পতনোন্মুখ শিথিল অতি অস্থায়ী কিনারায় তুমি, এখনও তোমার পরিহাস গেল না ভাই?

হরিহর। কি আর কর্‌ছি ভাই! এগুলেও রামের বাণ, পেছুলেও রাবণের গুঁতো! হাস্‌লেও মার খাবো, কাঁদ্‌লেও মার খাবো। মৃত্যুতেও আমাদের যা, আর মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে বেঁচে থেকেও আমাদের তাই,—সাপের মালা, বাঘের ছাল আর চিতার ছাই। মিছে তবে মনটাকে ছোট লোক কর্‌তে কেন যাই!

বুক্কারায়। তবু একবারও কি মনে হয় না ভাই, এই বিজয়-নগর রাজ্য কত যত্ন, কত অশ্রুপাত, কত প্রাণঢালা পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেছ,—কত আকাশ-বাণীর ওপর ভর দিয়ে—কত অতীতের মর্ম্মস্পর্শী আদর্শ নিয়ে—কত ভবিষ্যতের শান্তিময় স্বপ্ন তুলে অতুল প্রীতিতে জড়িয়ে এর বর্ত্তমানের মোহন কণ্ঠে মালা পরিয়েছ? জন্মের কর্ম্মই ছিল যার সেবা, আজ তার শেষ। মুহূর্ত্তের জন্যও কি তোমার বুক কাঁপে না ভাই, সে শূন্য স্তব্ধ শ্মশান-চিত্র কল্পনায়?

হরিহর। আরে কাঁপা বুকের আবার কাঁপ্‌বে কি? ব'সেই তো আছি এক রকম শ্মশানে—প্রেতের অধিকারে, এর চেয়ে আবার বিকট কি দেখ্‌বো বল? রাজ্য ধ্বংস হবে? কর্‌ছি কি! বিজয়-নগরের যদি বিজয়ই না রইলো, শুধু একটা নগরের জন্য জগতের অভাব হবে না।

বুক্কারায়। ধন্য তুমি বন্ধু! ধন্য তোমার আসক্তিহীন কর্ত্তব্যবোধ! তবু—তবু হরিহর! অনেক সাধনার অর্জ্জন—অনেক রক্তপূজার প্রতিদান—অনেক আশীর্ব্বাদের ফল ভেসে গেল ভাই হিংসার অবিচারী জল-প্লাবনে।

গীতকণ্ঠে আদিদেব উপস্থিত হইল।

আদিদেব।—

গীত।

সব ভেসে যাবে কিছুই রবে না, থাকিবে কেবল তুমি,
আর তোমার এই বিরাট কাহিনী বিশাল করম-ভূমি,
গেছে অযোধ্যা গেছে সে রাম,
বন ব্রজভূমি নাই সে শ্যাম,
রামায়ণ গীতা তবু অবিরাম যুগের বদন চুমি।

হরিহর। আরে থেমে গেলে কেন দাদা! চলুক্ তোমার গান অফুরন্ত আপ্রলয়—কাঁপা বুকের তালে তালে। শুনুক্ তোমাদের রাজা—তোমাদের জাতি—তোমাদের দেশ, নারীর নুপুর-শোনা বধির কানে! লাফিয়ে উঠুক্ পঙ্গু—বাহবা পড়ুক্ বোবার মুখে—বেঁচে উঠুক্ নিশ্চেষ্টতা, নিরুত্তর, নির্জীব, নিঃস্ব।

বুক্কারায়। হরিহর! হরিহর! ঘুম ভাঙ্গাচ্ছ কার? আমি জাগন্ত। চাবুক খাওয়াচ্ছ কাকে? আমি তো বিষে জরি নাই! যুদ্ধে এসেছি—যুদ্ধ কর্‌বো। বল্‌তে হবে না কিছু, তবে ফল যা হবে বল্‌ছিলুম; পাঠান-সৈন্য সাগর প্রমাণ, আমার সৈন্য মুষ্টিমেয়।

আদিদেব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি তো তবুও মানুষ পেয়েছ সাগরে কিসের শঙ্কা,
বনের বানরে রাম রঘুমণি জয় ক'রে গেছে লঙ্কা,
যদিও সে আজ গল্পের অংশে,
তবুও তুমি তো তাদের বংশে,
জ্বলিতে না পাও কেন চাপা থাক, ছাড় না খানিক ধূমই।

[প্রস্থান।

বুক্কারায়। চল হরিহর! আর দাঁড়াবার সময় নাই। পাঠান-সৈন্য অগ্রসর! নিয়তির খেলা আজ বিজয়-নগর-প্রান্তরে! ঐ ঘন ঘন মৃত্যুর ডাক!

হরিহর। মৃত্যুর ডাক নয়, ও বিবাহের বাদ্য; ওর পরপারেই পুনর্জ্জন্ম।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফিরোজ ও জাফর খাঁ উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজ। এদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত কর্‌লে হ'তো না খাঁ-সাহেব?

জাফর। হ'তো; তা হবে না। সম্রাট বন্দোবস্ত চান না, তিনি চান দমন।

ফিরোজ। মারামারি কাটাকাটিটাই কি ভাল?

জাফর। ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার তুমি আমি কে?

ফিরোজ। তুমি বন্দোবস্ত কর জাফর খাঁ! আমি সম্রাটকে বুঝিয়ে বল্‌বো।

জাফর। সম্রাট্ বুঝ্‌বেন না শাহজাদা! সম্রাট্ বুঝ্‌বেন না।

ফিরোজ। কেন বুঝ্‌বেন না? এই সোণার দেশ, এই খোদার সজীব সৃষ্টি, এই জ্ঞানের অনন্ত খনি এ . নত হওয়ার অভাবে নষ্ট হ'য়ে যাবে? খুব বুঝ্‌বেন,—তিনিও মানুষ তো!

জাফর। শিশু তুমি ফিরোজ! মানুষ চেনো না। নত হওয়াই যদি চল্‌তো, কনোজের এ ঝগড়াটা কি মিট্‌তো না? তার জন্য কি হ'য়ে গেল, দেখ্‌লে তো? ভারতের ইতিহাস রাঙ্গা!

ফিরোজ। ভুল মানুষের হয়।

জাফর। এ ভুল এখন ভাঙ্গবে না ফিরোজ! ভাঙ্গবে—যবে ঠেক্‌বেন।

ফিরোজ। তা হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য?

জাফর। অনিবার্য্য—আর সে এই মুহূর্ত্তে! ঐ দেখ—বিজয়-নগরের সেনা-সজ্জা, গর্ব্বের অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী! সময় নাই; তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?

ফিরোজ। তুমি যদি বন্দোবস্ত কর্‌তে! সম্রাট না বুঝ্‌লেও তোমার বিপদে আমি বুক দিতুম।

জাফর। তুমি নিজের মাথা সাম্‌লাওগে কুমার! মনে ক'রো না—সম্রাটের জামাতা ব'লে তুমি একটা কি—তোমার সাত খুন মাপ। বন্দোবস্ত করা যদি চল্‌তো, জাফর খাঁ কারো সাহায্যের অপেক্ষা রাখ্‌তো না। সে অনেক কথা! আর আমি দাঁড়াতে পার্‌লুম না—জয়-পরাজয় একটা মুহূর্ত্তের এদিক্ ওদিক্,—আমায় বুক্কাকে ধর্‌তেই হবে।

[প্রস্থান।

ফিরোজ। ওঃ—দেশকে উচ্ছন্ন দেওয়াই দেশের গৌরব, রাজ-সিংহাসনকে রক্তে ডুবিয়ে রাখাই রাজরুচি, মানুষের হিংসা করাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে কামানগর্জ্জন। যুধ্যমান উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ উপস্থিত হইল ও যুদ্ধান্তে প্রস্থান করিল। কামান-ধ্বনি পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল—উদ্‌ভ্রান্তভাবে বুক্কারায় পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কারায়। আছ কি তোমরা বেদের দেবতা—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সোম, সবিতা? আছে কি তোমাদের সে দৈত্য-নিসূদন শক্তি—সে দীনতারণ রীতি—নিঃস্ব ভারতের প্রতি সে মুগ্ধ কটাক্ষ—সে সন্তান-বাৎসল্য—সে প্রাণকাঁদা মমতা? এস—এস, আজ এই ভারতের সীমান্তে কৃষ্ণার উপকূলে মহামেধ-যজ্ঞের মহোৎসব! আহ্বান কর্‌ছি আমি সূর্য্যবংশধর ক্ষত্রিয়, নিয়ে যাও তোমাদের সোম-ভাগ,—দিয়ে যাও তোমাদের পদরজঃ—তোমাদের আশীর্ব্বাদ—তোমাদের অদম্য উৎসাহ।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে আদিদেব উপস্থিত হইল।

আদিদেব।—

গীত।

নীচে এত কোলাহল কি দেখ দেবতা সবে ?
নিরাকার খেলা রাখ নেমে এস ঘোর রবে।
আমরা তো মহালস তোমাদেরও চোখে ঘুম,
তোমরাও মেখে নেবে পদধূলি-কুমকুম্,
কে দেবে আদরে তবে ভারতের গালে চুম্,
তোমরা এ অবিচারে যদি না কেউ কথা কবে ?

সায়নাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

সায়ন। গাও—গাও আদিদেব! ঐ উন্মত্ত কামানগর্জ্জনের সুরে, ঐ রাশি রাশি বীভৎস মৃত্যুর তালে তালে, গাও তোমার মোহন-কণ্ঠে ভারত দেবতার স্তবমালা! আজ এই মশানভূমির নির্জ্জন পার্শ্বে তুমি গায়ক—আমি শ্রোতা। না—না, তুমি কিছু নও—আমি কেউ নই। গাও তুমি অপরের ইচ্ছাধীন যন্ত্র, শুনি আমি আত্মহারা—অচৈতন্য! এ গীতের গায়িকা অদৃশ্য মহাশক্তি—এ ভাবের শ্রোতা শূন্যপথে নিয়তি—এর পরিণতি অচেতনার রাজ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

আদিদেব।—

গীত।

এস ত্রিপুরান্তক ধূর্জ্জটী ভৈরব চন্দ্রকপাল ধবলাঙ্গ,
এস শিখীবাহন এ ঘোর আহবে শক্তির লীলা কর সাঙ্গ।
এস ঘোর গর্জ্জনে বৃত্রবিঘাতক বজ্রভীষণ বরহস্তে
এস মধুসূদন চক্রগদাপাণি মণ্ডিত কীরিটি মস্তে।
এস মা মহিষাসুরমর্দ্দিনী চণ্ডিকে চণ্ডনায়িকে ভ্রূভঙ্গে,
এস মা চতুর্ভুজা ঘোরা ভয়ঙ্করী নগ্না মগ্না রণরঙ্গে।

[প্রস্থান।

সায়ন। মাভৈঃ—মাভৈঃ সনাতন ধর্ম্মের সেবকগণ! ঐ নেমে আসে নন্দন-কানন হ'তে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি তোমাদের অভ্রভেদী শিরস্ত্রাণে—ঐ বীজন করে উনপঞ্চাশ অংশে বায়ু তোমাদের স্বেদজড়িত প্রশস্ত ললাটে—ঐ মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে অভয় বাহুপ্রসারণে তোমাদের চিণ্ময়ী মা!

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সায়ন। কি সংবাদ?

সৈনিক। আপনি এসেছেন! সর্ব্বনাশ আচার্য্যদেব! মহারাজ বন্দী

সায়ন। বুক্কা?

সৈনিক। হাঁ প্রভু! তাঁকে জাফর খাঁ দিল্লী নিয়ে যাচ্ছে.—কেউ রোধ কর্‌তে পার্‌লে না—সব ছত্রভঙ্গ।

সায়ন। নাই—নাই এ জগতে ন্যায়ের মর্য্যাদা—ধর্ম্মের জয়—কর্ত্তব্যের পুরস্কার। মিথ্যা হিন্দুর দেব-দেবী—ভক্তি—প্রেম—বিশ্বাস—ব্যাকুলতা। উদরপূরণের বৃত্তি ভারতের বেদ দর্শন উপনিষদ পুরাণ তন্ত্র। প্রবঞ্চক চোর মনু কপিল কণাদ জাবালি সমস্ত ব্রাহ্মণ। সৈনিক! সৈনিক! তুমি কি জাত?

সৈনিক। আমি চণ্ডাল।

সায়ন। বেশ হয়েছে। আমার পৈতেগাছটা ছিঁড়ে দাও তো! দেখ্‌ছো কি হাঁ ক'রে? ভাব্‌ছো কি আকাশ-পাতাল? ছিঁড়ে দাও, দরকার নাই আর এতে। যে দেশে দেবতা নাই, জন্ম আর মৃত্যু যে দেশের কর্ম্ম, যেখানকার ধর্ম্ম পরাজয়—পরমুখ-প্রত্যাশা, সে দেশে ব্রাহ্মণ থাকৃতে পারে না। যদি কেউ তার অভিমান করে, তার সাজানো উপবীত চণ্ডালেরই আকর্ষণের। নাও—নাও বন্ধু! তুমি আমার বোঝা হাল্কা কর—আমার লজ্জা ঘুচোও। আমার এ কার্পাস ক-গাছা খুলে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও।

হরিহর উপস্থিত হইল।

হরিহর। আরে থাম ঠাকুর, থাম। সব ছেড়ে দিয়ে পৈতেগাছটার ওপর এ দৌরাত্ম্য কেন? এই শুন্‌লুম তুমি ম'রে গেছ, আবার কোথা হ'তে ঘুরে এলে?

সায়ন। হরিহর! হরিহর! রাজা বন্দী!

হরিহর। হাঁ—তাঁর একটু সখ হ'লো বই কি সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্‌বার।

সায়ন। যমের সঙ্গে দেখা কর্‌বার! তোমরা রোধ কর্‌তে পার্‌লে না?

হরিহর। পার্‌লেও কর্‌লুম না; সম্রাটের ওপর তাঁর বেজায় টান দেখ্‌লুম।

সায়ন। কর্‌লে কি, দাঁড়িয়ে বিষ খাওয়ালে?

হরিহর। খাওয়ালুম,—দেখ্‌লুম একটা মজার ওষুধ আমার হাতে পড়েছে।

সায়ন। কি?

হরিহর। আমিও সম্রাটের জামাই ফিরোজকে ধরেছি।

সায়ন। ফিরোজকে ধরেছ? সম্রাটের জামাতা? বাঃ—না,—ভুল করেছ মূর্খ! এ তো সে সম্রাট নয়; যার ধর্ম্ম যথেচ্ছাচার, যার লক্ষ্য আত্ম-তৃপ্তি, যার আত্মীয় একমাত্র অর্থ, সে কি ছার জামাতার মমতায় হীনতা স্বীকার কর্‌বে? কন্যার ম্লান মুখ দেখে কেঁপে উঠ্‌বে? পরের জন্য আপনার তাল ভুল্‌বে? কখনও না—কখনও না! করেছ কি হরিহর কৌতুকের বশে! ফিরোজের বিনিময়ে কিছুতেই সে বুক্কাকে ছাড়্‌বে না—কন্যার দায়ে মহম্মদ তোগলক প্রভুত্ব হারাতে পার্‌বে না।

হরিহর। তবেই তো বেশ বল্‌লে ঠাকুর! আমি তো অতটা ভাবি

নাই ; আমি ভেবেছিলুম, সংসারে একমাত্র কন্যা—সবেধন জামাই, তাদের সুখ-শান্তির চেয়ে রাজ্য ! এঃ—সব উল্টে গেল ! যাঃ—এ যে সর্ব্বনেশে ভুল ! ঠাকুর ! তুমি খুব পৈতে ছেঁড়ো, আর তার সঙ্গে আমারও একটা কিনারা কর। আমার একটা ধারণা ছিল—আমি চূড়ান্ত ফন্দীবাজ, আমার মাথার যত চুল তত রকম বুদ্ধি। কিছু না—কিছু না ! সব গোবর—সব গোবর ! আমি মহামূর্খ ! কর ঠাকুর ! আমার কিনারাটা আগে কর ; রাজাকে ছাড়ার চেয়ে আমি নিজের মায়া ছাড়ি।

সায়ন। তাতে বিশেষ কিছু নাই হরিহর ! ম'রে যাবে কোথা ? আবার আস্‌তে হবে এই কান্নার রাজ্যেই,—শুধু ঘোরাঘুরি পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে যা হ'লো—হ'লো ; বাঁচি এস—ভুগি এস—কাঁদি এস ! প্রতিষ্ঠা করেছিলুম বিজয়-নগর দাক্ষিণাত্যের উচ্চ চূড়ায়—পূজা ক'রে আস্‌ছিলুম প্রাণ দিয়ে, আজ তার আশা-ভরসা কৃষ্ণার জলে চির-বিসর্জ্জন ! গ্লানির কিছু নাই ! বিসর্জ্জনও হিন্দুর একটা উৎসব—অনুতাপও একটা পথ—কান্নাও একটা তৃপ্তি ! চল হরিহর, ও উদাস দৃষ্টি লুকিয়ে নিয়ে এ অসহ্য নীরবতা হ'তে আনন্দে পৈশাচিক কল্লোলে ! বাজিয়ে দিই সমস্ত দাক্ষিণাত্য যুড়ে গুরু-গম্ভীরে অশ্রাব্য এই বিসর্জ্জন-বাদ্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিজয়-নগর—রাজ-অন্তঃপুর।

বাণী ও গায়ত্রী।

গায়ত্রী। বাণী! একবার ভগবানের নাম গা তো!

বাণী। তুমি পূজায় বসেছিলে, এরই মধ্যে উঠে এলে যে?

গায়ত্রী। পূজা হ'লো না; মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো, ধ্যানে তেমন তন্ময় হ'তে পার্‌লুম না। কর্ তো মা একবার শ্রীহরির নামকীর্ত্তন, দখি—যদি চিত্তটায় সাম্‌লে নিতে পারি।

বাণী। গান শুনে চিত্ত ফির্‌বে?

গায়ত্রী। বড় মধুর তোর মুখের গান—বড় ললিত ভগবচ্ছন্দের গাথা—বড় তৃপ্তির ঈশ্বরগুণকীর্ত্তনের ভাব, অশ্রু, অঙ্গভঙ্গী। চিত্ত ফেরে বই কি! মানুষকে ফেরানোর জন্যই তো এ গানের রচনা! গা বাণী, সেইখানা! পূজার উপকরণ সব ছড়ান আছে। আমায় আবার বস্‌তে হবে—পড়্‌তে হবে নারায়ণের চক্ষে,—আমার স্বামী রণক্ষেত্রে।

বাণী।—

গীত।

চঞ্চল মানস শান্ত কর প্রভু, যদি তুমি অন্তরযামী।
চলেছে জগৎ তব চরণের দিকে দ্রুত আমি শুধু পশ্চাৎগামী।

কত দিন আর হেথা আকুলিত তোমা ছাড়া,
একা আমি বহুরূপে ভ্রমিব হে দিশেহারা,
কবে বা ফুটিবে মম অন্ধ এ আঁখি-তারা দেখিব কি সুন্দর আমি।

গায়ত্রী। [ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া] বাণী! বাণী! তোর গান নয়—মন্ত্র! সত্যই সুরশক্তি ভগবানের নাম—সকল দুশ্চিন্তার সান্ত্বনা। [গমনোদ্যতা হইলেন]

সায়নাচার্য্য প্রবেশ করিলেন।

সায়ন। কোথা যাও হতভাগিনী?

গায়ত্রী। বাবা এসেছ?, যাবো দেবপূজায়—স্বামীর মঙ্গলে মদন-মোহনের মন্দিরে।

সায়ন। যেও না আর, মন্দির শূন্য—দেবতা নাই। স্বামী তোমার বিপন্ন—বন্দী—মৃত্যুর মুখে।

গায়ত্রী। স্বামী বন্দী! আমার স্বামী? হবে—হবে—হবারই কথা; তবু মন্দির শূন্য ব'লো না, মন্দির পূর্ণ—দেবতা আছে।

সায়ন। দেবতা আছে? কৈ দেবতা? যে দেবতার পূজাপ্রতিষ্ঠায় সারা জন্ম প্রাণপাত ক'রে আস্‌ছি, যাদের অনন্ত শয্যার আবিলতা ধৌত কর্‌তে সমস্ত আর্য্যজাতির রক্তের উৎস ছুটিয়ে দিয়ে রেখেছি, যাদের মুখ চেয়ে আজ আমরা জগতে নিঃস্ব—নির্ব্বিষ-অতি নিম্নশ্রেণীর জীব, কৈ তারা? তারা কি শুদ্ধ সৌভাগ্যের পোষ্য হ'য়ে স্বর্ণমন্দিরে শ্বেত ছত্রের তলে ব'সে সেবক-সেবিকাদের আঁচলের বাতাস খাবার জন্য? পালিয়ে চল—পালিয়ে চল মহারাণী এ দেবতাহীনের দেশ হ'তে। পূজা কর্‌বে কাদের? তারা নাই—তারা নাই,—তারা থাকলেও নাই। তারা আছে—আর তাদের বিদ্যমানে বিজয়-নগরের আজ এই অবস্থা?

গায়ত্রী। তারা আছে—তারা আছে—তারা না থেকেও আছে। তারা আছে ব'লেই শুদ্ধ বিজয়-নগর কেন, বিশ্ব-নগরে এই উত্থান-পতনের অবিরাম জোয়ার ভাটা। ব্রাহ্মণ! কি করেছ তুমি তাদের জাগাতে? সারা জন্ম খেটে বেদের টীকা তৈরী করেছ, এই তো? বৃথা ঘুরেছ! হ'য়ে পড়েছ তাতে নাস্তিক—তার্কিক—সত্য হ'তে স্বতন্ত্র। কখনও কেঁদেছ কি ভগবানের নামে? দেবতার পায়ে প'ড়ে? কাঁদ নাই; কাজেই তোমার সব কর্কশ। কর্ম্ম করেছ নীরস—ভক্তিহীন—নিষ্ফল! কোথায় খুঁজে পাবে দেবতার অস্তিত্ব? ভাষা নিয়ে চলেছ, ভাসা-ভাসা চ'লে গেছ,—কেমন ক'রে পাবে ভাবের গুপ্ত অধিকার? ব্রাহ্মণ! বিজয়-নগরের এ বাহ্যিক দুর্দ্দশা দেবতার দোষে নয়—আমাদের দোষে,—আমরা তাদের প্রসন্ন রাখ্‌তে পারি নাই।

সায়ন। তারা আর আমাদের ওপর প্রসন্ন হবে না বালিকা! তাদের প্রসাদ আজ পরিবেশন হ'চ্ছে উচ্ছিষ্ট কদন্নভোজী হীন কুক্কুরের দলে। তাদের রুচি দেখ্‌ছি এখন মক্ষিকার মত মধুপর্ক পরিত্যাগ ক'রে ক্ষত স্থানের রক্ত-পূযে। তারা কি পায় নাই এই দুর্ভাগ্য জাতির কাছে? মনু, কপিলই নাই—এখনও তো তাদের বংশ আছে, এখনও তো প্রতি প্রভাতে তাদের স্তোত্র পাঠ হয়, আজও তো সান্ধ্য আরতি মন্দির হ'তে লোপ পায় নাই! ভারতের এ ঘোর দুর্দ্দিনেও হিন্দু—হিন্দু; আবার কি দিয়ে তাদের প্রসন্ন রাখ্‌তে হবে মহারাণী?

গায়ত্রী। গা তো বাণী!

বাণী।—

পূর্ব্বী ঝাঁপতাল।

দেবার দেখি না কিছু যা দেবো তোমারই দান,
আমারে বলিতে দাও শুধু জয় ভগবান—জয় ভগবান,
আমি মিলায়ে রসনা মনে, শ্রবণ নয়ন সনে, তোমাতে অবগাহনে নামি।

গায়ত্রী। বুঝ্‌তে পার্‌লে ব্রাহ্মণ, কি দিলে ভগবান প্রসন্ন? কিছু না দিলে,—কিছু দেবার নাই ব'লে দীনভাবে দাঁড়ালে! পেরেছ কি সে দেওয়া দিতে? তুমিও পার নাই, আমিও পারি নাই, তোমার সমস্ত আর্য্য জাতি কেউ পারে নাই! তুমি বেদের টীকাকার, তোমার একটা মজ্জাগত অভিমান—তুমি ভগবানের মহৎ কার্য্য সাধন করেছ। আমি বিজয়-নগরের মহারাণী, আমারও ইষ্টপূজা জাঁক-জমকে। সমস্ত ভারতীয় হিন্দু—তাদেরও চিরকেলে ধারণা, আমরাই জগতের একমাত্র আর্য্য জাতি—ঈশ্বরের পরিচিত—সবার উচ্চে। ভগবানকে প্রসন্ন রাখ্‌বো কি! ভগবানের কাছ হ'তে স'রে দাঁড়িয়েছি। যাও ব্রাহ্মণ! বিপদ যাবে, ভগবানকে ডাকার মত ডাকগে।

সায়ন। ভগবানের আর হাত নাই নারী! বুক্কা এতক্ষণ মহম্মদ তোগলকের দরবারে।

গায়ত্রী। কোন ভয় নাই ব্রাহ্মণ! প্রহ্লাদও পড়েছিল হস্তী-পদতলে।

সায়ন। বাঃ—সুন্দর প্রবোধ! যাক্‌, তারপর তোমার উপায়? এখনই যে পাঠান-সৈন্য প্রাসাদ লুট কর্‌বে! তোমার মান-সম্ভ্রম?

গায়ত্রী। আমার মান-সম্ভ্রম? কুরুসভায় নিঃসহায়া দ্রৌপদীর মান-সম্ভ্রম কে রেখেছিল ব্রাহ্মণ? যাও—টলিও না আমায় আর! একটা অমনোযোগে আমার এ সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, আমি ঢেকে ফেলেছি আমার হৃদয়ের সে দৌর্ব্বল্য। দেখ্‌তে পাচ্ছি ভগবানের অপার করুণা! আমার স্বামী নিরাপদ—নির্ব্বিঘ্ন—নিঃশত্রু; কারো সাধ্য নাই তাঁর কেশ স্পর্শ করে,—আমার অনন্ত ঈশ্বরপ্রেম তাঁর পার্শ্বরক্ষী। [প্রস্থান।

সায়ন। বাণী! বাণী! গা তো আর একটুখানি; আমি মন দিয়ে শুনি ঐ সুর—ঐ রাগিনী—ঐ গান।

বাণী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমার বলিতে হেথা যাদেরে চিনিয়েছিলে,
সরাইয়ে নাও যদি আছ তুমি জানাইলে,
তিমিরে তড়িৎবৎ কেন বা ভুলাও পথ স্থির হও সৃষ্টির স্বামী।

সায়ন। সত্যই কি জন্মটা কাটিয়েছি বৃথা? সত্যই কি ঈশ্বরারাধনা ছাড়া জীবের কর্ম্ম নাই? সত্যই কি ভোগের একমাত্র অবলম্বন ত্যাগ?

সায়ন। গায়ত্রী! গায়ত্রী! তুমি রাক্ষসী না দেবী? দেখ্‌বো তোমার শক্তি! রাজনীতি আমার পরাজিত,—পরীক্ষা নোবো তোমার বিশ্বাসের।

[প্রস্থান।

বাণী। বা—বা—বা, মন্দ নই তো আমি! আমিও তো জগতের প্রয়োজনীয়,—আমার গুণে দেখ্‌ছি বেগড়ানো শোধরায়! নাই বা জান্‌লুম তবে আমার জন্ম কোথায়—কি উদ্দেশ্যে ফিরি—কে আমি? ও—হয়েছে; আমি বিদ্যুৎ—আপনার জ্বালায় জ্ব'লে মরি—পরের চোখে ভালো; আমার আলোকে লোকে হারানো পথ দেখে নেয়, কিন্তু আমার বাস মেঘের চির-অন্ধকারে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রংমহল—সাকিনার কক্ষ।

সাকিনা উপবিষ্টা, বাইজীগণ ও বাঁদি দাঁড়াইয়াছিল।

বাঁদি। ও গো! আজ যে তোদের পোষাক পাল্‌টে আস্‌তে বলা হয়েছিল, দেখ্‌ছি এসেছিস্‌ তো সব! এর অর্থ বুঝেছিস্‌? আজ্‌কে এটা রোজকার মত রঙ্গরসের মজ্‌লিস নয়; আজকের এটা হ'চ্ছে শোক-সভা। আমাদের সম্রাটের জামাই হজরৎ সাহজাদীর স্বামী মহম্মদ ফিরোজ-সা কাফেরদের হাতে বন্দী হয়েছেন।

বাইজীগণ। কি দুঃখ! কি দুঃখ!

বাঁদি। হাঁ; সেই দুঃখই আজ পোষাক-পরিচ্ছদে হাবে-ভাবে কথায়-চাউনিতে সব রকমে সবটা জানাতে হবে, বুঝেছিস্‌? আজ নাচ বন্ধ ক'রে কেবল দাঁড়িয়ে গান হবে; চলা পা হ'লেও কেউ পা-টী তুল্‌তে পাবে না। সবাইকে মুখ কাঁদ-কাঁদ ক'রে রাখ্‌তে হবে; পেটে খিল ধ'রে গেলেও কেউ ফিক্‌ ক'রে হাস্‌তে পাবে না। আর সারাদিন তো রোজা, ম'রে গেলেও মুখে সরবৎটী পর্য্যন্ত দেওয়া হবে না।

সাকিনা। আর কি! প্রিয় সখিগণ! পরম সৌভাগ্য আমার। আজ আমি সমব্যথী তোমাদের নিয়ে স্বামীর উদ্দেশে আকুলতা প্রকাশ কর্‌বার অবসর পেয়েছি। আমার স্বামী বন্দী—শুদ্ধ অশ্রুময় হওয়া উচিত এর অভিনয়, কিন্তু এও কম কথা নয়! বীরপুরুষ বীরধর্ম্মরক্ষায় রাজ্যের কল্যাণে আত্মবলি দিয়েছেন! বুঝে দেখ, কি আনন্দ বীরবালার তার অভ্যন্তরে! গাও সেই মর্ম্মে সঙ্গীত, মেঘমন্দ্রে বিদ্যুল্লতার মত বীর-করুণে মিশিয়ে,—ভাষা কাঁদ্‌বে ভাবে গ'লে, সুর নাচ্‌বে উল্লাসে—উৎসাহে—উচ্চস্তরে উঠে।

বাইজীগণ।—

গীত।

আজি দাঁড়ায়েছ তুমি যে জগতদ্বারে নিয়ে সে তো গো নয়।
মৃত্যু সেথায় চির-অমরতা পরাজয় মহাজয়॥
বিরহ তথায় মিলনকেন্দ্র উজল জমাট অন্ধকার,
ক্রন্দনকোলে মধুর হাস্য কণ্টকে ফুল-সম্ভার,
সুললিত সেথা সব হুঙ্কার প্রেম সঙ্গীতময়।
চাহিব শূন্যে তব আশে মোরা উদাস অথচ দীপ্তচক্ষে,
ভগ্নকণ্ঠে গাহিব মহিমা গৌরবভরা উচ্চ বক্ষে,
বসায়ে তোমারে মানস-কক্ষে দেবো নব পরিচয়॥

সাকিনা। সুন্দর—সুন্দর! যাও সঙ্গিনীগণ! সমাপ্ত আমাদের কর্ত্তব্য।

[বাইজীগণ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বাঁদি। তা হ'লে এইবার কি করা হবে?

সাকিনা। এইবার তুই একটা গান কর্—তোর যা খুসী।

বাঁদি। এই তো! এইবার তো হাসিখুসিরই পালা! এ সব বিষয়ে হিঁদুদেরও ঠিক এই মত,—একাদশীর পরই দ্বাদশীর পারণা। বেশী কাঁদা-কাটা কি ভাল? স্বামী তো গেছেই, যেমন হোক্ ঝর্-ঝর্ ক'রে কাঁদা গেল এতক্ষণ! কে পারে এমন? শাহ্জাদীর কি স্বামীর ওপর টান! কি জোর ভালবাসা—আ-হা-হা!

বাঁদি।—

গীত।

(আহা) আমি ভালবাসি তারে কত।
সিরাজির মত সুরুয়ার মত বর্ষার ভুনি খিচুরির মত,
আর আছে ভাল যত॥

সে যে গো আমার পোষা ময়না,
উড়ে গেছে আজ কোন চুলোতে প্রাণ বুঝি দেহে রয় না;
উহু—আহা আর সয় না—আমি বেঁচে আছি না গত ?
কি করি এখন বল না গো কেউ চাই তো লায়ে কাছি,
ভোম্‌রাই না হয় দেশ ছেড়ে গেছে, আছে তো বোল্‌তা মাছি,
যদি ময়নার বদল খেঁদা পেঁচা পাই,
কি ক্ষতি! ফাঁকা খাঁচা তো ভয়াই,
আমার মাথা ছাতু হায় কেমনে শুকাই ভাবি তাই অবিরত।

মহম্মদ তোগলক উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ। সাকিনা!

সাকিনা। পিতা! আপনি এ সময়ে অকস্মাৎ ?

মহম্মদ। একটা বড় সমস্যায় পড়েছি সাকিনা! তুমি ভিন্ন তার মীমাংসা নাই! তাই দরবারের আগে তোমার কাছে আস্‌তে হ'লো। তুমি আমার বিপদে মন্ত্রিণী।

সাকিনা। কি সমস্যা পিতা? আপনি দুনিয়ার মালেক—আপনার ইচ্ছাই জগতের নিয়ম,—আপনার আবার সমস্যা কি ?

মহম্মদ। না সাকিনা! তবু এ বিষয়ে তোমার একটা মত নেওয়া দরকার। বোধ হয় জান, আমি বিদ্রোহী বুক্কারায়কে ধ'রে আন্‌বার জন্য জাফর-খাঁর সঙ্গে ফিরোজকে পাঠিয়েছিলুম; যদিও জাফর বুক্কাকে বন্দী ক'রে দিল্লী এনেছে, কিন্তু হতভাগ্য ফিরোজ শত্রুকরে। উভয় সঙ্কটে আমি সাকিনা! রাজদ্রোহীকে হাতে পেয়ে ছাড়া, এ আমার জীবন্তে মৃত্যু! আর যদি বুক্কাকে শাস্তি দিই, তোমার স্বামীর অমঙ্গল।

সাকিনা। এই কথা! আপনি কঠিন শাস্তি দিন পিতা আপনার

বিদ্রোহীর। আমার স্বামী—রাজ্যের মঙ্গলে নিজের কোন অমঙ্গলে পশ্চাৎপদ হ'তে পারেন না, আর হ'লেও তা আমার বাঞ্ছনীয় নয়।

মহম্মদ। এই তো আমার কন্যার কথা! আমার একটা গুরু ভাবনায় নিশ্চিন্ত করলে সাকিনা! একেবারে যে তোমার কাছ হ'তে এতটা সদুত্তর পাবো, তা আমি ভরসা করি নাই। তবে সেটা আমার ভুল হয়েছিল,—ভাবা উচিত ছিল তুমি আমার আত্মজা—ভবিষ্যতের একমাত্র অবলম্বন! তোমাকেই পুত্রস্থানীয় হ'য়ে দিল্লীর মসনদ বজায় রাখ্‌তে হবে,—তোমাতে সে দৌর্ব্বল্য অসম্ভব! আর সে কাকুতি নারী হ'লেও তোমার পক্ষে প্রশংসার নয়—নিন্দার। দীর্ঘায়ুঃ হও। আমি দরবারে চল্লুম,—আজ সর্ব্বাগ্রেই বুক্কার বিচার হবে।

সাকিনা। বিচার আবার কি! আপনার শত্রু সে,—আমি তার ছিন্ন মুণ্ড চাই।

সাহারা উপস্থিত হইলেন।

সাহারা। তা চাই বই কি! তার ওপর এ মুণ্ডটা আবার বেজায় দামী—স্বামীর মুণ্ডে কেনা!

সাকিনা। দেখুন, আপনি বড় অনধিকারে আস্‌তে আরম্ভ করেছেন।

সাহারা। অনধিকার আবার কি? এটা তোমারও পিত্রালয়, আমারও তাই। কি ভাই! নয় কি?

মহম্মদ। হাঁ—তা—সমান বই কি!

সাহারা। সমান তো! তা হ'লে সব কাজে আমারও সমান মতামত দেবার অধিকার আছে?

মহম্মদ। তা—একপ্রকার থাকা তো উচিৎ!

সাহারা। কৈ ! আজ এই দরবারটায় কন্যার মতের দরকার হ'লো, আমার খোঁজ পড়্লো না কেন ? সেও সম্রাটনন্দিনী, আমিও তোমার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোগলকের কন্যা। তবে তুমি জীবিত— তিনি মৃত ; তা হ'লেও এ সিংহাসন তাঁর। তোগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি ; তুমি তো তাঁর সাজানো ঘরে বসেছ—তাঁরই পাতা খেলায় খেলছো !

মহম্মদ। আমি তো তা অস্বীকার করি না ভগ্নী ! তোমার সম্মানও আমি যথেষ্ট ক'রে আস্‌ছি ; এমন কি আমার অবর্ত্তমানে পিতৃরাজ্য যাতে তোমার উপভোগ্য হয়, তার জন্য তোমার পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়েছি।

সাহারা। ভালই করেছ। সে দিকে তুমি মহৎ ; কিন্তু এদিকে আবার একি ?

মহম্মদ। এ খোদার ইচ্ছা ভগ্নী ! মানুষের ইচ্ছার উল্টো।

সাহারা। মিথ্যা ব'লো না মহম্মদ খোদার নামে। এ খোদার ইচ্ছা নয়, এ ইচ্ছা তোমার নিজের। তুমি বুক্কারায়কে এঁটে উঠ্‌তে পার নাই, তাই ভয়ে প'ড়ে তার সঙ্গে নিজের ভাগিনেয়—নিজের জামাতা—নিজের পুত্রের প্রাণ বিনিময় কর্‌ছো। দিল্লীর শাসন-দণ্ড তোমার হাতে প'ড়ে হীন হয়েছে, সামান্য দাক্ষিণাত্যের তাড়ায় সারা হ'য়ে সর্ব্বস্ব দিয়েও যে কোন উপায়ে মান বজায়ের চেষ্টায় আছ ; কেমন—সত্য বল ?

মহম্মদ। যাক্—এখন তুমি কি চাও ভগ্নী ?

সাহারা। কি চাই ? মহম্মদ ! যার পুত্র শত্রুর করে—খড়্গের তলে—মৃত্যুর মুখে, সে আবার কি চায় ? আমার পুত্র এনে দাও।

মহম্মদ। [নীরব রহিলেন]

সাহারা। এনে দাও মহম্মদ ! আমি আর তোমার রাজ্য চাই না, সে নেশা আমার কেটে গেছে। তোমার রাজ্য ভোগ করুক তোমার গরবিনী কন্যা ! আমার রাজত্ব আমার সর্ব্বস্ব আমার পুত্র ! এনে দাও ভাই ! হাতে ধর্‌ছি, আমি গাছের তলায় থাকবো।

মহম্মদ। [নীরব রহিলেন]

সাহারা। বোবা হ'য়ে গেলে যে ? কন্যার মুখের দিকে চাচ্ছ কি ? তোমায় আমায় কথা, তুমি ভাই—আমি ভগ্নী, ও কি বল্‌বে তার ?

সাকিনা। বল্‌বার আছে বই কি ! আপনার পুত্র, আমারও স্বামী—আমা হ'তে আপনার কিছু বেশী নয়।

সাহারা। অনেক বেশী ! তুমি তার কি বুঝ্‌বে সাকিনা ? তুমি তো কেবল স্বামীই দেখেছ—তাও চোখের দেখা ! পুত্র কি জিনিষ, এখনও আস্বাদ পেতে হয় নাই। আমি স্বামী নিয়েও সংসার করেছি, পুত্র বুকে ক'রেও বিধবা-জীবন কাটাচ্ছি ; আমি বল্‌তে পারি কে কম, কে বেশী ! অনেক বেশী সাকিনা ! স্বামী হ'তে পুত্র অনেক বেশী ! স্বামী সাক্ষ্য রেখে বরণ করা, পুত্র রক্ত দিয়ে তৈরী করা। স্বামীর মৃত্যুতে ওপর ওপর দাগ পড়ে, পুত্রশোক আঁতের ঘা। স্বামীকে নারী ভালবাস্‌তেও পারে, নাও পারে, কিন্তু সন্তানকে না ভালবেসে উপায় নাই ! তুমি চুপ কর। মহম্মদ ! বুক্কাকে ছেড়ে দাও।

সাকিনা। তা হবে না, আমার পিতার মস্তক অবনত হবে।

সাহারা। হ'তেই হবে ; তা না হ'লে আমার পিতার নাম ডুব্‌বে।

মহম্মদ। যাও ভগ্নী ! আমি ভেবে দেখি, যদি দুটো দিকই বজায় হয়।

সাহারা। অসম্ভব ! তা হয় না মহম্মদ ! ফিরোজের মুক্তি আর বুক্কার শাস্তি, দুটো একসঙ্গে—এ হ'তে পারে না। সূর্য্যে গ্রহণ আর চন্দ্রে পূর্ণতা একদিনে হবার নয়,—ভুলে যাও। শেষে দু-দিকই যাবে তোমার।

মহম্মদ। তোমার কথা তো ফিরোজকে ফিরে পাওয়া নিয়ে?

সাহারা। তা বটে! কিন্তু বুক্কাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমি যে তার অন্য উপায় দেখছি না!

মহম্মদ। বুক্কাকে আমি ছাড়্‌তে পার্‌বো না ভগ্নী! অন্য উপায় থাকে তো সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌বো।

সাহারা। পাষণ্ড! চেষ্টা কর্‌বে—সাধ্যমত—অন্য উপায় থাকে তো? তারপর! যখন উপায় না পাবে, সাধ্যে না কুলোবে, চেষ্টা বিফল হবে? তখন বুঝি বল্‌বে, কি কর্‌বো ভগ্নী! খোদার ইচ্ছা। মহম্মদ! তুমি মানুষ? সম্রাট্ গিয়াসুদ্দিনের পুত্র? আমার ভাই? না—কে তুমি ছদ্মবেশী, ভাই হ'য়ে ভগ্নীর জন্য ছুরী শাণাও—সম্রাটের আসনে ব'সে স্বার্থের পূজা কর—মানুষ হ'য়ে মানুষ খাও? তাও নিজের ভাগিনেয়—জামাতা, পুত্র হ'তেও,—পশুতেও যা পারে না! তুমি কোন্ জাহান্নমের? না মহম্মদ! তোমার দোষ নাই, এ খোদার মার—আমার দুরাশার পুরস্কার! এসেছিলুম আমি অনাথিনী তোমার সংসারে, পুত্রকে রাজ্য দেবার লোভে,—দিয়ে চল্লুম তোমার রাজ্য-পিপাসার পায়ে সেই পুত্রকে নরবলি! তুমি বেঁচে থাক—জামাতার রক্তে পরিখা দেওয়া রাজ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ কর—খোদার চিন্তা ভুলে গিয়ে খাম-খেয়ালীই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র হোক্। আর তুমি সাকিনা, তোমায় আর কি বল্‌বো! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, একটা দিনের জন্যও তুমি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের আস্বাদ পাও, আর সংসারের নারী-চরিত্রের সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তির তুলনা ক'রে অনুতাপে মাটী হ'য়ে যাও। [প্রস্থান।

মহম্মদ। সাকিনা! থাক্ না হয় আজ বুক্কার বিচার; সে তো আর পালাতে পাচ্ছে না। তুমিও আর একটু ভাব, আমিও আর খানিক দেখি।

[প্রস্থান।

সাকিনা। কি আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল আমায় বাঁদি?

বাঁদি। তা—খুব! স্বামীর আস্বাদ পাও—জন্মায়ত্তি হও—পাকা চুলো সিন্দূর পর, এই রকম আর কি! কাফের! কাফের! কার কথায় কান দিচ্ছ শাহজাদী? স্বামী জিনিষটা তো আমাদের তৈজসপত্র পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে। তার জন্য আবার অনুতাপ—মাটী হওয়া! মুখে আগুন! চল—চল, বেলা হ'য়ে এলো; অনেক কাঁদা গেল, এইবার পেটে কিছু দেওয়া যাক্ গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আমজাদ দাঁড়াইয়াছিল।

আমজাদ। বড়া বেইমানি দুনিয়াকা হাল, দিক্ কিয়া হামকো। এত্তা রূপেয়া খরচা কর্‌কে সাদি কিয়া, বিবি তো হামকো পছান্তা নেহি। কাহে এইসা গোসা, খোদাকো মালুম! হাম্ তো উসিকো ওয়াস্তে জান দেতা, যো হুকুম গোলামকা মাফিক তামিল কর্‌তা—কুছ কসুর নেহি, লেকেন উস্কো মতলব বি নেহি মিলা। মুলাকৎ ছোড় দেও—হামকো ওয়াস্তে একঠো মিঠাবুলি বি নেহি! ই কেয়া ঝকমারী আল্লা!

শশব্যস্তে উমেদ-আলি উপস্থিত হইলেন।

উমেদ। আমজাদ! সম্রাট্ কোথায়?

আমজাদ। আইয়ে হুজুর, বৈঠিয়ে—বান্দাকা একঠো বাৎ শুনিয়ে।

উমেদ। সম্রাট্ কোথায় বল? অবসর নাই আমার!

আমজাদ। সম্রাট্ তো হ্যায় হুজুর, লেকেন আপ লোক উমদা আদ্‌মি, হামকো বোল দিজিয়ে—

উমেদ। এঃ—তুমি বিরক্ত কর্‌লে দেখ্‌ছি! পরে জবাব কর্‌বো তোমার কথার,—এখন সম্রাট্ কোথায় গেলেন বল?

আমজাদ। কেয়া জানে হুজুর নবাব বাদসা কা হাল! হিঁয়া যাতা, হুঁয়া ঘুম্‌তা! হাম তো বাউরা বন্ গিয়া। থোড়া সবুর কিজিয়ে; সাহান-সা আবি লেড়কিকা মহলমে গিয়া রাহা।

উমেদ। ঐ আস্‌ছেন না!

আমজাদ। হাঁ—হাঁ, আতা হ্যায়—আতা হ্যায়।

মহম্মদ প্রবেশ করিলেন।

মহম্মদ। উমেদ! ভালই হয়েছে; আমি তোমায় ডাক্‌তে পাঠাবো মনে কর্‌ছিলুম। একটা কৌশল কর্‌তে হবে, যাতে দু-দিক বজায় হয়,—ফিরোজের মুক্তি আর বুক্কার শাস্তি! ভাব—ভাব—এখনই!

উমেদ। একটু সময় দিতে হবে সাহান-সা! আমার মস্তিষ্কের ঠিক নাই; উপস্থিত বান্দা একটা বড় দুর্ভাবনায় পড়েছে।

মহম্মদ। কেন—তোমার আবার কি হ'লো?

উমেদ। নূতন কিছু নয় জাঁহাপনা, সেই যেটায় মেহেরবানের অভয় দেওয়া আছে।

মহম্মদ। ও,—আমজাদ! তঞ্জাব ঠিক রহেনে বোলো।

[আমজাদ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

মহম্মদ। তারপর! কি হয়েছে তার?

উমেদ। গঙ্গু বোধ হয় সে ঘটনাটা জান্‌তে পেরেছে।

মহম্মদ। জান্‌তে পেরেছে? কি ক'রে জান্‌লে? আর তো কেউ জান্‌তো না!

উমেদ। তা জানি না সম্রাট্! তবে আজ সে অতি প্রত্যুষে উঠে সকলের আগে জাফর-খাঁর সঙ্গে দরবারে উপস্থিত হয়েছে। আমি দূর হ'তে দেখি, তারা দু'জনে এক জায়গায় ব'সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা ক'চ্ছে, দরবারে পা দেবা মাত্রই চুপ হ'য়ে গেল। গঙ্গু আমার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো, জাফর অতর্কিতে আমার প্রতি একটা হাড়ভেদী কটাক্ষ কর্‌লে; আমি আঁৎকে উঠ্‌লুম—আমার সর্ব্বাঙ্গ ট'লে গেল, আর সেখানে দাঁড়াতে পার্‌লুম না; শ্বাস বন্ধ হ'য়ে এসেছিল, সাহান-সার কাছে এসে হাঁফ ছাড়্‌লুম। আমায় রক্ষা করুন সম্রাট, আমায় রক্ষা করুন!

মহম্মদ। এঃ! কে কিসের কথা ক'চ্ছে, তা নিয়ে তুমি যে আপনা-আপনি চোর সাজছো দেখ্‌ছি!

উমেদ। তাই বটে সম্রাট্! আমি যেন কি হ'য়ে গেছি সেই দিন হ'তে। যে যারই কথা কয়, চুপি-চুপি হ'লেই আমার বুকে ঘা পড়ে—মনে হয় আমারই কথা। কেউ আপনার মনে হেসে যায়, ভাবি আমাকেই লক্ষ্য করে—আমি যেন তার বিদ্রূপের; বাতাস একটু জোরে বয়, আমি মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করি—এই বাজ পড়ে বুঝি! আপনি আমাকে অভয় দিয়েছেন, কিন্তু জাঁহাপনা! আমি নিজে বুকভাঙ্গা। অনেকটা সাহস হ'য়ে আস্‌ছিল পাঁচ দিনের পাঁচটা ধারণা মিথ্যা হওয়া দেখে, কিন্তু আজকের এটা সত্য না হ'য়ে যায় না। নিশ্চয় সে জেনেছে, আর নিশ্চয় সে এসেছে জাঁহাপনার কাছে আজ তারই অভিযোগ কর্‌তে।

মহম্মদ। তাই বা হ'লো! তাতেই বা তোমার এতদূর বিচলিত হবার কারণ কি? এ অভিযোগ তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! এর সাক্ষ্য কে?

উমেদ। যদি কেউ দেয়!

মহম্মদ। কে দেবে ? দেখেছে কে ?

উমেদ। অন্য কেউ দেখে নাই, কিন্তু বাতাস তো দেখেছে—আকাশ তো দেখেছে—ঈশ্বর তো দেখেছে !

মহম্মদ। দেখুক্ যে দেখে ; বিচার তো আমার কাছে ! কোন অপরাধ নাই তোমার ! আমি তো দেখ্‌ছি, যে ধারণার বশে তুমি তাকে হত্যা করেছ, সেই ঠিক—অন্ততঃ তার কতকটাও ! তারপর যা দেখে তুমি তার ধর্ম্মোপদেশ নির্দ্দোষ রাজদ্রোহমূলক নয় নির্ণয় করেছ, সেইটেই ভুল। সেটা অভিনয়, তুমি প্রতারিত হয়েছ। সে দেখেছে তুমি প্রকৃত রাজভক্ত ; তোমার কাছে রাজদ্রোহ-অপরাধে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-বান্ধব কারো নিস্তার নাই,—নিজে তো গেছিই, স্ত্রীলোকটাকে বাঁচিয়ে যাই। সে ব্রাহ্মণ-কুমারের নিশ্চয় পাপ ছিল, পেয়ে গেছে খোদার দেওয়া চরম দণ্ড ! তুমি নির্দ্দোষ—নির্ভয় ! তোমাকে বাঁচাতে যদি আমায় রাজনীতির ওলোট-পালোট কর্‌তে হয়, তাও কর্‌বো।

আমজাদ পুনঃপ্রবেশ করিল।

আমজাদ। তঞ্জাব তৈয়ার হুজুর !

মহম্মদ। যাও উমেদ ! ছেড়ে দাও ও সব ! আজ প্রথম দরবারেই তোমার কাজ। যেখানকার যা এত্তেলা পরোয়ানা আর্জ্জি আছে, সব হাজির করবে ; আর ভাব্‌বে একটু ওটার বিষয়,—ফিরোজের মুক্তি, বুক্কার শাস্তি এক সঙ্গে—এক কৌশলে। [প্রস্থান।

উমেদ। [স্বগত] দণ্ড তো আমার মন্দ হ'চ্ছে না ! দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যু-বিভীষিকা, পলে পলে চোরের চমক—মর্ম্মে মর্ম্মে গুপ্ত পাপের অবিশ্রান্ত অগ্নিদাহ ! এ হ'তে আর কি হয় !

[প্রস্থান।

আমজাদ। আব কো খেয়ালমে ঘুমতা রাজা উজীর ওমরাও সব লোক, দরদী কোই কিস্কো নেহি হ্যায় হিঁয়া,—জানে দেও। আবি হামরা কাম কেয়া? বিবিকো পর তাল্লক দেকে ফকিরী লেনেসে আচ্ছা হ্যায়, না কাঁহা সে কুছ দাওয়াই মিলায়কে দোসরা দফা দেখ্‌নেসে আচ্ছা হ্যায়?

বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। আমজাদ! সামজাদ!

আমজাদ। আইয়ে বিবি আইয়ে!

বাঁদি। তোর বরাত ভাল, সুখবর আছে; কি দিবি বল্?

আমজাদ। কেয়া হুয়া—কেয়া হুয়া?

বাঁদি। শাহজাদীকে তুই রোজ রোজ দেখ্‌বো দেখ্‌বো ক'রে আমায় জ্বালিয়ে খাস্—দেখ্‌বি?

আমজাদ। হাঁ—হাঁ, কাঁহা—কাঁহা? হাম তো উসিকো ওয়াস্তে তোমকো বহুৎ উমেদারী কিয়া!

বাঁদি। তা তো তুই কিয়া, আমিও আজি তার সুযোগ কিয়া; এখন আমায় কি দিচ্ছিস বল্ দেখি, যদি দেখাই?

আমজাদ। কেয়া দেগা! আচ্ছা তোমকো হাম একঠো খসম দেগা।

বাঁদি। তাই দিস্; তোর বিবি ক-দিন হ'তে একটা খসমের জন্যে আমায় বেজায় ধরেছে, সেটা না হয় তাকেই দোবো।

আমজাদ। বহুৎ আচ্ছা! একঠো কেয়া, দশ বিশঠো দে দেও, কুছ দরদ নেহি হামরা! হাম তাল্লক দে দিয়া উস্কো পর, ছোড় দেও উ বাৎ! আবি শাহজাদীকো দেখ্‌নেসে হামকো কেয়া কর্‌নে হোগা—কাঁহা ঠার্‌নে হোগা, ওহি বাতাও।

মহম্মদ। কে দেবে ? দেখেছে কে ?

উমেদ। অন্য কেউ দেখে নাই, কিন্তু বাতাস তো দেখেছে—আকাশ তো দেখেছে—ঈশ্বর তো দেখেছে !

মহম্মদ। দেখুক্ যে দেখে ; বিচার তো আমার কাছে ! কোন অপরাধ নাই তোমার ! আমি তো দেখ্ছি, যে ধারণার বশে তুমি তাকে হত্যা করেছ, সেই ঠিক—অন্ততঃ তার কতকটাও ! তারপর যা দেখে তুমি তার ধর্ম্মোপদেশ নির্দ্দোষ রাজদ্রোহমূলক নয় নির্ণয় করেছ, সেইটেই ভুল। সেটা অভিনয়, তুমি প্রতারিত হয়েছ। সে দেখেছে তুমি প্রকৃত রাজভক্ত ; তোমার কাছে রাজদ্রোহ-অপরাধে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-বান্ধব কারো নিস্তার নাই,—নিজে তো গেছিই, স্ত্রীলোকটাকে বাঁচিয়ে যাই। সে ব্রাহ্মণ-কুমারের নিশ্চয় পাপ ছিল, পেয়ে গেছে খোদার দেওয়া চরম দণ্ড ! তুমি নির্দ্দোষ—নির্ভয় ! তোমাকে বাঁচাতে যদি আমায় রাজনীতির ওলোট-পালোট কর্‌তে হয়, তাও কর্‌বো।

আমজাদ পুনঃপ্রবেশ করিল।

আমজাদ। তঞ্জাব তৈয়ার হুজুর !

মহম্মদ। যাও উমেদ ! ছেড়ে দাও ও সব ! আজ প্রথম দরবারেই তোমার কাজ। যেখানকার যা এত্তেলা পরোয়ানা আর্জ্জি আছে, সব হাজির কর্‌বে ; আর ভাব্‌বে একটু ওটার বিষয়,—ফিরোজের মুক্তি, বুকার শাস্তি এক সঙ্গে—এক কৌশলে। [প্রস্থান।

উমেদ। [স্বগত] দণ্ড তো আমার মন্দ হ'চ্ছে না ! দণ্ডে দণ্ডে মৃত্যু-বিভীষিকা, পলে পলে চোরের চমক—মর্ম্মে মর্ম্মে গুপ্ত পাপের অবিশ্রান্ত অগ্নিদাহ ! এ হ'তে আর কি হয় !

[প্রস্থান।

আমজাদ। আব কো খেয়ালমে ঘুমতা রাজা উজীর ওমরাও সব লোক, দরদী কোই কিস্কো নেহি হ্যায় হিঁয়া,—জানে দেও। আবি হামরা কাম কেয়া? বিবিকো পর তাল্লক দেকে ফকিরী লেনেসে আচ্ছা হ্যায়, না কাঁহা সে কুছ দাওয়াই মিলায়কে দোসরা দফা দেখ্‌নেসে আচ্ছা হ্যায়?

বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। আমজাদ! সামজাদ!

আমজাদ। আইয়ে বিবি আইয়ে!

বাঁদি। তোর বরাত ভাল, সুখবর আছে; কি দিবি বল্?

আমজাদ। কেয়া হুয়া—কেয়া হুয়া?

বাঁদি। শাহজাদীকে তুই রোজ রোজ দেখ্‌বো দেখ্‌বো ক'রে আমায় জ্বালিয়ে খাস্—দেখ্‌বি?

আমজাদ। হাঁ—হাঁ, কাঁহা—কাঁহা? হাম তো উসিকো ওয়াস্তে তোমকো বহুৎ উমেদারী কিয়া!

বাঁদি। তা তো তুই কিয়া, আমিও আজি তার সুযোগ কিয়া; এখন আমায় কি দিচ্ছিস বল্ দেখি, যদি দেখাই?

আমজাদ। কেয়া দেগা! আচ্ছা তোমকো হাম একঠো খসম দেগা।

বাঁদি। তাই দিস্; তোর বিবি ক-দিন হ'তে একটা খসমের জন্যে আমায় বেজায় ধরেছে, সেটা না হয় তাকেই দোবো।

আমজাদ। বহুৎ আচ্ছা! একঠো কেয়া, দশ বিশঠো দে দেও, কুছ দরদ নেহি হামরা! হাম তাল্লক দে দিয়া উস্কো পর, ছোড় দেও উ বাৎ! আবি শাহজাদীকো দেখ্‌নেসে হামকো কেয়া করনে হোগা—কাঁহা ঠারনে হোগা, ওহি বাতাও।

বাঁদি। আয় আমার সঙ্গে। এখনি তিনি দিলখোসে আস্‌বেন। তোকে একটা জায়গা দেখিয়ে দোবো, চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্‌বি; খবরদার ! নড়াচড়া করিস্ নি, তোরও গর্দ্দান যাবে—আমারও কোতল !

আমজাদ। কুচ পরোয়া নেহি ! হাম ঠিক রহেগা খরগোশ কা মাফিক। চলিয়ে বিবি চলিয়ে।

বাঁদি। খুব হুঁসিয়ার !

আমজাদ। মৎ ডরো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

জাফর খাঁ ও গঙ্গু দাঁড়াইয়াছিলেন :

জাফর। আপনি ভয় কর্‌বেন না; আমি থাক্‌তে আপনার কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌বার সাধ্য কারো নাই। যা যা ব'লে দিলুম, বুক ফুলিয়ে বল্‌বেন।

গঙ্গু। তা না হয় বল্‌লুম, কিন্তু কিছু হবে না বাবা !

জাফর। তা জানি। উমেদ-আলি দরবারে পা দিয়েই আমাদের চোখ মুখ দেখে অমনি সম্রাটের কাছে দৌড়িছে—যদি তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন। কিছু যে হবে না এ নিশ্চয়ই; তবু বল্‌তে হবে,—ভবিষ্যতে সম্রাট না বল্‌তে পারেন আমায় বলা হয় নি কেন ?

গঙ্গু। বলি,—বল্‌ছো বল্‌তে—

জাফর। সম্রাট আস্‌ছেন। বাঃ ! উমেদ-আলিও সঙ্গে ! দৃঢ় হোন্—ভাবুন একটু পুত্র জিনিষটা !

উমেদ-আলি সহ মহম্মদ তোগলক দরবারে উপস্থিত হইয়া
আসন গ্রহণ করিলেন। পীর বাহরাম উপস্থিত হইয়া
অভিবাদন করতঃ স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইল
এবং নানাবিধ রাগ-রাগিণীর আলাপ
করিয়া প্রস্থান করিল।

মহম্মদ। জাফর! আমি তোমায় ইনাম দেবো, তুমি আমায় সন্তুষ্ট করেছ—বিদ্রোহী বুক্কাকে ধরেছ! তবে—

জাফর। সেটায় আমার দোষ নাই সম্রাট! শাহজাদা আপনা হ'তে ধরা দিয়েছেন।

মহম্মদ। তবু তোমার উচিত ছিল তার ওপর একটু লক্ষ্য রাখা।

জাফর। আমাকে তো তাঁর ওপর লক্ষ্য রাখ্‌তে পাঠান নি সম্রাট! বরং তাঁকেই পাঠিয়েছিলেন আমার ওপর লক্ষ্য রাখ্‌তে। আমার প্রতি পরোয়ানা ছিল বুক্কাকে ধর্‌বার, আমি তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম,—হাঁফ ছাড়্‌তে পাই নাই হজরৎ সে কঠিন জাতি সামানায় থাকৃতে। বুক্কারায় যে বন্দী হ'য়ে দিল্লী এসেছে, সেটা নিতান্তই তাদের ওপর খোদার মার, আর আমি জাফর খাঁ ব'লেই।

মহম্মদ। যাক্—এখন বুক্কা কোথায়?

জাফর। আমার জিম্মাতেই আছে; হুকুম হ'লেই দরবারে হাজির করি।

মহম্মদ। দরকার নাই এখন তার, পরে বোঝা যাবে। উমেদ! তোমার খবর কি?

উমেদ। আমার সংবাদ বড় ভাল নয় সম্রাট! চতুর্দ্দিকেই অশান্তি। প্রথমতঃ অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার এত্তেলা, সেখানে রৌপ্য-মুদ্রার

বিনিময়ে চর্ম্ম-মুদ্রার প্রচলন,—বড়ই দুষ্কর! প্রজারা কেউ তা নিতে চায় না।

মহম্মদ। নিতেই হবে; প্রজাদের জানিয়ে দিতে বল আমার হুকুমই টাকা! তাতেও যদি কেউ ঘাড় না পাতে, কয়েদ কর্‌তে বল। তারপর?

উমেদ। তারপর আগ্রার নবাবের আর্জ্জি—সেখানকার সবাই চর্ম্ম-মুদ্রা নিয়েছে বটে, কিন্তু খাজনার আকারে আবার তা রাজ-সরকারে ফেরৎ করেছে। সেখানকার রাজকোষ তাতেই পরিপূর্ণ; এখন সে সদরে কি চালান দেয়?

মহম্মদ। বন্ধ ক'রে দাও সেখানকার খাজনা। বন্দোবস্ত কর প্রজাদের সঙ্গে, রাজকর আজ হ'তে উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ। তারপর—ব'লে যাও।

উমেদ। পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নালিশ—চীন দেশ জয় করবার জন্য সেখানে যে নূতন কেল্লা বসেছে, সেখানকার সৈন্যরা সময় মত বেতন না পাওয়ায় নিরীহ প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট কর্‌তে আরম্ভ করেছে। যাতে তাদের সে অত্যাচার নিবারণ হয়, নিয়ম মত বেতনের বন্দোবস্ত আর খাদ্যের সরবরাহ হয়—

মহম্মদ। থাম; তাদের খেতে দেবে কে? আমি—না তারা? সৈন্যসংগ্রহ কাদের জন্য? রাজার জন্য না প্রজারই রক্ষায়? লিখে দাও উমেদ তুমি পাঞ্জাবের সুবাদারকে—যদি সেখানকার অধিবাসীরা সুশৃঙ্খলা চায়, নূতন সৈন্যদলের রসদের জন্য তাদের ওপর নূতন কর বস্‌বে। খেতে তো হবে তাদিকে! কি মত তাদের, সত্বর জানানো হোক্‌। আর কিছু আছে?

উমেদ। আর একটা জাঁহাপনা! দাক্ষিণাত্য হ'তে দেবগিরির

শাসনকর্ত্তার সংবাদ—সেখানকার ষড়যন্ত্রকারীর দল আবার মাথা তুলে ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছে।

মহম্মদ। সত্বর জাফর খাঁ সেখানে যাচ্ছে, জানাও তাকে,—আমার পুনরায় দিল্লী হ'তে রাজধানী দেবগিরিতে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প আছে, আমার সে সব সরঞ্জামও সে যেন ঠিক রাখে।

উমেদ। আবার রাজধানী পরিবর্ত্তনটা কতদূর সঙ্গত, গোলাম একটু ভেবে দেখ্‌বার ভিক্ষা করে। একবার এই ব্যাপারে অনেক প্রজা সর্ব্বস্বান্ত—নষ্ট হ'য়ে গেছে।

মহম্মদ। হোক্, রাজ্যের মঙ্গলই প্রজার মঙ্গল; তা না হ'লে দাক্ষিণাত্য বশে থাকে না। যাও তুমি—যা যা বল্‌লুম, জরুর—

গঙ্গু। আমার একটা অভিযোগ আছে সম্রাট উজীর সাহেবের বিরুদ্ধে,—তাঁকে হাজির রাখ্‌বার মর্জ্জি হয়।

মহম্মদ। তোমার অভিযোগ উমেদ-আলির বিরুদ্ধে! তা ওকে এখন আট্‌কে রাখ্‌বার আবশ্যক কি? ওর হাতে এখন জরুরী কাজ; ও তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, প্রয়োজন হয় ডাকানো যাবে। যাও উমেদ! সরকারী কাজ আগে। এ কাজ আমার নয়, সাধারণ প্রজার।

[উমেদ-আলি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মহম্মদ। জাফর! তুমিই বা আর দাঁড়িয়ে কেন? শুন্‌লে তো, তোমায় দাক্ষিণাত্য যেতে হবে! যাও—প্রস্তুত হও গে, এবার কিছুদিন থাকৃতে হবে সেখানে।

জাফর। [স্বগত] বিচার তো অভিযোগের আগেই খতম। ও তো জানাই! আচ্ছা। [জনান্তিকে গঙ্গুর প্রতি] নির্ভয়—আমি বাইরে রইলুম।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। বল তোমার কি অভিযোগ ?

গঙ্গু। সম্রাট্ বোধ হয় অবগত আছেন, আমার পুত্র নিরুদ্দেশ ?

মহম্মদ। হাঁ—তার সংবাদ পেয়েছ না কি ? কোথায় সে ?

গঙ্গু। স্বর্গে, না—না, নরকে। সম্রাট্ ! সে হতভাগ্য ইহধামে নাই।

মহম্মদ। ইয়া আল্লা ! তোমার পুত্র জীবিত নাই ? বড়ই দুঃখের বিষয় ! একমাত্র পুত্র ! তার আর কি করবে গঙ্গু ! তোমার অদৃষ্ট !

গঙ্গু। শুধু আমার নয় সম্রাট্, আপনারও। আপনার রাজ্যে এ অন্যায় অকাল-মৃত্যু, আপনিও বাদ পড়্‌বেন না এ মন্দ অদৃষ্টদের তালিকা হ'তে। আমাদের রামচন্দ্রের যখন রাজ্য ছিল, শোনা যায় এই রকম একটা অকাল-মৃত্যু নিয়ে অনেক কাণ্ড হ'য়ে গেছে। আপনাকেও এর জন্য উঠ্‌তে হবে সম্রাট্ !

মহম্মদ। আমি আর তার কি কর্‌বো গঙ্গু ? বাঁচা-মরা যে ঈশ্বরের হাত !

গঙ্গু। তা হ'লেও আপনি তার জন্য দায়ী, আপনি ঈশ্বরেরই কাজ হাতে নিয়ে বসেছেন। আর আমাদের রামচন্দ্র ভাব্‌তেনও তাই। যাক্—সে কাল আর নাই ; আপনাতে ততটা পাবার আশাও রাখি না। তবে এ অকাল-মৃত্যুটা ঈশ্বরের হাত দিয়ে হয় নাই, তাই আপনার ওপর আমার এ জুলুম। মাপ কর্‌বেন প্রতিপালক !

মহম্মদ। এ মৃত্যুটা কার হাত দিয়ে হয়েছে তুমি অনুমান কর ?

গঙ্গু। অনুমান নয় আশ্রয়দাতা ! সত্য, আর এ মৃত্যু নয় হত্যা !

মহম্মদ। হত্যা ! কে তোমার পুত্রকে হত্যা করেছে ?

গঙ্গু। সম্রাট্-দরবারের প্রধান পারিষদ্ মান্যবর উমেদ-আলি।

মহম্মদ। উমেদ-আলি! হত্যা করেছে!—তোমার পুত্রকে? তুমি দেখেছ না শুনেছ?

গঙ্গু। দেখি নাই সম্রাট্, শুনেছি।

মহম্মদ। মিথ্যা—মিথ্যা—শত্রুর ষড়যন্ত্র!

গঙ্গু। না জাঁহাপনা! যা শুনেছি, শ্রুতিযোগ্য বটে।

মহম্মদ। যতই হোক্, শোনা কথা; শোনা কথা কখনও এত বড় একটা গুরু অভিযোগের ভিত্তি হ'তে পারে না। দেখ্‌তে হবে চক্ষে; তুমি না দেখ, অন্ততঃ তুমি যার কাছ হ'তে শুনেছ তাকেও—অন্ততঃ আর কাকেও। যেই হোক্, এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য চাই। আছে?

গঙ্গু। সাক্ষ্য! [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] আছে; উমেদ-আলি।

মহম্মদ। সে তো অভিযুক্ত!

গঙ্গু। সেই বলুক্ আমার এই পুত্রশোকাতুর সজল-চক্ষে চোখ দিয়ে—ধর্ম্মাধিকরণ জাঁহাপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—সর্ব্বসাক্ষ্য ভগবানের নাম নিয়ে; সেই নিজে বলুক্—যা বল্‌ছি আমি, সত্য কি মিথ্যা?

মহম্মদ। গঙ্গু! তুমি গণনাতেই পটু; এ সব বিষয়ে অপরিণামদর্শী। সে তো মিথ্যা বল্‌বেই।

গঙ্গু। বলুক্। না হয় মিথ্যা অভিযোগের দণ্ডটা আমিই নেবো, তবু আমি একবার দেখবো সম্রাট্, কি ক'রে সে আমার চোখে চোখ দেয়! মিথ্যা বল্‌তে তার রসনা কেমন খেলে! মনের পাপ ঢেকে মুখে ভগবানের নামে শপথ করা তার পক্ষে কত সহজ! ডাকান্ একবার তাকে সম্রাট্! দু'জনে মুখোমুখী হই।

মহম্মদ। তা হয় না গঙ্গু! উমেদ-আলি যে-সে লোক নয়, সে এ রাজ্যের একজন পদস্থ ব্যক্তি। বিনা প্রমাণে বিনা কারণে শুদ্ধ একটা উড়ো কথার ওপর নির্ভর ক'রে ওরূপ শ্রেণীর লোককে অকস্মাৎ

অপরাধীর মত বিচারস্থলে টেনে আনা, পদের অবমাননা—অসঙ্গত—অন্যায়। আগে তুমি প্রমাণ কর তার বিরুদ্ধে—দোষী সাব্যস্ত কর তাকে, সে আস্‌তে বাধ্য। এর আর কেউ সাক্ষ্য আছে ?

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। আছে।

মহম্মদ। কে ?

মঞ্জুলা। আমি ! দেখেছি সম্রাট্‌, আমি এ হত্যা—সম্মুখে—স্বচক্ষে—শোচনীয়ভাবে।

মহম্মদ। তুমি কে ?

মঞ্জুলা। আমি ঐ অভিযুক্ত হত্যাকারীর স্ত্রী।

মহম্মদ। ও,—তুমি তো ভ্রষ্টা !

মঞ্জুলা। হাঁ সম্রাট্‌! আমি ভ্রষ্টা, তবে নিজের ব্যভিচারে নই। আমি ভ্রষ্টা, ভ্রষ্ট স্বামীর স্ত্রী ব'লে। যাক্‌ সে কথা ; এখন সম্রাট্‌! যেই হোক্‌ একটা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী চাচ্ছিলেন ! আমি এসেছি—কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে তো, করুন ; জোর-জুলুম, জেরা-জবরদস্তি যে প্রকার মর্জ্জি !

মহম্মদ। জাহন্নামের সয়তানী তুমি, চাই না আমি তোমার সাক্ষ্য। যে নিজের স্বামীকে শূন্যে পাঠাবার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে, সে কি না পারে ? কি বিশ্বাস তার ওপর ? কত মূল্য তার কথার ?

মঞ্জুলা। [গঙ্গুর প্রতি] কোথায় এসেছ ব্রাহ্মণ ? কেমন ? ভাব্‌ছো কি ? তোমাদের সেই রামচন্দ্রের কথা ? গল্প—গল্প ! বাল্মীকির খেয়াল ! বাড়ী যাও। সম্রাট্‌! তা হ'লে আমার বৃথাই আসা হ'লো। যাক্‌—সাক্ষী না নিন, আমায় জাহন্নামের সয়তানী ভাব্‌বেন না। যদিও আমি স্বামীকে শূন্যে পাঠাবার পক্ষপাতিনী—সাধারণ নারী-চরিত্র হ'তে নূতন, তা হ'লেও

আমি পতিহন্ত্রী নই—পতিপ্রাণা! আমি কি চাই জানেন? আপনার শূলে আমার স্বামীর জীবনান্ত হয় হোক্, কিন্তু গুপ্ত পাপ চাপা রেখে গুম্‌রে গুম্‌রে জন্ম জন্ম জগদীশ্বরের যন্ত্রণার শূলে যেন তিনি না চড়েন। আমার লক্ষ্য ইহকালের নয়, পরকালের,—আমি স্ত্রী নই, তাঁর জীবন-তোরণের প্রতিহারিণী।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। সম্রাট্! আমার অন্যায় হয়েছে এ অভিযোগ উত্থাপিত ক'রে। ইচ্ছা হয় আমায় দণ্ড দিন, না হয় আমি আসি। [গমনোদ্যত]

মহম্মদ। দাঁড়াও গঙ্গু! একটা কথা শোন; তুমি কি বুঝে গেলে উমেদ-আলিই তোমার পুত্রহন্তা?

গঙ্গু। আমি কিছুই বুঝি নাই সম্রাট্! এ সব বিষয়ে আমার বুদ্ধি বড় কম!

মহম্মদ। তাই যদি হয়, যা হ'য়ে গেছে, সে তো আর ফির্‌ছে না। এখন তুমি কি নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে চাও? অর্থ, জায়গীর, তোমার যা ইচ্ছা,—বল, আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।

গঙ্গু। জয় হোক্ সম্রাটের; এমন সু-মীমাংসা বুঝি আর আমরা পাবো না! পুত্রের বিনিময়ে অর্থ—জায়গীর! আমার যখন পুত্রই গেছে, তখন আর কি হবে ও অর্থ, জায়গীর নিয়ে সম্রাট্? ভোগ কর্‌বে কে? ও সব প্রলোভন আমার কাছে মিছে!

মহম্মদ। তবে তুমি উমেদ-আলিকে মার্জ্জনা ক'রে যাও, তোমার মহত্ত্ব আছে তাতে।

গঙ্গু। তা তো আছে সম্রাট্! আপনি তো ব'লে খালাস হ'লেন, এখন সে মহত্ত্বটা আমি দেখাই কি ক'রে? মর্ম্ম পুড়ে যাচ্ছে পুত্রশোকের তুষানলে—জিব খ'সে যাচ্ছে পুত্রঘাতীর নাম নিতে—বুক ফেটে যাচ্ছে

অত্যাচারের ওপর অবিচারে ! মহত্ত্ব কি আসে ! প্রকৃত মহত্ত্বটা যে মর্ম্মের প্রসূত সম্রাট্ ! মুখের তো নয় !

মহম্মদ । দেখ, ভ্রম সকলেরই হয় ; তা ব'লে কি তুমি বল্‌তে চাও, উমেদ-আলির মত একটা লোকের প্রাণদণ্ড করি ? আজ যদি তুমিই হ'তে—তোমার হাত দিয়েই এইরূপ ঘটনা ঘট্‌তো, কি কর্‌তুম আমি ?

গঙ্গু । না সম্রাট্ ! আমি তা বলি না । জীবনের বিনিময়ে জীবন নিয়ে যে কোন লাভ নাই—শুধু প্রতিহিংসা, সে জ্ঞানটুকু আমার আছে । আমি বল্‌তে চাই—এ রকম ভ্রম যাদের হয়, তাদের তো রাজ-সরকারে কার্য্য দিয়ে মাথায় তুলে রাখা ঠিক্ নয় ! তাও যে-সে কার্য্য নয়, ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য, ভারত-সম্রাটের প্রধান অনুগ্রহভাজন । আজ একটা ভুলে আমি গেছি, কাল আর একটায় সমস্ত ভারতবর্ষ যাবে ; তাতে আপনারও ক্ষতি । আমায় যদি সন্তুষ্ট কর্‌তে চান সম্রাট্—আমার তো আর আশা-ভরসা কিছুই নাই, আমার স্বদেশবাসীদের বাঁচান—এ ভ্রমান্ধ শাসনকালের শেষ হোক্,—উমেদ-আলিকে পদচ্যুত করুন !

মহম্মদ । গঙ্গু ! তুমি আমার গণক ব'লে তোমায় আল্‌গা দিয়েছি ; কিন্তু দেখ্‌ছি, তুমি অনেক দূরে গিয়ে পড়েছো ।

গঙ্গু । পড়েছি সম্রাট্ ! আর কাছে থাক্‌তে ভয় হ'চ্ছে !

মহম্মদ । তোমায় আমি এখনও অনুগ্রহ কর্‌ছি—তুমি সন্তুষ্ট হও,—অর্থ, জায়গীর যা নেবে নাও ।

গঙ্গু । সম্রাটকে জগদীশ্বর অনুগ্রহ করুন, এ রকম গায়ে প'ড়ে অনুগ্রহ করার দুর্ণাম হ'তে রক্ষা ক'রে ।

মহম্মদ । বুঝে দেখ ব্রাহ্মণ ! এখনও তোমায় অবসর দিচ্ছি ; না বোঝ, বিপদ ।

গঙ্গু । বিপদের তো চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে সম্রাট ! আবার ভয়

কিসের? আমার মৃত্যু? আমি তো মরাই! খাঁড়ার ঘা চ'লে গেছে, আর চিম্‌টি কেটে কি কর্‌বেন?

মহম্মদ। গঙ্গু!

গঙ্গু। সম্রাট্!

মহম্মদ। তুমি আমায় কি মনে কর্‌ছো?

গঙ্গু। আপনাকে! বল্‌বো? বলি—যা হয় হোক্। আমি আপনাকে মনে কর্‌ছি ভারত-সম্রাটের আসনে আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কক্ষচ্যুত কেতু, আর উমেদ-আলি আপনার ঐ কবন্ধ-দেহের কাটামুণ্ড রাহু। বেশ মিলেছেন! আর কতদিন এমন যোড়া-গাঁথা চল্‌বে? চোখের জলে ওদিকে যে বন্যার সৃষ্টি হ'চ্ছে! দেখ্‌তে পাচ্ছেন না—বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না? কানও কি নাই? ফিরুন সম্রাট্! এখনও ফিরুন। পাপের প্রশ্রয় দেবেন না—পুণ্যাসনে ব'সে ছুই ছুই কর্‌বেন না,—এ বড় কঠিন ঠাঁই—একটু এদিক-ওদিকে নিস্তার নাই। দৃঢ় হোন্—আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান—সমান ক'রে ধরুন শাসনদণ্ড! দেবতার মত আমরা আপনার পূজা করি, সূর্য্যকিরণে পদ্মের মত প্রীতির চক্ষে ঐ পানে চাই, আর প্রেম-ছল-ছল মুগ্ধনেত্রে জন্ম-জন্ম দেখি! হই না আমরা পুত্রহারা! আমাদের রাজা আছে—আমাদের পিতা আছে—আমাদের লোক আছে সকল দুঃখ সান্ত্বনার!

মহম্মদ। [আসন হইতে উঠিয়া] মার্জ্জনা কর্‌লুম গঙ্গু এ ক্ষেত্রে তোমায়! যাও—এ কথা যেন কোথাও প্রকাশ না হয়। [প্রস্থান।

গঙ্গু। এ রাজ্যে আবার মানুষ বাস করে—এ রাজ্যে আবার মানুষ বাস করে! পালাও—পালাও! মানুষ পালাও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী-সান্নিধ্য প্রান্তর।

সন্ন্যাসীবেশে হরিহর ও সৈন্যগণ।

হরিহর। নাও ভাই সব! দিল্লী ঐ দেখা যাচ্ছে! সাধু তো সব রকমেই হয়েছ; এইবার এক টান ক'রে গাঁজায় দম লাগাও আর ব্যোম-শঙ্কর ব'লে ভজন ধ'রে দাও আর কি! আমি তোমাদের স্বামীজি! একধার হ'তে ভস্ম দিতে আরম্ভ করি—বাত, পিত্ত, অম্লরোগ, বশকরা, ছেলে হওয়া, কিছু বাদ দিচ্ছি না। রাজার খবর পাওয়া গেছে; এখনও দরবারে হাজির হ'তে হয় নাই, জাফর খাঁর জিম্মায় আছে। দেখ তো, খাঁ-বাহাদুরের চোখে ভেল্কি লাগাই, বেটাদের হাড়ে হাড়ে আক্কেল দিই। লাগাও ভাই, বেশ জমাটীর ওপর প্রেমে গদগদ হ'য়ে।

সৈন্যগণ।—

গীত।

ব্যোম ব্যোম শিব শঙ্কর।
ত্রিশূলধর ত্রিপুরহর ত্র্যম্বক বাঘাম্বর॥
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র ঝলকে, শিরসি গঙ্গা-উর্ম্মি চলকে,
নীলকণ্ঠ নাগোপবীত শ্রবণে কনক-ধুস্তুর।
নৃত্যকুশল ডমরুরোলে, পঞ্চ বদন ববম্ বোলে,
রক্ত-বসনা গৌরী-কোলে রজত ভূধর সুন্দর॥

গীতকণ্ঠে আদিদেব উপস্থিত হইল।

আদিদেব।—

গীত।

যদি মুখের ওপর পড়্‌লো ছাই—
তবে বুকের ভেতর আর আগুন কেন আয় না রে ভাই সব নেবাই
যার চরণে গঙ্গা হ'লো সে যদি হয় উল্কামুখ,
আমাদের আর কদর কেন, কার বা দেশ এ, কিসের দুঃখ,
দেখেছি সব স্বপ্ন ভেবে,
তার মনে যা তাই তো হবে,
আমরা শুধু ভেল্কি রে তার ক্ষণে ক্ষণে আছি নাই।

হরিহর। আরে কেও? দাদা যে! বেশ—বেশ! তুমিও এসেছ? তা—আস্‌বে বই কি! তোমারও আমাদেরই মত পত্নীবিয়োগের অবস্থা! তবে ও রকম বেসুরো চেঁচাচ্ছ কেন দাদা? দলে ভিড়ে যাও না,—তোমাকেই না হয় স্বামীজি ক'রে দিই, আমি চেলা হই।

আদিদেব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দাসের রক্ত ব'চ্ছে দেহে কি হবে আর স্বামী সেজে,
পেখম তোলা ভুলে গেছি দাঁড়কাকের রাগিণী ভেঁজে,
প'ড়ে আছি অন্ধকূপে,
চড়্‌বো না আর থাক্‌বো চুপে,
পারি যদি যাবো উপে, হায় কোথা তার মন্ত্র পাই?

[প্রস্থান।

হরিহর। আরে যাও—যাও, বোঝা গেছে! এ দলে ভিড়্‌বে কেন? এখানে তো আর সেবা-দাসীর আখ্‌ড়া নাই! গাও ভাই গাও। আজ

শুধু রাজার উদ্ধার নয়—এই সঙ্গে কাণা-খোঁড়া কুঠে-কৃপণ বাঁজা-বাঁজী যাকে পাবো, নিজ গুণে ছুটে গিয়ে কোল দেবো,—আমি প্রভু মদনানন্দ স্বামী! কৃপাহি কেবলম্—কৃপাহি কেবলম্।

সৈন্যগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

লট-পট জটা ধূম্রবরণ,
ঢুলু-ঢুলু আঁখি ভষমাভরণ,
শাশ্বত শিব সত্য নিত্য নির্ম্মল জ্যোতিরীশ্বর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

উমেদ-আলির বাটী।

আবেদীন দাঁড়াইয়াছিল।

আবেদীন। কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? হিন্দু-ধর্ম্ম না মুসলমান-ধর্ম্ম? জিজ্ঞাসা করলুম অনেককেই! হিন্দু বলে হিন্দু-ধর্ম্ম বড়, মুসলমান বলে ইসলাম-ধর্ম্ম উচ্চ,—সদুত্তর পেলুম না কোথাও। আমি তো দেখি দুই-ই সমান। হিন্দু মুখ দিয়ে খায়, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, মুসলমানও করে তাই। হিন্দুর জন্ম নারীর গর্ভে, পুরুষের ঔরসে,—মুসলমানেরও উৎপত্তি আসমান হ'তে নয়। হিন্দু মরে, মুসলমানই কোন্ অমর? এ তো গেল শারীরিক ধর্ম্ম,—তারপর মানসিক ধর্ম্ম—তাতেই বা কম বেশী কৈ? হিন্দু যে ভক্তিতে ভগবানকে পায়, মুসলমানেরও ঈশ্বর-

সাক্ষাৎকারে সেই ভক্তিই চাই। দয়া, দান, ক্ষমা, পরোপকার যে সকল সদ্‌গুণে হিন্দু মানুষ, সেই সকল মনোবৃত্তির স্ফূরণেই মুসলমানেরও মহত্ব! হিন্দুরও কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ-নরক, মুসলমানেরও বেহস্ত-জাহন্নাম। তবে—শারীরিক ধর্ম্ম মানসিক ধর্ম্ম উভয়ই যখন এক, তখন মানুষের মধ্যে আর কি বাকী—যার ধর্ম্ম এমন দুই-দুই! আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে সমস্ত দেশ যুড়ে এই রকমের একটা প্রকাণ্ড সভা বসাই। দু-দলের ধর্ম্ম-ধ্বজী দাম্ভিকগুলোর সঙ্গে খুব খানিক তর্ক করি; দেখিয়ে দিই চোখে আঙ্গুল দিয়ে, হিন্দু মুসলমান প্রভেদ নয়—এক। ভগবানের রাজ্যে দলাদলি শাস্ত্র-জ্ঞান নয়—ধাঁধাঁ,—ধর্ম্ম নিয়ে গণ্ডগোল ধর্ম্মবাদ নয়—নাস্তিকতা।

সবেগে মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। আবেদীন! যদিও আমি তোমার গর্ভধারিণী মা নই, তা হ'লেও তাঁরই স্থানীয়া—তোমার বিমাতা। আমায় রক্ষা কর আবেদীন!

আবেদীন। কেন মা, কি হয়েছে?

মঞ্জুলা। বল তুমি আগে, আমায় রক্ষা কর্‌বার ভার নিলে?

আবেদীন। সে কি মা! তুমিও যেমনি আমার মাতৃস্থানীয়া, আমিও যে তেমনি তোমার পুত্রস্থানীয়। বল মা অসঙ্কোচে, কেন তুমি এমন আলুথালু? গর্ভ হওয়ায় কি আছে! পাবে তুমি আমার কাছে ঠিক গর্ভজেরই মত।

মঞ্জুলা। বাঃ—এই তো চাই! আজ আমি বড় একটা অন্যায় ক'রে এসেছি আবেদীন!

আবেদীন। অন্যায় হোক্, ন্যায় হোক্, আমার মায়ের করা—মর্‌বো আমি তার দায়ে; ব'লে যাও।

মঞ্জুলা। চিরজীবি হও। শোন পুত্র! তোমার পিতা একদিন আমার কক্ষে একটা অন্যায় হত্যা ক'রে ফেলেন। এতদিন সেটা চাপা ছিল; আজ সে ঘটনাটা প্রকাশ্য দরবারে অভিযোগের আকারে উপস্থিত। সম্রাটকে আগে হ'তে সারা ছিল, তিনি উড়িয়ে দেবার মতলবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী চান। তিনি জান্‌তেন, ঘটনাটা এক আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নাই; আর কেউ ধারণা কর্‌তে পারে না যে স্ত্রীর দ্বারা অভিযুক্ত স্বামীর অপরাধ সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আমি থাক্‌তে পার্‌লুম না আবেদীন! প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো - ব'লে এলুম বিনা আহ্বানে আপনা হ'তে যত দূর জান্‌তুম।

আবেদীন। মা!

মঞ্জুলা। পুত্র!

আবেদীন। তুমি হিন্দু-মহিলা না?

মঞ্জুলা। ছিলুম তাই!

আবেদীন। মুসলমানকে বিবাহ করেছ?

মঞ্জুলা। হাঁ পুত্র!

আবেদীন। লোকে তোমায় কিছু বলে না?

মঞ্জুলা। বলে বই কি! আমার ধর্ম্ম গেছে।

আবেদীন। একবার ডাক্‌তে পার তাদিকে, আমি দেখিয়ে দিই চোখের ওপর—ধর্ম্ম থাকে তো জগতের মধ্যে এক তোমারই আছে।

মঞ্জুলা। আবেদীন! তা হ'লে আমার অন্যায় হয়নি?

আবেদীন। কিছু না; স্বামীকে বিলিয়ে দিয়েছ, কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করেছ; এই ধর্ম্ম। এ হিন্দু-ধর্ম্ম নয়—মুসলমান-ধর্ম্ম নয়, এ মানুষের ধর্ম্ম।

মঞ্জুলা। [কম্পিতকণ্ঠে] পুত্র!

আবেদীন। এই কথা? এর জন্য এত আকুলতা কেন মা?

মঞ্জুলা। তোমার পিতা বোধ হয় প্রতিহিংসায় আমার পিছু-পিছুই আস্‌ছেন।

আবেদীন। নির্ভয়! তাঁর অস্ত্রমুখে আমি বুক দিয়ে রইলুম। যাও মা আপনার মহলে।

মঞ্জুলা। তবে সব কথাগুলোই আমার শুনে থাক। এ হত ব্যক্তি কে, জান? নিরুদ্দেশ যার ঘোষণা, গঙ্গু ব্রাহ্মণের পুত্র—তোমার বন্ধু।

আবেদীন। বন্ধু! বন্ধু! আমার সেলাম দিও খোদার কাছে।

মঞ্জুলা। অপরাধটা শুন্‌বে? বলা চলে না সে কথা তোমার কাছে! কিন্তু বল্‌তে হবে; তুমি ভিন্ন মর্ম্মের দুঃখ ভেঙ্গে বল্‌বার আর আমার সংসারে কেউ নাই। অপরাধ—তোমার পিতার অনুমান, আমার কক্ষে এসে সে যে শাস্ত্র-আলোচনা কর্‌তো, সেগুলো তার রাজদ্রোহিতা। কিন্তু সম্রাট আজ আবার সেটা উল্টে দিলেন—আমি ভ্রষ্টা অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার একটা কুৎসিত সংসর্গ।

আবেদীন। যাও—যাও মা! পিতা অন্ধ! আর পুত্রকে বধির ক'রো না।

উমেদ-আলি উপস্থিত হইলেন।

উমেদ। না পুত্র! আর বধির হ'তে হবে না তোমায়। আমি তো অন্ধ নই, অন্ধকারে ছিলুম। দাঁড়াও মঞ্জুলা! যেও না, হত্যা কর্‌বো না—পূজা কর্‌বো তোমার।

মঞ্জুলা। স্বামী! স্বামী! অপরাধিনী আমি।

উমেদ। নিরপরাধিনী তুমি,—শুধু তাই নয়, শিক্ষাদাত্রী তুমি—নারীকুলের আদর্শ তুমি—যথার্থ ই স্ত্রী-রত্ন তুমি। নিজের সুখ-শান্তি চাও

নাই,—সত্যের জয় ঘোষণা করেছ, আর এক মহাসত্যের আবিষ্কার ক'রে দিয়েছ, আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি। ব'লে এলে না সম্রাটের কাছে "আপনার শূলে আমার স্বামীর জীবনান্ত হয় হোক্, কিন্তু গুপ্ত পাপ চাপা রেখে গুম্‌রে গুম্‌রে জন্ম-জন্ম জগদীশ্বরের যন্ত্রণার শূলে যেন তিনি না চড়েন!" অতি সত্য—অতি সত্য! সম্রাট্ আমায় জোর ক'রে মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু মঞ্জুলা! তুমি যা বলেছ, ঠিক্। আমি মুক্তি পাই নাই, আমার মন আমায় মুক্তি দেয় নাই, বিবেক আমায় ছাড়ে নাই,—আমি চ'ড়ে আছি সেই জগদীশ্বরেরই যন্ত্রণার শূলে। মঞ্জুলা! কে তুমি? এমন সত্যবাদিনী—এমন ত্যাগ-পরায়ণা—এত পরিণামবোধ! তুমি কে?

মঞ্জুলা। আমি হিন্দু-মহিলা।

উমেদ। তাই বটে! তাই বটে! ওঃ—মোহের বশে কি ধর্ম্মই পরিত্যাগ করেছি!

আবেদীন। কি পিতা? কি পরিত্যাগ করেছেন?

উমেদ। জান না পুত্র! প্রথম জীবনে আমি হিন্দু ছিলুম।

আবেদীন। মুসলমান হ'লেন কি ক'রে?

উমেদ। মুসলমান-কুমারী তোমারই গর্ভধারিণীকে বিবাহ ক'রে।

আবেদীন। তা হ'লে আবার তো আপনি হিন্দুই হয়েছেন!

উমেদ। কি ক'রে?

আবেদীন। আবার যে এই হিন্দু-কুমারী বিবাহ করেছেন!

উমেদ। তা হয় না পুত্র!

আবেদীন। কেন? এক কথা ক-রকম? বিবাহ নিয়েই যখন আপনার বিচার—জাত্যান্তর, তখন পুরুষের আর জাত কৈ? সে তো বিসর্গের মত আশ্রয়-স্থানভাগী; যখন যে জাতীর নারীর হাত ধর্‌বে, সেও তখন সেই শ্রেণীর। পিতা! মুসলমান-কুমারীকে বিবাহ ক'রেই আপনার

মুসলমান হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বীকার কর্‌তেই হবে—পুরুষের জাত নাই, নারীর জাতই জাত। আর না মান্‌লে চল্‌বে না যে আপনি আবার হিন্দু!

উমেদ। বুঝিয়ে দিতে পার—বুঝিয়ে দিতে পার আবেদীন, এ কথাটা সমাজকে!

আবেদীন। কি হবে তাতে? সমাজকে বুঝিয়ে আপনার কি লাভ? একটু পান-আহারের সুবিধা, এই তো? নাই হ'লো তা! আপনি নিজে বুঝুন্ না—আমি হিন্দু। আপনার তো পথ রয়েছে—প্রমাণ রয়েছে—দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমার বরং একদিন ভাব্‌বার কথা ছিল—আমি কি জাত—মুসলমানীর গর্ভে, হিন্দুর ঔরসে!

উমেদ। কি সিদ্ধান্ত করেছ পুত্র সে বিষয়ে?

আবেদীন। আমি এই বুঝেছি পিতা, ঈশ্বরের সৃষ্টি মাত্র দু'টী জাতি; স্ত্রী-জাতি আর পুরুষ-জাতি। আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই,—আমি ঐ পরমেশ্বরের পরম সৃষ্টি পুরুষ-জাতি।

উমেদ। [নীরব রহিলেন]

আবেদীন। সিদ্ধান্ত কি মন্দ হয়েছে পিতা? কাজ কি গিয়ে ও হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বে? আক্ষেপের কিছু নাই পিতা যে হিন্দু ছিলেন মুসলমান হয়েছেন,—সেই মানুষই তো আছেন! মা আজ যে হৃদয় দেখিয়েছেন, সেটা কি শুদ্ধ তাঁর হিন্দুকুলে জন্মের সংস্কারে? সত্য ধর্ম্মটা কি শুদ্ধ হিন্দুদেরই একচেটে? তা নয়, ওখানে হিন্দু-মুসলমান নাই, ও ধর্ম্ম মানুষ মাত্রেরই।

উমেদ। তবে এখন আমি কি করি আবেদীন? ও মানুষ-ধর্ম্ম হ'তে আমি যে অনেক দূরে নেমে পড়েছি। সত্যের সে মূর্ত্তি যে আর আমার মধ্যে নাই; আছে কেবল তার তপ্ত অঙ্গার—তলায় তলায় ছাইচাপা।

সে ভিতর ভিতর জ্বল্‌ছে, আর মার্‌ছি আমি মশার কামড়ে সাপের মত নিজের ওপর ছোবল। কি করি আবেদীন? কোথা যাই পুত্র? কার কাছে পাই এ হারানিধি ফিরে? কিসে হই আবার মানুষ?

আবেদীন। মাকে জিজ্ঞাসা করুন পিতা! মন্দিরে যখন এনেছেন, দেবতাও দেখাবেন।

উমেদ। দেখাও দেবী শান্তির বিগ্রহ-মূর্ত্তি, আন্‌লে যদি দস্যুর হত্যাক্ষেত্র হ'তে টেনে। নাশ দেবী এ অনুতাপের গুপ্তঘাতক, হ'লে যদি আমার জীবনরাজ্যের প্রহরিণী। দাও দেবী এ মর্ম্মক্ষতের প্রলেপ, ধরেছ যদি জীবন-প্রিয় স্বামীর মৃত্যুরোগ।

মঞ্জুলা। যাও তবে স্বামী সেই পুত্রহারা গঙ্গুর কাছে, ঐরূপ দীন-ভাবে অনুতাপে মাটী হ'য়ে অশ্রুজলে ভেসে ভেসে। এ ব্যাধির বিধান নিদানে নাই—দৈবে নাই, এ পীড়ার পরমৌষধি একমাত্র তার সমক্ষে আত্মাপরাধ স্বীকার ক'রে সত্যকে প্রকাশ করা, আর তার দেওয়া দণ্ড যতই কঠিন হোক্, অম্লানে ঘাড় পেতে নেওয়া।

উমেদ। ঠিক! ঠিক বিধান দিয়েছ মঞ্জুলা! আসি তবে দেবী, আসি পুত্র, আর আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না, অসহ্য যন্ত্রণা! কুষ্ঠব্যাধিতে এ দাহনা নাই—যক্ষা এর অনেক নীচে—এ সেই ভগবানের মর্ম্মভেদী শূল। যদি পরিত্রাণ পাই, আবার আস্‌বো; আরও আমার কথা বাকি রইলো পুত্র, তোমায় বল্‌বো। আর তোমার কাছেও ক্ষমা চাইবো মঞ্জুলা, তোমার পুণ্য কক্ষ ব্রহ্মরক্তে অপবিত্র করার।

[প্রস্থান।

আবেদীন। মা! মা! তোমার ঐ ধর্ম্মটা প্রচার কর্‌তে পার? ঐ সত্য-ধর্ম্ম—এই সময়—এই দেশে? আমি তোমার সাহায্য করি।

মঞ্জুলা। হবে?

আবেদীন। হবে। ধর্ম্মের জ্বালায় লোকে এখন গলদঘর্ম্ম সারা হ'য়ে উঠেছে। দেখ্‌তে পায়নি দেশটা এখনও সত্যের রূপ ; এ সময় তার সাম্‌নে সুপথ্য পড়্‌লেই সে মর্ম্মে মর্ম্মে নেবে। কর তো মা একটা নূতন রকমের সংস্কার! তুমি হাওয়ার মত উঠে কুপ্রথার আবরণগুলো উড়িয়ে দিয়ে প্রকাশ ক'রে দাও সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের এক আসল রূপ, আমি আগুণের মত জ্ব'লে ভস্ম ক'রে দিই ও পাপ আবরণগুলো, একেবারে ভবিষ্যতে আর যেন কিছু চাপা দিতে না থাকে! চল তো মা—চল তো মা! যাই আজ একসঙ্গে মাতা আর পুত্র, গীতা আর কোরাণ, সত্য আর জয়।

মঞ্জুলা। জয়যুক্ত হও তুমি পুত্র! সফল করুন ঈশ্বর তোমার সাধু উদ্দেশ্য ; সমান হোক্ হিন্দু-মুসলমান সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম এক সত্যের অপূর্ব্ব বিকাশে।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দিলখোস।

আমজাদকে লইয়া বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। আচ্ছা আমজাদ! নিয়ে তো এলুম তোকে সবাইকার চোখে ধূলো দিয়ে ; এখন বল্ দেখি, শাহজাদীকে দেখ্‌বার জন্য তোর এত খেয়াল চাপ্‌লো কেন?

আমজাদ। দেখেগা হাম, উ লোক মানুষ হায় না কেয়া হায়!

বাঁদি। কি রকম?

আমজাদ। যিস্কো সিনান করনেকোবাস্তে বস্‌রাসে গুলাব জল আতা, পাও ঝাড়নেকোবাস্তে মস্‌লিন মখমল লাগ্‌তা,—হাম্‌ লোককো ভুখ্‌মে একঠো রোটী নেহি, পাঁচ রূপেয়া তলব দেনেসে দরদ লাগ্‌তা, আউর উস্কো দিল মজগুল রাখ্‌নেকোবাস্তে কেত্তা নাচনেওয়ালী, কেত্তা গোলাম বাঁদি, কেত্তা মতি জহরৎ, লাখ লাখ রূপেয়া মাহিনামে যাতা, থোড়া নিদ্‌ নেই হোনেসে কেত্তা হকিম কোতল হোতা, দেখেগা হাম উস্কো। উ লোক মানুষ তো নেহি; লেকেন উ হুরি হ্যায় না কেয়া হ্যায় ?

বাঁদি। এই মরেছে গোলামের বেটা গোলাম হাতীর নাদ দেখে। ওরে ও মানুষই হ্যায়।

আমজাদ। দেখ্‌লাও বিবি, হাম আঁখ্‌মে দেখেগা এক বকৎ।

বাঁদি। আঁখ্‌মে দেখতে গিয়ে আবার মুণ্ড ঘুরে যাবে না তো ?

আমজাদ। নেহি বিবি, উস্‌মে হাম সাঁচ্চা হ্যায়। উ কেয়া চীজ্‌ এহি দেখেগা, আউর কুছ নেহি।

বাঁদি। চ' ঐ দিকে—ঐ পরদার আড়ালে। তুই তো মরেছিস্‌, দেখিস্‌ যেন আমার মাথাটী খাস্‌নি।

আমজাদ। নেহি বিবি নেহি, ঠিক রহেগা হাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সাকিনা উপস্থিত হইলেন।

সাকিনা। মেজাজটার বেশ ঠিক নাই, কেমন যেন একটা উড়ো উড়ো ভাব! কৈ—অসুখ তো কিছু নাই, কেন এমন হ'লো ? আরামবাগে গেলুম, দিলখোসে এলুম, কিছুতে কিছু হ'চ্ছে না; প্রাণখানা যেন সর্ব্বদা ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। কারণটা কি ? বাঁদি! বাঁদি! কোথায় গেলি ?

দ্রুতপদে বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। এই যে সাহজাদী, রয়েছি।

সাকিনা। এরা কোথায়?

বাঁদি। ঐ যে আস্‌ছে।

বাইজীগণ উপস্থিত হইয়া সেলাম করিল।

সাকিনা। আজ আমার মেজাজটা বিগ্‌ড়ে আছে। যদি খোস্ কর্‌তে পারিস্, বখসিস্ মিল্‌বে।

বাইজীগণ।—

গীত।

মেরে দিল লিয়ো হর ইয়া সরফ্‌কে কুয়র।
যব্ সে দরশে দেখায়ো, মোহে পাগল বানায়ো,
জা মে উল্‌ফৎ পেলায়ো, জগমে রুস্থয়া করায়ো,
ম্যয় শুধ্ না লিনা কভি আনকর।
আব্ না চলেত বনৎ, নেহি জিউয়ে শকৎ,
মেরি নয়নাসে নীর বহে ঝর্ ঝর্।
আব্‌ত জিয়া বউরাণা, ছুটা আপ্‌না বেগানা,
লিয়া কালী কর্মালিয়া কাঁধনপর,—
উয়ো ডুম্‌রিকে ফুলুয়া মেরে নাগর।

সাকিনা। না—যা তোরা, পার্‌লি না।

জুলেখা। তবে আর একখানা শোন।

বাইজীগণ।—

গীত।

জল্লাদ তুমি মন্মথ তব ফুলশর নয় কুঠার।
রতি নয় তব পরিণীতা তুমি ভর্ত্তা মরণ-ক্ষুধার॥

বন্ধু তোমার সাধু বসন্ত সে তো সাক্ষাৎ প্রলয়,
কোকিলের মুখে যত কুরঙ্গ বহ্নি বয় সে মলয়,
সহচরী প্রিয় চাঁদনীর রাতি,
সে বুঝি হবে চণ্ডাল জাতি,
সন্ধান কর পাতি-পাতি যতেক যুবতী-যুবার,—
বলিহারী তুমি হলাহল ঢাল আবরণ দিয়ে সুধার ॥

[প্রস্থান।

সাকিনা। তুই সে-দিন গোসলখানায় ব'সে যে গানটা গাচ্ছিলি, গা দেখি!

বাঁদি।—

গীত।

কাহে হাম সখি! মান করনু লো, ভাগল চিতচোরা কালা।
পাগল হউ হাম কি গরল ভখিনু, ক্যায়সে জিয়ে ব্রজবালা ॥
যমুনা দরশনে দহত তনু,
সূচল লাগত কুসুমরেণু,
বিনু সো মাধব কুলিশ কুহুরব চাঁদে উহু একি জ্বালা।
চল হুঁ সজনী লো কাঁহা বঁধুয়া মম,
বুঝনু সব সে—সে মম প্রিয়তম,
জীবন বিকায়ব যোগিনী সাজব ধরব শ্যাম-জপমালা ॥

সাকিনা। না—আজ আর কিছুতেই ফির্‌লো না দেখ্‌ছি, বরং বেড়ে উঠ্‌ছে। আচ্ছা, এ কোথা গেল বল্ দেখি দিল্লী হ'তে কাকেও কিছু না ব'লে?

বাঁদি। কে?

সাকিনা। আমার স্বামীর মা।

বাঁদি। আর তার কথা ব'লো না শাহজাদী! তাকে এখন ছেলে-রোগে ধরেছে। কেন রে বাপু, তোর এত কেন? ছেলে তো অসময়ে দেখ্‌বার জন্যে,—তোর তো সে ভাবনা নেই! গেলই বা ছেলে, তুই আপনার খা না—পর্ না—মজা কর্ না! তা না ক'রে ছেলে—ছেলে! ছেলে তো আর কখনও কারো হয় নাই!

সাকিনা। আচ্ছা, সে যাবার সময় আমায় একটা কি আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছিল, তোর মনে আছে?

বাঁদি। ওমা—তা আবার নেই! এই ক-দিনের কথা!

সাকিনা। ঠিক যা বলেছিল, বল্ দেখি; বাড়াবাড়ি করিস্ না।

বাঁদি। বলেছিল আর কি! তুমি স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের আস্বাদ পাও, আর সংসারের নারী-চরিত্রের সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তির তুলনা ক'রে অনুতাপে মাটী হ'য়ে যাও; তুমি ভালোর মাথা খাও।

সাকিনা। আচ্ছা, আজ কিছুতেই আমার মনটার ঠিক হ'চ্ছে না কেন বল্ দেখি? আমি তো ঠাওরাতে পার্‌ছি না।

বাঁদি। তা আমারও তো কৈ ঠাওর হ'চ্ছে না।

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। আমি ঠাউরেছি শাহজাদী! বল্‌বো—কেন তোমার মনটার ঠিক হ'চ্ছে না? তোমার শ্বাশুড়ির ঐ আশীর্ব্বাদ ধরেছে।

সাকিনা। মঞ্জুলা বিবি! এস—এস! আশীর্ব্বাদ ধরেছে কি?

মঞ্জুলা। হাঁ; আজ তোমার স্বামীকে মনে পড়েছে।

সাকিনা। কৈ—না! সে রকম তো কিছু দেখ্‌ছি না।

মঞ্জুলা। এ বিষয়টা কি রকম জান শাহজাদী! নিজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, অথচ ভিতরে ভিতরে হ'য়ে যায়, অপরে বুঝ্‌তে পারে। তুমি

দাঁতে দাঁত চেপে চোখ রাঙিয়ে থাক্‌লে কি হবে, মন আপনার তাল ছাড়্‌বে কেন ?

সাকিনা। সে মন আমি রাখি না মঞ্জুলা বিবি! বিপদে কাঁপে, সম্পদে নাচে, শোকে গলে, স্নেহে টলে, সে হৃদয় আমার নয়। স্বামী-স্ত্রী, নায়ক-নায়িকা, ও সব আমার কাছে এক একটা ভূমিকা। ভালবাসা, প্রেম, মিলন, বিরহ—এক একটা ভাবের সময়োচিত অভিনয়। ভুল বুঝেছ বিবি আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে। হ'তে পারে ও রকম! তা ব'লে আমার ? আমি মহম্মদ তোগলকের কন্যা—সম্রাট-নন্দিনী।

মঞ্জুলা। যে নন্দিনীই হও, যার কন্যাই হও, জন্মটা তো তোমার নারী-জন্ম!

সাকিনা। নারী-জন্মটা কি নিকৃষ্ট জন্ম না কি ?

মঞ্জুলা। পুরুষ হ'তে তো বটে!

সাকিনা। কিসে ?

মঞ্জুলা। সব রকমেই।

সাকিনা। একটাতেও না। নারী পুরুষের পরম রত্ন ; আলস্যে কর্ম্ম—অবসন্নতায় শান্তি—জীবনের রশ্মি! নারী নিয়েই সংসার, নারী আছে ব'লেই পুরুষের পুরুষত্ব। ওদিকে আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বে না বিবি! মণিহার কণ্ঠে স্থান পেলে না ব'লে কাঁদে, না কণ্ঠ মণিহারের স্পর্শ পেলে না ব'লে আক্ষেপ করে ? মঞ্জুলা বিবি! আমার মেজাজ খারাপ অন্য কোন কারণে।

মঞ্জুলা। না শাহজাদী! ঐ কারণেই। মণিহারও যদি অযত্নে ধুলায় প'ড়ে থাকে, তারও মণিজন্ম যে বিড়ম্বনা। অন্য কারণে যদি এ অবসাদ হ'তো, এত কাণ্ড কর্‌ছো, এতক্ষণ তা থাক্‌তো না। একটা চাক্ষুষ প্রমাণ আমি হাতে হাতে দেবো, দেখ্‌বে ?

সাকিনা। কি?

মঞ্জুলা। আরামবাগও ঘুর্‌লে, দিলখোসেও এলে, নাচ-গান রঙ্গ-রসও চল্‌লো, কিছুতে তো কিছু হ'লো না! একবার বুকের চাপা সরিয়ে দিয়ে স্বামীর নাম ক'রে মুখ ফুটে কাঁদ দেখি! বোঝা যাক্‌, বোঝা হাল্কা হয় কি না?

বাঁদি। বেশ ওষুধ! আমি বলি মাথা ঘুর্‌ছে কেন? হাকিম বলে উরুস্তম্ভ—লাগাও পুলটীস! কাঁদ শাহজাদী, কাঁদ! দেখই না কি হয়? তুমি একাই কাঁদ্‌বে, না সেদিনকার মত সেই সব কান্নাওয়ালীদেরও জড় কর্‌বো—চাঁদা ক'রে কান্না হবে?

সাকিনা। মঞ্জুলা বিবি! স্বামীর জন্য আবার স্ত্রীতে কি সত্য সত্যই কাঁদে না কি?

মঞ্জুলা। এই ভারতবর্ষটায় কাঁদে; আর শুধু কাঁদে না—সে কান্নাটায় সে সুখ পায়। তুমিও যখন এই মাটীতে প'ড়েছ, তখন আর ও দাঁতখামুটী চল্‌বে না—সুর নামাতেই হবে। শান্তি পাবে শাহজাদী! কাঁদ—কাঁদ; কান্না ছাড়া উপায় নাই। এ এই মাটীর ধর্ম্ম।

সাকিনা। না—আমি উঠ্‌লুম! আর একদিন এস তুমি! আজ আমার কথা কইতেও কষ্ট হ'চ্ছে। তবে তুমি যা বল্‌ছো, পার্‌বো না। যে মাটীতেই পড়ি, ও কান্নাকাটি আমার দ্বারা হবে না; আমি আপনাকে ততটা হীন ভাব্‌তে পার্‌ছি না। নারী-জন্ম নিকৃষ্ট জন্ম নয়, সেও খোদার তৈরী—স্বাধীনতায় তারও সমান অধিকার! সংসার—বন্ধু-বান্ধব—সখা-সখী—স্বামী-স্ত্রী, সব পাতানো সম্বন্ধ! তার জন্য আবার কান্না কি? তার অদর্শনে আবার অভাববোধ কিসের? আক্ষেপ যা একটু তাঁরই জন্য, তাঁর এ জন্মটা জগতের কোন কাজে লাগ্‌লো না।

বাঁদি। আর নিজের আক্ষেপ ততটুকু, একখান গহনা হারালে

যতটুকু—সরবতের বাটীটী হাত হ'তে খ'সে প'ড়ে চুরমার হ'লে যতটুকু ।

মঞ্জুলা । [ঈষৎ হাসিল ।]

সাকিনা । হাস্‌ছো কি বিবি ? ভাষাটা নিম্নশ্রেণীর হ'লেও বাঁদী যা বল্‌লে, ঠিক্ ; সব ক্ষণিক—মৌখিক, দাগ পড়্‌বার নয় ।

আমজাদ । [আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বাহির হইয়া পড়িল] হাঃ-হা !-হা ! ! আরে সব একই হ্যায়—সব্‌ভি একই হ্যায় ।

সাকিনা । কোন্ হ্যায় ? কোন্ হ্যায় ?

আমজাদ । হাম আমজাদ হ্যায় হজরৎ ! দেখ্‌তা ছুনিয়াকা হাল,—সব্‌ভি একই হ্যায় ।

সাকিনা । কোতল কর—কোতল কর ।

আমজাদ । করিয়ে বিবি সাব, আপকো যো মর্জ্জি ! জান্‌মে মেরা কুছ দরদ্ নেহি । হামরা বড়া একঠো ইয়াদ হো গিয়া, সব্‌ভি একই হ্যায় । কাহে হাম ফকির বনেগা ? সব্‌ভি একই হ্যায় । হাঃ-হাঃ-হাঃ, সব্‌ভি একই হ্যায় ।

সাকিনা । এ কে বাঁদি ? কেমন ক'রে এলো ? কি বলে ?

বাঁদি । [স্বগত] আর বলে আমার গুষ্টির মাথা ! বাঁদির বাচ্ছা যা ভাব্‌লুম, তাই কর্‌লে ! [প্রকাশ্যে] ও—এ সম্রাটের খাসকামরার বান্দা শাহজাদী ! আহা পাগল হ'য়ে গেছে বেচারী ! আজকাল ঐ রকম ক'রেই বেড়ায় ! এসে পড়েছে কি রকম খেয়ালে । কি বল্‌ছিস্ আমজাদ ?

আমজাদ । একই হ্যায় বিবি, সব একই হ্যায় ! মেরা বিবি হামকো পসন্ নেহি, শাহজাদী বি অহি সোয়ামীমে কুছ্ কদর নেহি । বাদশাজাদী, বাঁদি, মেরা বিবি, ছুনিয়া বি একই হ্যায় ।

সাকিনা । না পাগল নয় । এ—হিঁয়া কাহে আয়া তোম্ ?

আমজাদ। আপকো দেখ্‌নে আয়া হজরৎ!

সাকিনা। হামকো দেখ্‌নে?

আমজাদ। শুনিয়ে হজুর! হামকো একঠো খেয়াল থা,—সব লোক শাহজাদী—শাহজাদী কর্‌কে চিল্লাতা, দেখ্‌নে হোগা উস্কো, উ লোক কিস্‌মাফিক হ্যায়! মানুষ হ্যায়, না দেও হ্যায়, না হুরী হ্যায়? বহুৎ উমেদারী দাগাদারী কর্‌কে আজ রোজ আ গিয়া হিঁয়া। লেকেন্‌ হামরা খেয়াল ছুটা; দেখ্‌তা শাহজাদী, আব হুরি নেহি, দেও বি নেহি, আপ মানুষই হ্যায়; মেরা বিবি বিস্‌মাফিক হ্যায়, আপবি ওহি হ্যায়।

বাঁদি। চোপরাও হারামের বাচ্ছা! তেরা বিবি যেমনি হ্যায়, শাহজাদীও তেমনি হ্যায়?

আমজাদ। থোড়া তফাৎ হ্যায় বাঁদি! শাহজাদী আতর গুলাবমে সিনান কর্‌তা—জড়োয়াকা পেশোয়াজ পিঁধতা, মেরা জানিকো তেইসা আমিরী নেহি হ্যায়। লেকেন উস্‌মে কেয়া? উপর সাফা রাখ্‌নেসে ক্যা ফয়দা? ভিতর সবকোই একই হ্যায়। মেরা বিবিকা সোয়ামীকো বাস্তে কুছ দরদ নেহি, শাহজাদীবি ওহি; একই হ্যায়—সব্‌ভি একই হ্যায়।

বাঁদি। খোজা! খোজা!

সাকিনা। থাম। মৎ ডরো—সাচ্‌ বোলা তোম! লেও বখ্‌শিস!

আমজাদ। নেহি হুজুর! ইনাম কাহে লেগা? হাম আপকো পাশ ইয়াদ লিয়া।

সাকিনা। নেহি! হামকো পাশ তোম ইয়াদ লিয়া নেহি, হামকো ইয়াদ দিয়া। লেও বখ্‌শিস, ম্যয় খুসীসে দেতা হ্যায়। মঞ্জুলা বিবি! তোমার অনুমান ঠিক; সত্যই আজ আমার স্বামীকে মনে পড়েছে! চাপা-দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, থাক্‌লো না। এ বান্দার তিরস্কার নয়, আমার শাশুড়ীর সেই আশীর্ব্বাদ। এস ভাই, আমায় কান্না শেখাবে; ভারতের

মাটীর তৈরী তোমরা, আমার তেজোগর্ব্ব কেড়ে নিয়ে মাটীর মত ক'রে দেবে। তুলে নেবে এ কুশিক্ষা, কুসংস্কার, কুরুচির অন্ধকার হ'তে,—খুলে দেবে জীবনের আলোর দ্বার—লজ্জা, দয়া, স্নেহ, প্রেম, সর্ব্বপ্রকার কোমলতায় মাখামাখি। জন্মেছি উচ্চকুলে সম্রাট-প্রাসাদে জগতের লক্ষ্য-স্থলে, সমান আমি একটা বান্দার বিবির সঙ্গে! সত্যই আমি মণিহার ধূলায়! রাখ দিদি এ গ্লানি হ'তে! আমি বুঝ্তে পেরেছি আমায়—কর্ত্তব্য কর্‌বো,—রত্ন-জন্ম পেয়েছি,—আপন প্রভায় জ্বল্‌বো,—নারী হ'য়েছি—স্ত্রী হবো।

মঞ্জুলা। আর তোমার শেখ্‌বারও কিছু নাই। নারী হয়েছ যখন, নারী-ধর্ম্মও তোমার হাতের মুঠোয়।

[সাকিনা সহ প্রস্থান।

বাঁদি। দে—দে, কি পেলি ভাগ দে! মর্‌তে বসেছিনু এখনি তোর দায়ে!

আমজাদ। বখ্‌রা কেয়া, সব লে লেও তোম! হামকো ইয়াদ মিলা, ওহি হামরা আচ্ছি হ্যায়। বিবিকো পর গোসা কর্‌কে হাম যব ফকির্‌ী লেগা, শাহজাদীকো যো সায়ামী হ্যায় উ লোক তব্ কেয়া করেগা? মেরা যো দরজ, শাহজাদীকো ওহি। সব একই হ্যায়—সব একই হ্যায়।

বাঁদি। যাচ্ছিলো গর্দ্দান, মিলেগে আস্‌রফি। খোদার দেওয়া এই রকমই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গুর কুটীর।

পুঁথিগুলি বাঁধিয়া লইয়া গঙ্গু উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গু। এ রাজ্যে মানুষ বাস করা চলে না। মেলে আমার ছেলেকে, আবার আমাকেই উল্টে মার্জ্জনা করে! এ মহৎ আশ্রয় আমাদের মত দুর্ব্বলের নয়। চলা যাক্ যেদিকে চোখ যায়। একটা তো পেট, কেটে যাবে কোন রকমে! ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—বনে থাক্‌তেও আক্ষেপ নাই। লজ্জাবরণ বস্ত্র—জোটে উত্তম, না জোটে কিসের লজ্জা? আমাদের বালখিল্যরা যে উলঙ্গই থাক্‌তো। কিছু না! অভাবটা আমাদের স্বভাবেরই সৃষ্টি করা। এতদিন মানুষের রাজ্যে রইলুম, এইবার জগদীশ্বরের রাজ্যে বাস কর্‌বো।

জাফর খাঁ উপস্থিত হইল।

জাফর। পিতা!

গঙ্গু। এস বাবা! আমি তোমার জন্যই যেতে পাই নাই। এত বিলম্ব?

জাফর। বল্‌ছি—এখন আপনি কি বেরিয়েছেন?

গঙ্গু। দেখ্‌ছো না? দিল্লীর মাটী আমায় কামড়াচ্ছে জাফর! এক তিল আর এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছা নাই।

জাফর। ওগুলো আপনার সঙ্গে কি?

গঙ্গু। এই পুঁথি ক-খানা। আর আমার পুঁজি কি আছে বাবা?

জাফর। দিন্—ওগুলো আমি মাথায় ক'রে নিই।

গঙ্গু। দরকার নাই। তুমি আর এ নিয়ে কতদূরই বা যাবে? বড় জোর দিল্লীটা পার ক'রে দেবে বই তো নয়! তাতে আর বিশেষ কি লাঘব হবে আমার?

জাফর। সে কি! আমি আপনার সঙ্গে যাবো না?

গঙ্গু। আমার সঙ্গে! তুমি? পাগল! আমার কি গন্তব্যের ঠিক আছে?

জাফর। সেই জন্যই তো আমার যাওয়ার আরও দরকার। আপনি পুত্রহারা উদ্‌ভ্রান্ত—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য—দেশ ছেড়ে চলেছেন, এ সময় আপনার পিছু যাবার একজন যে চাই!

গঙ্গু। জগদীশ্বর আছেন জাফর!

জাফর। আমি যে সেই জগদীশ্বরেরই নিযুক্ত নফর।

গঙ্গু। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়; জগদীশ্বরের করুণায় চিরদিন রাজ-ছায়াতলে সুখে থাক।

জাফর। অভিশাপ দেবেন না পিতা! যদি ভালবেসে থাকেন, বলুন—আপনার সঙ্গে আমার তরুতলে বাস হোক্,—সেই আমার অক্ষয় স্বর্গ।

গঙ্গু। পুত্র!

জাফর। পুত্র বলেছেন, শত্রুতা কর্‌বেন না,—পালন করেছেন, অনুগামী করুন,—ঋণ দিয়েছেন, কতকটাও পরিশোধ নিন।

গঙ্গু। ঋণ দিই নাই পুত্র, ঋণ দিই নাই,—যা দিয়েছি তোমায় দান।

জাফর। আমিও তার প্রতিদান দিচ্ছি না পিতা! দিতেও পার্‌বো না। ক্রীতদাসকে পুত্র করা—সে কি দান! সে দানের প্রতিদান নাই! আমিও যা দিচ্ছি, যৎকিঞ্চিৎ পূজা।

গঙ্গু। যথেষ্ট পূজা তুমি আমার করেছ জাফর! আবার কি চাই? মুসলমান বালক তুমি; এ দীন ব্রাহ্মণকে পিতা বলেছ।

জাফর। মুখেই বলেছি পিতা, কাজে কিছু করে উঠ্‌তে পারি নাই। আজ আমি কাজ পেয়েছি। আজ বিতাড়িত অবসন্ন আপনার হাত ধ'রে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো, অনশন-ক্লিষ্ট পিপাসাতুর আপনার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্‌বো, পুত্রহারা মর্ম্মাহত আপনার পুত্র হ'তে না পারি, অন্ততঃ ভৃত্যও হবো।

গঙ্গু। প্রয়োজন নাই জাফর! আমি যাচ্ছি নিয়তির ঘৃণিত—ভাগ্যের তিরস্কৃত—ঈশ্বরানুগ্রহে বঞ্চিত—নিজের কর্ম্মফলভোগে। তোমায় আমি সঙ্গে নেবো না; সে কষ্ট তুমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

জাফর। খুব পার্‌বো, আমিও কম সহিষ্ণু নই পিতা! ক্রীতদাস হ'তে ভারত সাম্রাজ্যের সেনাপতি হয়েছি।

গঙ্গু। আরও হও—তুমি আরও হও। সেনাপতি হয়েছ, রাজ্যলাভ কর।

জাফর। রাজ্যও আমি পেয়েছি পিতা!

গঙ্গু। রাজ্য পেয়েছ?

জাফর। সে রাজ্য নয়,—সে রাজ্য হ'তেও মহান্‌।

গঙ্গু। কি?

জাফর। আপনার সেবা।

গঙ্গু। জাফর! জাফর! ভাল করিনি আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে অপেক্ষা ক'রে! পারি নাই ও মুখখানার মায়া কাটতে! সব গেল—সব গেল, আমার চুপে-চুপে চ'লে যাওয়াই ভাল ছিল।

জাফর। কোথায় যেতেন? জগতে এমন অন্ধকার স্থান কোথায়, যা জাফরের অন্তর্দৃষ্টির অতীত? যেতেন আপনি আমায় ফেলে—

ছুটতুম আমি উন্মাদ অশ্রুনেত্র, নদ-নদী গিরি-মরু সমুদ্র-প্রান্তর উপেক্ষা ক'রে সমস্ত পৃথিবী। মৃত্যুর রাজ্যে লুকিয়েও আপনার পরিত্রাণ ছিল না; জাফর সেখানেও যেতো, আপনাকে ধর্‌তোই ধর্‌তো। ভুলে যান আমায় ছেড়ে যাবার কথা, দিন ও পুঁথির বোঝা। আমি মাথায় করি— আমি ধন্য হই—আমার জন্ম সার্থক হোক্। [গঙ্গুর হস্ত হইতে পুঁথির বোঝা লইয়া মাথায় করিল।]

আবেদীন উপস্থিত হইল।

আবেদীন। এখানে আমার মা এসেছিলেন?

উভয়ে। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] মা!

আবেদীন। আমার মা! লুকোচ্ছো কি? নিশ্চয় এসেছিলেন; তা না হ'লে এ ধর্ম্ম তোমরা পেলে কোথায়? এ সনাতন অভেদ সত্যধর্ম্ম— মুসলমানের ছেলে হিন্দুর শাস্ত্র মাথায় ক'রে বয়, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মুসলমানের মুখে আদরে চুমো খায়, এ মহান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে তিনি। চিন্‌ছো না তাঁকে! যিনি তোমার অভিযোগে সত্যপালনে স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গঙ্গু। ও—তিনি এসেছেন বালক! আছেন এইখানেই।

আবেদীন। কৈ—কোথায়?

গঙ্গু। আমাদের প্রাণের ভেতর লুকিয়ে।

আবেদীন। ছেড়ে দিও না—ছেড়ে দিও না। রেখো তাঁকে ঐখানেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক'রে—পান ক'রো স্নানজলের মত মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর কথামৃত—চ'লে যাও ঐ রকম গলা ধ'রে এক তীর্থে হিন্দু-মুসলমান। [উদ্দেশে] পিতা! পিতা! আসুন—আসুন, এখানে আর চোরের মত পা টিপে আস্‌তে হবে না,—এ ধর্ম্মের সমভূমি। এখানে দাস আর

প্রভুর আলিঙ্গন—সত্য আর প্রেমের স্নেহ-চুম্বন ; এখানকার মাটী মার্জ্জনার —এই মাটীতে তৈরি হবে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ যুগের নব-জীবন।

উমেদ-আলি উপস্থিত হইলেন।

উমেদ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তুমি আমায় দণ্ড দাও। আমি তোমার পুত্রহত্যা করেছি, আমার অপরাধের ইয়ত্তা নাই,—আমায় দণ্ড দাও। পদচ্যুত কর্‌তে চেয়েছিলে, তাতেও দেখ্‌ছি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না ; এমন দণ্ড দাও, যাতে ভগবানের দণ্ড হ'তে অব্যাহতি পাই।

গঙ্গু। [সাশ্চর্য্যে] উমেদ-আলি! দণ্ড চাচ্ছ?

উমেদ। হাঁ গঙ্গু! আশ্চর্য্য হ'চ্ছো? হবারই কথা। এই দণ্ডভয়ে এক দিন আমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ফির্‌ছিলুম, তুচ্ছ জীবনের জন্য যার তার হাত ধ'রে কাঁদ্‌ছিলুম, মৃত্যুর রাজ্যে বাস ক'রে তার সঙ্গেই ফাঁকির চাল চাল্‌ছিলুম। আর আমার সে প্রবৃত্তি নাই ; এখন আমি দণ্ডই চাই। দেখ্‌ছো কি, আমার সাহস খুলে গেছে,—মনের পাপ প্রকাশ ক'রে আমার এতটুকু বুক এতখানি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভগবানের দণ্ড ভয়ানক দেখে মানুষের দণ্ডে আর আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। দাও ব্রাহ্মণ দণ্ড!

গঙ্গু। যাও উমেদ! যাক্ আমার পুত্র, আমি মার্জ্জনা কর্‌লুম তোমায়। তুমি অনুতপ্ত—অপরাধ স্বীকার কর্‌ছো—অশ্রু তোমার চোখে, আর কিছু চাই না।

উমেদ। অবাক কর্‌লে আবেদীন! এত মহৎ! মার্জ্জনা—পুত্রহত্যা অপরাধের! এক কথায়—একটা কাকুতি—এক বিন্দু অশ্রুতে!

গঙ্গু। আমাদের শিবকে জান উমেদ? শিব ব'লে আমাদের এক দেবতা আছে। সে একটা কথায় ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আগুন জ্বালায়, আর এক বেলপাতায় জল।

আবেদীন। আর কি! আসুন তবে পিতা, ঐ বেলপাতার জলে আপাদমস্তক ডুবিয়ে আনন্দে অবগাহন ক'রে।

[প্রস্থান।

উমেদ। দেখো ব্রাহ্মণ! এ জলে আর বাড়বানল না থাকে।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। আমি শুদ্ধ তোমাকেই মার্জ্জনা কর্‌লুম উমেদ! তোমার সম্রাটকে না,—তিনিই আমায় মার্জ্জনা করেন। কি ভাব্‌ছো জাফর?

জাফর। ভাব্‌ছি এর স্ত্রীর কথা; চমৎকার চরিত্র! একটা আদর্শ বটে! না—আর এখানে দাঁড়ানো হবে না পিতা! আমি একটা বড় ভয়ানক কাজ ক'রে এসেছি, আর সেই জন্যই আমার বিলম্ব হয়েছিল। চ'লে আসুন, পথে বল্‌বো।

কতিপয় রক্ষীসহ মহম্মদ তোগলক উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ। আর যেতে হবে না হতভাগ্যগণ! বন্দী কর।

গঙ্গু। একি! সম্রাট্! এ আবার কি অত্যাচার?

মহম্মদ। চুপ কর। জাফর! বুক্কা কৈ?

জাফর। বুক্কাকে আর পাবেন না সম্রাট্! সে এতক্ষণ দিল্লীপার।

মহম্মদ। জানি; গেল কি ক'রে?

জাফর। আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

মহম্মদ। ছেড়ে দিয়ে এসেছ! কার হুকুমে?

জাফর। স্বেচ্ছায়।

মহম্মদ। কুক্কুর! জীবন বিক্রয় করেছ আমার কাছে, তুমি তো ইচ্ছাহীন।

জাফর। জীবন বিক্রয় কর্‌তে পারি, কিন্তু বিবেক আমার নিজস্ব।

মহম্মদ। বিবেক কি এ কথাটা বলে নাই মূর্খ, বুক্কাকে ছাড়্তে গেলে নিজেকে বদল দিতে হবে ?

জাফর। বলেছিল। আর এও বলেছিল আমার জীবন হ'তে বুক্কার জীবন অনেকগুণ মূল্যবান্ ; যদি বদলই হয়, কাচ যাবে—কাঞ্চন থাক্‌বে।

মহম্মদ। আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো।

জাফর। কাচ নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে হয় হোন্।

মহম্মদ। এখনও বুক্কাকে ধ'রে দাও, মার্জ্জনা কর্‌ছি।

জাফর। আবার! আর না সম্রাট্! একবার চাকরীর ভয় দেখিয়ে যা-না তাই করিয়ে নিয়েছেন, আর মার্জ্জনার লোভ দেখাবেন না।

মহম্মদ। বিশ্বাসঘাতক !

জাফর। ও বিশেষণটা আমাতে ছিল না সম্রাট্! শিখেছি আপনার দেখে।

মহম্মদ। আমার দেখে ?

জাফর। যাঁর ওপর সমস্ত ভারতবর্ষের ভার দিয়ে বিশ্বাস, তিনি যদি তার ভেতর লুকোচুরী খেলেন, বিচারস্থলে ব'সে আত্মপর বিবেচনায় আপনার কোলে ঝোল টানেন, আমাদের আর কতখানি প্রাণ—কতটুকু কাজ হাতে ? কি যায় আসে তাতে ? ও বিশ্বাসঘাতক বিশেষণ আমাদের গ্লানি নয় মর্য্যাদা !

মহম্মদ। বেইমান! [অস্ত্র ধরিলেন]

গঙ্গু। [বাধা দিয়া] মার্জ্জনা করুন সম্রাট! ছেলেমানুষ—বুঝ্‌তে পারে নাই।

জাফর। না সম্রাট! আমি বুঝেই ছেড়েছি। না বুঝ্‌লে ছাড়্‌তুম না। এ বোঝা আজকাল এত শক্ত নয় যে বুক্কাকে আপনার সামনে ধ'রে দিলে সে তো আর বিচার পাবে না, পাবে ব্যভিচার।

মহম্মদ। নিয়ে চল বেতমিজকে, কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

রক্ষীগণ বন্দী করিবার উপক্রম করিল ; হরিহর
উপস্থিত হইয়া বাধা দিল।

হরিহর। আর কুকুর দিয়ে খাওয়াবার দরকার কি? জাঁহাপনাই রাংয়ের মাংস দেখে দু-কামড় দিয়ে ছেড়ে দিন্ না—ফল একই!

মহম্মদ। তুমি কে?

হরিহর। আজ্ঞে আমি সর্ব্বনাম, সবাইকার বদল খাড়া হই। জনাব দেখ্‌লুম বুক্কারায়ের বদল জাফর-খাঁকে নিতে চাচ্ছেন ; তা কি হয় আমি থাক্‌তে! তা হ'লে আমি সর্ব্বনাম, আমার নাম ডুব্‌বে যে! ছেড়ে দিন্ জাফর-খাঁকে। বদল নিতে হয় আমায় নিতে হবে ; আমি সর্ব্বনাম।

মহম্মদ। তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় দেখ্‌ছি!

হরিহর। কি কর্‌বো হজরৎ!

মহম্মদ। দূর হও—দূর হও এখান হ'তে।

হরিহর। দূর কর্‌ছেন আর কাকে সম্রাট্! আমি সর্ব্বনাম যখন উদয় হয়েছি, তখন আপনাকে পর্য্যন্ত বদলানোর দরকার হবে ; নিজের দিকে চান। [সঙ্কেত করিল]

অস্ত্র ধরিয়া সন্ন্যাসীবেশী সৈন্যগণ উপস্থিত হইল।

মহম্মদ। একি! সৈন্য! অস্ত্রধারা! অসংখ্য! কোথা হ'তে এলো? স্পষ্ট বল, কে তুমি?

হরিহর। চিন্‌বেন না আমায় ভারতেশ্বর! বলি তবে আমার দুঃখের কথা। আমি বুক্কারায়ের অনাথ-আশ্রয়ের উচ্ছৃঙ্খল করা ধর্ম্ম-ষাঁড় ; আর এ ক'টী আমারই ভায়রা-ভাই। খাচ্ছিলুম মজা ক'রে জাবটা চোকলটা

নির্ভাবনায় লেজ নেড়ে, জাঁহাপনার আর সেটা সইলো না,—ভেঙ্গে দিলেন চুরমার ক'রে একদিনে সে সাধের গোয়াল-ঘর। আর আমরা সেখানে থেকে কি করি? আস্‌ছিলুম জাঁহাপনার খোঁয়াড়েই চালান, পথে শুন্‌লুম জাফর-খাঁ আপনা হ'তেই আমাদের সবে ধন সে গলার শিকলগাছটী ফিরিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হ'লো একবার তার গা চেটে যাই। এখানে এসে দেখি, আপনি আবার তার ওপর চড়াও। কাজেই গা চাটা ছেড়ে দিয়ে এখন তার দায়ে বুক দিয়ে দাঁড়াতে হ'চ্ছে। বুঝে কাজ কর্‌বেন হজরৎ! জাফর-খাঁকে তো বন্দী কর্‌বেন, নিজের অবস্থাটা দেখুন।

মহম্মদ। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর বর্ব্বর! যতই অসহায় হই এ সময়, শৃগালের ব্যূহে সিংহ বন্দী হয় না।

গঙ্গু। থাক্‌ সম্রাট্‌! আর যুদ্ধে কাজ নাই। এ আমার কুটীর—ব্রাহ্মণের আশ্রম। বহু দিন ধ'রে এ জায়গাটায় ব্রত, পূজা, হোম, যাগ, শাস্ত্রপাঠ, ভগবানের নাম ক'রে এসেছি—এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছি; কাজ নাই আর আমার চোখের ওপর এ মাটীটা রক্তে কাদা ক'রে। আপনি মুক্ত—যান আপনার যেখানে ইচ্ছা।

মহম্মদ। আচ্ছা। দিল্লী ছাড়্‌লে; সংসারেই থাক্‌তে হবে!

[রক্ষীগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

হরিহর। ভাল কর্‌লে না ঠাকুর! লেটা বাড়ালে। যা হ'লো—হ'লো, চল এখন—পালিয়ে চল। রাজা তোমাদের জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়নাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

সায়ন। বুক্কা কোথায় হরিহর—বুক্কা কোথায়?

হরিহর। আরে—তুমি আবার কোথা হ'তে এলে?

সায়ন। অন্ধকার হ'তে—শরতের গর্জ্জনসার মেঘরাশি হ'তে—

আত্মম্ভরিতার জ্বালাময় চিতা-বহ্নি হ’তে। বুক্কা কোথায় বল, আমি একবার তাকে দেখ্‌বো।

গঙ্গু। বুক্কার জন্য আর চিন্তা নাই সায়ন! সে মুক্ত; তার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগেনি। জাফর তাকে যত্নেই রেখেছিল, জাফরকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

সায়ন। জাফর তাকে যত্নে রেখেছিল? ঐ ভুল নিয়েই আমি সারা-জীবনটা বৃথায় ঘুরেছি গঙ্গু! সে ভুল ভেঙ্গেছে। জাফর তাকে যত্নে রাখে নাই; আমার কানে বেজেছে—তাকে যত্নে রেখেছিল সে, হাতীর পায়ের তলায় প্রহ্লাদকে রেখেছিল যে।

গঙ্গু। যাক্, এখন আমার কথা শোন; তোমার আশা পূর্ণ। আমি জ্যোতিষ ছেড়েছি; আমায় রাজনীতি শেখাতে হবে।

সায়ন। জ্যোতিষ ছেড়েছ? বাঃ! কিন্তু বড় অসময় হ’য়ে গেছে যে গঙ্গু! আমিও যে রাজনীতি ভুলে গেছি।

গঙ্গু। রাজনীতি ভুলে গেছ?

সায়ন। গেছি গঙ্গু! ইচ্ছা ক’রে। ওতেও কিছু নাই, কেবল মাথা ধরানো। ওর যা ক্ষমতা, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। যদি কিছু থাকে, গায়ত্রীতে—সামগানে—ভগবানে নির্ভর বিশ্বাসে। এক দিন তুমি এই পথ ধর্‌তে গিয়েছিলে, আমি যা-না-তাই তোমায় আবোল-তাবোল উল্টো বুঝিয়ে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম—ভগবান স’রে গেছে, হাওয়া ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। কিছু না! হাওয়া ঠিক ব’চ্ছে, আমরা ধর্‌তে পার্‌ছি না। ভগবান অটল—আমরা অন্ধ। যেও না গঙ্গু আর ও পথে!

গঙ্গু। না সায়ন! যতই বল তুমি, যেতেই হবে আমায়—ধর্‌তেই হবে ও পথটা একবার—অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও। আমি বিচার পাই নাই—পুত্রহত্যা-অভিযোগের—বিচারকর্ত্তার কাছে কেঁদে! পেয়েছি

কি জান? উল্টো—মার্জ্জনা। আ-হা-হা, দয়ার দ্বিতীয় বুদ্ধ অবতার! বিচার কাকে বলে, আমি একবার দেখাবো সায়ন! স্মৃতি, দায়ভাগ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যকে আমি একবার জাগাবো ঘুম হ'তে। প্রজার মনোরঞ্জনে সীতার বনবাসটা আমি একবার শোনাবো প্রভুদের। রাজনীতি না শেখাও, দরকার নাই। আমিও ব্রাহ্মণ; সব নীতি আমার জন্মগত সংস্কার। একবার চোখ বুজ্‌লেই পাবো। টলিয়ো না আমায়; উপকার কর্‌তে না পার, অনিষ্টটা ক'রো না। গায়ত্রী জপ্‌তে হয়, সামগান ধর্‌তে হয়, ভগবানে বিশ্বাস রাখ্‌তে হয়, যা কর্‌তে হয় চুপে-চুপে একা-একা করগে। আমি এখন আর গায়ত্রী জপ্‌বো না—বেদগান কর্‌বো না—ভগবান চাইবো না,—আমি একবার রাজা হবো! এই ভারতবর্ষে—এই অরাজক উচ্ছন্ন জাতির উদ্ধারে! এস জাফর! এস বুক্কার বন্ধু!

[অগ্রসর হইলেন, জাফর-খাঁ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

হরিহর। এই যা—গাল দিয়ে বস্‌লে? বন্ধুটা যে আমি জানি একটা বদনাম। [প্রস্থান।

সায়ন। ভগবান! ভগবান! তুমি কর্ম্মের কেউ নও; তুমি বিশ্বাসের—তুমি নির্ভরতার—তুমি নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ত্যাগের।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিজয়-নগর—অন্তঃপুর।

গায়ত্রীর হস্ত ধরিয়া গীতকণ্ঠে বাণী উপস্থিত হইল।

বাণী।—

গীত।

যদিও কিছুই বুঝি নাই—
আমি তবুও বুঝেছি পথ ভুলে গেছি, কোথা যেতে যেন কোথা যাই!
মাথে নীলাকাশ শ্যামা ধরাতলে চারিদিকে রূপের রজতধারা,
তারও মাঝে আমি অসীম শূন্যে সব ধোঁয়া ধোঁয়া কি যেন হারা,—
সকলই পেয়েছি যত যা চেয়েছি,
আশামেটা গান কত না গেয়েছি,
তবুও চলেছি সেই চাওয়া নিয়ে অজানা যেন আরও কি চাই।
এ চাওয়ার শেষ, এ চলার সীমা কত দিনে পাব কিসে,
কোথা হায় এর চরম বিরতি, কার কাছে—কে সে—কিসে?
কেমনে জানাবো এ নীরব ব্যথা,
কে বুঝাবে বল ভাষাহীন কথা,
বুঝিয়াছি আমি—আসিয়াছি ল'য়ে অসীম ভ্রমণ আর অসীম ঠাঁই।

বাণী। দেখ মা! অন্দরের দুয়ারে একখানা পাল্কি লাগ্‌লো কার? পাহারাওলারা ছেড়ে দিচ্ছে না। মা! একি! শুন্‌তে পাচ্ছ না?

গায়ত্রী। [বিভোর হইয়া ছিলেন, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন] এ্যাঁ! কি বল্‌ছিস্?

বাণী। তুমি কোন কথা একবারে কানে তোল না কেন বল দেখি? এক কথা একশো বার না বল্‌লে আর তোমার চৈতন্য নাই।

গায়ত্রী। একটু আনমন হ'য়ে গিয়েছিলুম বাণী! কি বল্‌ছিস, বল্ না।

বাণী। আনমন আর তুমি কখন হও না? বল্‌বো—আর ছাই, দেখ্‌তেও তো পাও না। ঐ দেখ—কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে; দুয়ারে ঢুক্‌তে দিচ্ছে না।

গায়ত্রী। যা না তুই। তার আর বল্‌ছিস কি? নিয়ে আয়গে না সঙ্গে ক'রে।

বাণী। যা হোক্ মা! রাণী না হ'লে—এত দিন তুমি কালা—কাণা—কত রকম হ'য়ে যেতে! [প্রস্থান।

গায়ত্রী। সেও ভাল ছিল। রাণী হওয়ার সুখ তো এই! কানে উঠ্‌ছে অবিরাম কান্নার সুর, আর চোখে পড়্‌ছে কি ঘুমন্ত কি জাগন্ত সকল অবস্থাতেই শোকের শীর্ণ ছবি। এ হ'তে কাণা কালা মন্দ কি? কেড়ে নাও পরমেশ্বর এ রাণী-উপাধি—ভেঙ্গে দাও প্রভু আত্মার এ মিথ্যা অভিনয়—শান্তি দাও আমায় সর্ব্বত্যাগিনী ক'রে।

সাহারা সহ বাণী উপস্থিত হইল।

সাহারা। আমি মুসলমান।

গায়ত্রী। স্বচ্ছন্দে এস মা! মানুষ তো? সেই করুণাময়েরই পুত্র-কন্যা! এক তাঁর কোলে ওঠ্‌বার জন্যই হিন্দু-মুসলমান পৃথক্ পৃথক্ পথ,—পতিতা নও তুমি।

সাহারা। সত্য! সত্য! যা শুনে এসেছি—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গায়ত্রী। কি শুনে এসেছ মা?

সাহারা। বিজয়-নগরের মহারাণী মানবী নন—দেবী।

গায়ত্রী। এইখানটায় তুমি একটু পড়্‌লে যে মা! দেবী শুদ্ধ কানেই শুনে রেখেছ, বিচার ক'রে দেখ নাই। আমি দেবী নই,—তবে দেবী ছিলেন আমাদেরই বংশে—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, আর বর্ত্তমান যুগে চিতোরেশ্বরী পদ্মিনী। চেন কি তাঁদের ?

সাহারা। পড়েছি আমি তাঁদের চরিত্র। দেবী তাঁরা নিশ্চয়ই, তবে তাঁদের মধ্যেও একটা না একটা খুঁত ছিল ; সীতায় ভয়, সাবিত্রী আত্মপরায়ণা, দ্রৌপদীতে প্রতিহিংসা, দময়ন্তীর লালসার রূপ-বহ্নি, আর পদ্মিনীর পতির উদ্ধারে প্রবঞ্চনা। আপনাতে তাও নাই ; আপনি নির্ভয়—আত্মপর-ভেদজ্ঞানশূন্য—হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিতা—কামগন্ধহীন মাতৃ-মূর্ত্তিময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী। স্বামী যবনগৃহে বন্দী, আপনি জগদীশ্বরের পদপ্রান্তে নিবিষ্টা—নির্ব্বিকারা—স্থিরা। আপনি দেবী, সীতা-সাবিত্রী হ'তেও ; যেমন দেবী আপনাদের মহাদেবী দুর্গা।

গায়ত্রী। বল মা তোমার পরিচয় ? কি জন্য এসেছ ?

সাহারা। পরিচয় তো পেয়েছেন! মুসলমানী,—এসেছি ভিক্ষার জন্য।

গায়ত্রী। ভিক্ষার জন্য ? ভিক্ষা তো আমি কাকেও দিই না মা!

সাহারা। ভিক্ষা দেন না! বিজয়-নগরের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত কেন ? এ রাজ্যে দারিদ্র্যের সে শীর্ণ মলিন মূর্ত্তি কৈ ? এখানে ভিক্ষুকের দল পথে পথে রাণীজির জয় গেয়ে যাচ্ছে কি জন্য ?

গায়ত্রী। সে ভিক্ষা নয় মা, সে আমার ভিক্ষা নয়। যার যা গচ্ছিত ছিল এখানে, নিয়ে যাচ্ছে তারা জোর ক'রে আপনার আপনার বুঝে পেড়ে আমার কাছ হ'তে। আমি ভিক্ষা দেবো কার ধন মা? আমি নিজে ভিখারিণী প্রজার দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের, আর পরমেশ্বরের

দ্বারে একটু শান্তির। বল মা, তোমার যদি কিছু রাখা থাকে এই বিজয়-নগর-ভাণ্ডারে ?

সাহারা। আছে—আছে! তবে সে-তো আমার গচ্ছিত রাখা নয় মা, অসাবধানে হারাণো। আর সে রত্ন আমার বিজয়-নগর-ভাণ্ডারে নাই, আছে বিজয়-নগর-কারাগারে।

গায়ত্রী। কারাগারে? কার কাছে শুনেছ মা? ভুল বলেছে সে। বিজয়-নগরে কারাগার ব'লে তো কোন স্থান নাই, এখানে বন্দী হ'য়ে কেউ তো কখনও আসে না! বিজয়-নগর মুক্তির রাজ্য,—এ মাটীতে পা দিলে সকল বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়, সুদৃঢ় শৃঙ্খল আপনা হ'তে খ'সে পড়ে। হিংসা-দ্বেষ, হিন্দু মুসলমান, বিজিত-বিজেতা সব ভুলে সবাই মিলে সেই এক বিশ্বপতির করুণা-রাজ্যের প্রজা হ'য়ে দাঁড়ায়। এখানকার কারাগার হৃদয়—এখানকার বন্ধন বাহু—এখানকার বন্দী ভোগ, ভালবাসা, প্রেম, ভগবানের প্রসাদ। তোমার যদি কিছু হারিয়ে থাকে, আর যদি বিজয়-নগরেই এসে প'ড়ে থাকে, নিশ্চয় তা আছে রত্নের মত যত্ন ক'রেই রাজভাণ্ডারে তোলা। কি রত্ন তুমি হারিয়েছ মা?

সাহারা। পুত্ররত্ন দেবী!

গায়ত্রী। ঐ দেখ নিম্নের প্রকোষ্ঠে তোমার সে রত্ন রত্ন-পালঙ্কে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত! নিয়ে যাও—ইচ্ছা হয়।

সাহারা। [নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে একবার পুত্রের প্রতি, একবার গায়ত্রীর প্রতি চাহিতে লাগিল]

গায়ত্রী। দেখ্‌ছো কি মা! কেউ বাধা দেবে না। নিয়ে যাও তোমার রত্ন তোমার তত্ত্বাবধানে।

সাহারা। থাক্—থাক্, ও রত্ন এইবার তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখ্‌লুম; শুধু ও নয়, আমাকেও তোমার দাসীরূপে।

বাণী। আমার মায়ের দাসীর প্রয়োজন হয় না, আমার মায়ের মেয়ের প্রয়োজন ; তাও শুশ্রূষা নিতে নয়—আদর দিতে। এই দেখ,—আমি আছি—কোথাকার কে ঠিক নাই—কুড়িয়ে পাওয়া, দাসী হ'য়ে নয়—মেয়ে হ'য়ে। মায়ের যত্ন করি না, কেবল করি তার ঘন ঘন চুমের দাবী।

গায়ত্রী। যাও মা পুত্রকে নিয়ে। কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে না তোমায়, বরং নিশ্চিন্ত কর আমায় অপরের বস্তু আপনার দায়িত্বে রাখার দুর্ভাবনা হ'তে।

সাহারা। এ দায়িত্ব আজ নিতেই হবে। আর যে এ রত্ন রাখ্‌বার আমার দ্বিতীয় স্থান নাই মা !

গায়ত্রী। কেন ?

সাহারা। দস্যুভয়—দস্যুভয়। পথের দস্যু নয়—ঘরের দস্যু ; প্রকাশ্য আঘাত নয়, গুপ্তাঘাত—গাঁটের ছুরী।

গায়ত্রী। কোন ভয় নাই ! এ জগদীশ্বরের শৃঙ্খলার রাজ্য। এখানে দস্যুবৃত্তি চল্‌বে না—লুকোচুরি খাট্‌বে না, যতই মাথা তুলুক্‌—যতই গায়ের জোর দেখাক্‌, তাঁর নীতি টল্‌বে না। ঠিক পথে থাকগে—রত্ন রাস্তায় ফেলে রাখগে,—হাত বাড়ায়—হাত খ'সে যাবে, চোখ্‌ দেয়—কাণা হবে, জোর ধরে—ধ্বংস হবে। তোমার রত্ন থাক্‌বে ঈশ্বরের রক্ষায় উজ্জ্বল—চির-জাজ্জ্বল্যমান।

সাহারা। প্রণাম ! প্রণাম ! আর কি কর্‌বো মা ! তোমার নারী-জন্মে এই নিরাশ্রয়া মুসলমান-কন্যার শতকোটী প্রণাম। বিদায় তবে দেবী ! পুত্র নিয়ে চল্‌লুম—গচ্ছিত রেখে চল্‌লুম হৃদয়ের সার রত্ন ভক্তি ঐ পায়ের তলায়। [প্রস্থান।

গায়ত্রী। বাণী ! তুই আমার কুড়িয়ে পাওয়া, কে বল্‌লে তোকে ?

বাণী। তুমিই।

গায়ত্রী। আমি! কখন বল্‌লুম?

বাণী। প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি কথায়—প্রতি আদরে! মুখে না বল্‌লে বুঝি আর বলা হয় না? তুমি আর চাপা দেবে কি? আমি বুঝে নিয়েছি—পরের পাওয়া না হ'লে তার ওপর মানুষের এত লোভ এত টান হয় কি?

গায়ত্রী। তাই যদি হয়, তোর তাতে কোন অসুখ আছে?

বাণী। কিছু না। যার হোক্ একজনের মেয়ে তো হ'তেই হ'তো! হয় তো কোন রাক্ষসীর হাতে পড়্‌তুম; তার চেয়ে কোথা হ'তে তোমার কোলে উঠে গেছি। তপস্যা করা ছিল বল্‌তে হবে।

গায়ত্রী। আমি তোর বিবাহ দেবো বাণী!

বাণী। বেশ তো, আর গান শুন্‌তে পাবে না।

গায়ত্রী। আমাকে গান শোনাবার জন্যে কি তুই চিরকালটা আইবুড়ো থাক্‌বি?

বাণী। ক্ষতি কি!

গায়ত্রী। আর তাই বা হ'লো! গান শোনা আমার বন্ধ হ'চ্ছে কিসে? বিয়ে দিলেই যে ছেড়ে দিতে হয়, তার এমন কি কথা আছে!

বাণী। আমায় না ছাড়, কিন্তু গান শোনা ছাড়্‌তেই হবে।

গায়ত্রী। কেন?

বাণী। গানে কি আর এ রস থাক্‌বে? তার ভেতর সংসার ঢুকে বস্‌বে। ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, আমি যাই।

গায়ত্রী। মহারাজ! জয় ভগবান! তা তুই যাবি কেন?

বাণী। না—আমার ভয় করে।

[প্রস্থান।

বুক্কারায় প্রবেশ করিলেন ।

বুক্কা। গায়ত্রী !

গায়ত্রী। আসুন মহারাজ !

বুক্কা। তুমি বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছ ?

গায়ত্রী। আমি ! কৈ—না।

বুক্কা। আবার মিথ্যা কথা ! কে ছেড়ে দিলে তবে ?

গায়ত্রী। আপনাকে মুক্তি দিলে কে ?

বুক্কা। আমাকে মুক্তি দিয়েছেন ভগবান ।

গায়ত্রী। বন্দীকেও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি ভিন্ন আর মুক্তি দাতা কে হ'তে পারে প্রভু ?

বুক্কা। তার উপলক্ষ্য তুমি তো !

গায়ত্রী। আপনার মুক্তিরও একজন উপলক্ষ্য আছেন তো ?

বুক্কা। আছে, তাতে কি ? তোমায় দণ্ড নিতে হবে।

গায়ত্রী। আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য যিনি—তিনি দণ্ড পেলে যদি আপনি সুখী হন, আমিও দণ্ড নিতে প্রস্তুত !

বুক্কা। তুমি যে এই বন্দীকে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই মুক্তি দিয়ে দিলে, আগে আমার মুক্তির সংবাদ পেয়েছিলে ?

গায়ত্রী। তা না পেলেও আমি জানতুম—আপনি মুক্তি পাবেন।

বুক্কা। জানতে ! যদি না পেতুম ?

গায়ত্রী। আমার কর্ম্ম আমি ভোগ করতুম, তার দায় আর অন্যে পোহায় কেন ? কাঁদিয়ে কি কান্নার প্রতিশোধ হয় ? আদান-প্রদানটা কি একই বস্তু, নিক্তির ওজনে দিয়ে ? বৈধব্যের আগুন নেবে কি জগৎময় বিধবা দেখে ?

বুক্কা। থাক্—বোঝা গেছে !

গায়ত্রী। কি বুঝ্‌লেন?

বুক্কা। আমার জীবনে তোমার বিন্দুমাত্র মমতা নাই।

গায়ত্রী। অন্য দিকে বুঝিয়ে দেবার তো ক্ষমতা নাই?

বুক্কা। বোঝাবে কি? আমি কি তোমায় আজ নূতন দেখ্‌ছি? তোমার সঙ্গে আমার কি এই প্রথম সাক্ষাৎ? এ অশান্তি আমার বিবাহ-রজনীর কুপ্রভাত হ'তে। আমি আসি কর্ম্মশ্রান্ত—দগ্ধ-অন্তর—শান্তির আশায় পিপাসিত, তুমি যাও মুগ্ধকরী মরীচিকা দূরে—আরও বাড়িয়ে দিয়ে সে উদ্দাম পিপাসার তীব্রতা। শুন্‌তে যাই সংসার-কোলাহল মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়ে দিয়ে আকুলপ্রাণে তোমার কণ্ঠস্বর, তুমি থাক নীরবতার রাজ্যে অচেতনা—মৌন—মুক্—ভাস্কর-গঠিত মৃণ্ময়ী প্রতিমা। দেখ্‌তে চাই হাস্যতরঙ্গায়িত একটী তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টি, দেখি তুমি অন্ধা—স্ফুরিতাধরা—বিষাদের ক্ষীণ ম্লান শোকোদ্দীপক শুষ্ক মূর্ত্তি। মৃত্যু-যন্ত্রণা! মমতা নাই বিন্দুমাত্র তোমার এ জীবনে, এ অনুমান আমার বহুদিনের; আজ তার এই হাতে হাতে প্রমাণ! তোমায় দণ্ড নিতে হবে হতভাগিনী!

গায়ত্রী। অপরাধ হ'য়ে থাকে, দিন্ দণ্ড!

বুক্কা। ক্ষমা চাও না? চরিত্র-সংশোধনের সময় ভিক্ষা কর না?

গায়ত্রী। না। স্বামীর কল্যাণ-কামনা-অপরাধের ক্ষমা না চাওয়াই ভাল, আত্মা-আলিঙ্গিত চরিত্রে দৈহিক মিলনের জন্য সাধনা ক'রে লালসা আন্‌বার সময় যত সত্বর ফুরিয়ে যায়।

বুক্কা। স্বামীর কল্যাণ-কামনা কি [illegible] গায়ত্রী? তার জীবনটাকে শুষ্ক, মরুভূমি, মৃত্যুবৎ ক'রে রাখা?

গায়ত্রী। জীবন সরস করার কি প্রণালী স্বামী, তাকে মোহের মালা পরিয়ে ইন্দ্রিয়ের হাত ধরিয়ে কামের সাগরে সাঁতার দিতে ছেড়ে রাখা?

বুক্কা। কাম! স্বামী-স্ত্রী-সম্মেলন কাম?

গায়ত্রী। না—স্বামী-স্ত্রী-সম্মেলন প্রেম। কিন্তু আপনি আমায় যে ভাবে চাচ্ছেন, সেটা কি তাই? আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন দেওয়াই যে কাম, প্রেম আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। কাম—নেশা, তৃপ্তিহীন উন্মত্ততা; প্রেম—পরিণতি, নির্ব্বিকার, শান্তি। ভোগের রূপান্তর কাম, ত্যাগের মূর্ত্তি প্রেম। কাম মিলন-সঞ্জাত, প্রেম বিরহের মধ্যে প্রতিভাত। কামের ক্রীড়া মনে-মনে—রূপে-রূপে—দেহে-দেহে, প্রেমের খেলা প্রাণে-প্রাণে—আত্মায়-আত্মায়—শূন্যে-শূন্যে। স্বামী-স্ত্রী-সম্মেলন সেই প্রেমে—সেই বিরহের ছদ্মবেশে,—তাদের কথোপকথন সেই মহানীরবতায়—তাদের কটাক্ষ-বিনিময় সেই এক মহান দৃশ্যে সমান দৃষ্টি রেখে।

বুক্কা। তোমার সন্ন্যাসিনী হওয়া উচিৎ ছিল গায়ত্রী! এ রাজসংসারে কেন?

গায়ত্রী। মার্জ্জনা করবেন প্রভু! আমার ধারণায় আসে নাই যে রাজসংসারটা উপভোগের জায়গা।

বুক্কা। [রোষনেত্রে] গায়ত্রী!

গায়ত্রী। দণ্ড দিন—দণ্ড দিন, আমি অপরাধিনী। আপনি যা চান, দিতে পারিনি।

বুক্কা। উচিৎ ছিল—অন্ততঃ তার চেষ্টা করাও।। আজও তুমি তার সময় চাও না। গায়ত্রী! মানি আমি তোমার যুক্তি একপক্ষে অকাট্য—অভ্রান্ত—পরমার্থময়! কিন্তু এটা সংসার, এখানকার নিয়ম ও নয়। এখানকার ধর্ম্ম স্বামী-সেবা—সৃষ্টিরক্ষা—[illegible],—ও হ'তেও গভীর। আর পুত্রার্থে যে স্বামী-সঙ্গ, কে বলে তাকে কাম? তেমন নিষ্কাম কোথাও নাই। এও বড় কঠিন ঠাঁই গায়ত্রী! এখানে এক অন্নের পাত্র নিয়ে শুধু অন্নপূর্ণা সেজে থাকলে চলবে না, পানীয়ের জন্য প্রয়োজনে জাহ্নবীর মতও বইতে হবে। সন্ধ্যার ছায়াটী হ'য়ে মায়া-বিস্তায় জগতের অস্পৃশ্যভাবে

শুদ্ধ মাতৃত্বটুকু ফুটিয়ে রাখা এখানকার প্রথা নয়, সময়ে তার সঙ্গে উর্ব্বশী মেনকার কলাবিদ্যাও চাই। এখানকার ভোগের ক্ষয় ত্যাগে হয় না, এখানকার ভোগের ক্ষয় বিচারের দ্বারা ভোগেই। কি ছার তপস্যা তোমার! দেখ—এ কি চমৎকার! এক চক্ষে হাস্‌তে হবে মায়ার গানে, এক চক্ষে কাঁদ্‌তে হবে ভগবানের নামে। এক মুখে বল্‌তে হবে মন-ভোলান উপকথা, অন্য মুখে কর্‌তে হবে বেদান্তের ব্যাখ্যা। নিক্তির ওজনে রাখ্‌তে হবে এক হাতে কাম, অন্য হাতে প্রেম। দেখ্ কি সমস্যা—আলোক-অন্ধকার, আগুন-জল, ব্রহ্ম-মায়া,—একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে দেখ, এ কি ভয়ানক সাধনা! তুমি অপমান করেছ নারী এ মহান ধর্ম্মের। জন্মেছ সংসারে, প্রবেশ করেছ সংসারে, দাঁড়িয়ে আছ এখনও সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্মভূমি মহাপ্রতিদ্বন্দ্বীতার মিলন-কেন্দ্র সংসারে। বিধর্ম্মী তুমি, ব্যাভিচার তার ওপর! বল অপরাধিনী! তুমি কি দণ্ড চাও?

সায়নাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

সায়ন। তুমি এ অপরাধের কি দণ্ড স্থির করেছ রাজা?

বুক্কা। আচার্য্য!

সায়ন। অপরাধিনী যে, সে কি দণ্ডটা মনোমত বেছে নিতে পায়? বিচারকর্ত্তারই বিবেচনা-সাপেক্ষ। তুমিই বল—এ অপরাধের কি দণ্ড যোগ্য?

বুক্কা। সংসার-অবমাননার যোগ্য দণ্ড সংসার হ'তে সরিয়া দেওয়া।

সায়ন। চুপ—চুপ! কাকে সরিয়ে দেবে সংসার হ'তে? এখনই এ কথা শুনতে পেলে সংসারই স'রে যাবে অন্ধকার দিয়ে উৎসন্নের পথে—নরকের আড়ালে। অপরাধিনী আছে ব'লেই এখনও তুমি আছ—আমি আছি—এ বিজয়-নগর-সংসার সঞ্জীবিত, সচল, স্বর্গপ্রায়।

খুব অপরাধ ঠাউরেছ তো! তোমায় পুত্রদান করতে পারে নাই, কিন্তু তোমায় কত লক্ষ সন্তানের পিতা ক'রে রেখেছে, বুঝ্ছো? নারী-জন্মের উদ্দেশ্য মা হওয়া,—কিন্তু মাতৃত্ব যার মজ্জাগত, শত্রু-মিত্র সর্ব্বত্রে সমান-ভাবে যার অপত্যস্নেহ, যে জন্ম-জন্ম আপনা হ'তেই মা, কাজ কি তার পশুর মত প'ড়ে প'ড়ে প্রসব করায়? পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা,—ছেড়ে দাও ও কামুকের কথা। পুত্রলাভই যদি জীবনের পরম পুরুষার্থ হ'তো, তা হ'লে যাঁরা গভীর গবেষণায় জগতের আদি কারণে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম নিরূপণ ক'রে গেছেন, অন্যান্য দেব-দেবীর মত তাঁদেরও একটা পুত্র কল্পনা ক'রে যেতে পারতেন না? কিন্তু সে কল্পনা সেখানে খাটে নাই, সেখানে নামকরণ হয়েছে—জগৎপিতা জগন্মাতা পুত্রের মূল্য এই—প্রকারান্তে কাম-ক্রীড়ার সুযোগ। পুত্র চেয়ো না রাজা ও গায়ত্রীরূপিণী জগন্মাতার কাছে; তার চেয়ে তুমিও উঠে যাও ঐ হাত ধ'রে, হ'য়ে যাও ঐ সঙ্গে জগৎপিতা। লালসার ছায়া কি ওখানে পড়ে রাজা? ও দুর্ব্বার অগ্রে প্রভাত-শিশির! দেখ্ছো—দেখ মুক্তার আকার, ধরতে যাবে—জল।

বুক্কা। যাক্; কিন্তু এটা কি আচার্য্য? আমার মুক্তি-সংবাদ না পেয়েই আমার প্রতিভূকে ছেড়ে দেওয়া?

সায়ন। নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে পরের ছেলের মা হওয়া,—প্রণত হও এর জন্য রাজা! এটা ঐ জগন্মাতৃত্বেরই চরম পরিস্ফুটন। আর কে বল্লে তোমায়, মা আমার তোমার মুক্তি-সংবাদ পায় নাই? তোমায় মুক্তি দিলে কে? জাফর-খাঁ। তোমার মুক্তিদাতা নয়, তোমার মুক্তিদায়িনী আমার এই মা—তাঁর একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরতা, তাঁর অমানুষিক পাতিব্রত্য জাফর-খাঁর প্রতিমূর্ত্তিতে।

বুক্কা। বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন আচার্য্য এই ক-দিনে! দেখ্ছি—আপনাতে আর সে পুরুষত্বের চিহ্নমাত্র নাই।

সায়ন। নাই—নাই; ঠিক ধরেছ রাজা! নারীর শক্তি দেখে সব তেজোগর্ব্ব বিলিয়ে দিয়ে নারীর অধম হ'য়ে গেছি। আমি যে দেখেছি এ মূর্ত্তিটা তোমার পরাজয়ের দিনে। সে কি বিশ্বাস—কি নির্ভর—কি অনন্ত ইচ্ছাশক্তিতে জ্বলন্ত, স্থির, অটল! তুমি দেখ নাই—তুমি দেখ নাই,—যদি দেখ্‌তে, তোমাকেও দিতে হ'তো সমস্ত পুরুষত্বের বলি ঐ মানস-প্রতিমার সাম্‌নে। বড়ই দুর্ভাগ্য তুমি রাজা! ভেকের মত সরোবরে পদ্মকে আঁক্‌ড়ে প'ড়ে আছ,—মধু পাও নাই—আ-হা-হা!

বুক্কা। আচ্ছা আচার্য্য! আমি দেখ্‌বো—সে কি ভেল্কি, আপনার মত কর্ম্মীকে অলস অসাড় পঙ্গু ক'রে তোলে! দেখ্‌বো সে মন্ত্রশক্তি, একটা ফুৎকারে কেমন ক'রে এ সাগর-গভীর বুকের দাগ মিলিয়ে দেয়! সম্মুখে আবার সমর-আয়োজন! যুদ্ধ কর্‌বো—বন্দী হবো—মর্‌বো,—পরীক্ষা নেবো, প্রকৃত মুক্তি দেওয়া কার! প্রণাম আচার্য্য! থাক তুমি গায়ত্রী সংসারেই,—আমিই চল্‌লুম সংসার হ'তে স'রে।

[প্রস্থান।

সায়ন। এইখানেই তো তুমি মুক্ত হ'য়ে গেলে রাজা! আবার পরীক্ষা নেবে কি?

গায়ত্রী। না বাবা! এ তো সংসার-বিরাগ নয়, এ যে আমার ওপর রাগ।

সায়ন। অনুরাগ করিয়ে নে না মা! কতক্ষণকার কাজ? তুই তো ইচ্ছা কর্‌লে সব পারিস্! দাঁড়া না মা একবার সেই রকম ইচ্ছাশক্তিতে আলুলায়িতা হ'য়ে কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান ত্রি-নয়ন উন্মীলন ক'রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-ত্রিশূলহস্তে,—দাঁড়া না মা পতিত-পাবনী ত্রিগুণাতীতা ত্রিধারা! যেমন ক'রে এই ব্রাহ্মণের জন্ম সার্থক করেছিস্—তাকে কাঁটার বন হ'তে-হাত ধ'রে কুসুম-কাননে এনেছিস্, দাঁড়া না মা একবার সেই জগদ্ধাত্রী-

মূর্ত্তিতে, ও স্বামী-স্ত্রী পাতানো সম্বন্ধ বাদ দিয়ে মাতৃভাবে ও হতভাগ্যের সামনে! তোর কটাক্ষে বিশ্ব আলোকিত, আর তুই যাকে ইষ্টদেব স্বামী বলিস্, তার এ অন্ধকার-বাস কি ভাল দেখায় ?

বাণী উপস্থিত হইল।

বাণী। মন্দই বা কি দেখায়! যে গঙ্গায় একবার গা ডুবিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা হিংসা-দ্বেষমুক্ত, সেই গঙ্গার গর্ভে বাস ক'রে হাঙ্গর কুমীরে যে মানুষ খায়!

সায়ন। তুই কথা ক'স্ না—তুই কথা ক'স্ না বাণী! কি বুঝ্বি তুই মায়ের ইচ্ছা ? তুই কেবল গান কর্ মায়ের হাত ধ'রে—যা পার্বি ; সেই গান—সেই রাগিণী—সেই সুর। মা আমার সেই রকম আন্‌মনা আল্‌গা হ'য়ে যাক্, আমরাও আস্তে আস্তে সেই এলানো আঁচল জোর ক'রে জড়িয়ে ধরি—যেন জন্মজন্মান্তরেও আর না পড়ি।

বাণী।—

গীত।

আমি উঠিব না তব মন্দির-দ্বারে দেখিব না চারু কান্তি।
আমার ভ্রমণই যখন দাঁড়ায়েছে ব্রত দীর্ঘায়ু হোক্ ভ্রান্তি॥
আমায় পবনের মত উধাও কর গো ব'য়ে যাই তব গন্ধ,
দাও প্রভু তব জ্যোতিঃর অনুভূতি এ আঁখিরে করি অন্ধ,
বধির কি মূক কিবা তায় দুঃখ থাকুক বিরাট ব্যোম,
আগুন আমাতে জ্বলুক অহরহঃ চলুক তোমারই হোম,—
সকল অভাব আসুক আমাতে, সব সম্পদ থাকুক তোমাতে,
আমি যে তোমার এই গরিমাতে পেয়েছি অপার শান্তি॥

[উভয়কে ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী-সান্নিধ্য পথ।

গীতকণ্ঠে পল্লীবাসিনীগণ উপস্থিত হইল।

পল্লীবাসিনী।—

গীত।

আমরা সব পল্লীবাসিনী।
দিল্লী দেখা ঝকমারী সই হ'লো কেবল হায়রাণী ॥
শোনা ছিল আজব সহর গুজব কত সোজা নয় এক মুখে বলা,
এখানকার বসতি যারা নিত্যি খায় তারা,
রূপোর বেগুন, সোণার পটল হীরের কাঁচকলা,—
দিদিলো! সব ভুয়ো—সব ভুয়ো—
এরা লাড্ডু ব'লে লোকের কাছে লুকিয়ে খাচ্ছে কানমলা,
এদের শোবার ঘরে দরাজ গলা দরবারেতে কানাকানি।
গড় করি বোন্! সহরের পায়, আমাদের পাড়া গাঁ ভালো,
গাছের ছাওয়া খোলা হাওয়া প্রদীপের মিট্‌মিটে আলো,
হাতে করি সকল কাজই খোদা যা দেয় তাতেই রাজি,
না হোক্ ভাতার উজীর কাজি নাই বারটান বেইমানি ॥

[প্রস্থান।

সাহারা ও ফিরোজ উপস্থিত হইল।

সাহারা। পুত্র! ফেরো।

ফিরোজ। মা!

সাহারা। যেও না পুত্র আর ও পাপ দিল্লীর পথে, ফেরো—আমার কথা শোন।

ফিরোজ। কোথায় যাবো মা? স্থান কৈ?

সাহারা। পারস্য চল—তোমার পিতৃভূমি।

ফিরোজ। সেখানে আর কি আছে মা?

সাহারা। আর কিছু না থাক, তোমার পিতার সমাধি আছে।

ফিরোজ। যাবো না মা এ অবস্থায়। সে সমাধিতে বাতি দেবার যে নাই কিছু!

সাহারা। হৃদয় তো আছে?

ফিরোজ। হৃদয় অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! একটী বিদ্যুৎ-বিকাশ পর্য্যন্ত নাই। না মা, যেতে হয় তুমি যাও, কাঁদগে সে সমাধিতে প'ড়ে—ক্ষমা চাওগে উদ্দেশে সে মহাপুরুষ পাশে রাজ্যাশার কুহকে স্বামী-স্থান পরিত্যাগ অপরাধের। আমায় একবার দিল্লী যেতেই হবে।

সাহারা। দিল্লীতে তোমার কি আছে পুত্র?

ফিরোজ। দিল্লীতে আমার স্ত্রী আছে।

সাহারা। ফিরোজ! পিতার সমাধি, মায়ের কোল, এ হ'তেও স্ত্রী তোমার উচ্চ হ'লো?

ফিরোজ। তা না হ'লেও নীচে নয় মা! অন্ততঃ পাশাপাশিও বটে। মা! পিতা—মাতা তোমরা কি গাছ হ'তে প'ড়ে হয়েছ? আজ যে তুমি আমার কাছে মাতৃত্বের দাবী কর্‌ছো, সেটা এক দিন এক জনের স্ত্রী ছিলে ব'লেই তো? তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছিলে, সেই জোরেই তো?

সাহারা। হাসালে ফিরোজ দুঃখের ওপর! এই কি তোমার সেই স্ত্রী?

ফিরোজ। সেই জন্যই তো এ আরও অনুগ্রহের পাত্রী। স্ত্রী যদি

স্বামীপরায়ণা, সুশীলা, আদর্শ-চরিত্রা আপনা হ'তেই হয়, তাকে আদর কর্‌তে—সে তো সবাই পারে ; সেখানে আর স্বামীর কাজ কি ? না মা, আমায় বাধা দিও না ; যতই হতভাগিনী হোক্, তবু আমার স্ত্রী। ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে আমি তাকে শত অপরাধেও সঙ্গে নেবার অঙ্গীকার করেছি। আর ভাব্‌বার সময় নাই। কাঠুরিয়া হ'লেও আমার তলে যখন এসেছে, আমায় ছায়া দিতেই হবে।

সাহারা। পার্‌বে না পুত্র প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে। বালক তুমি, চেনো নাই এখনও এ নারী-জাতিটাকে। এ জাতি কাঠুরিয়া হ'তেও সাংঘাতিক! কাঠুরিয়া শুদ্ধ মূল কেটেই ক্ষান্ত হয় ; এ জাতি মূল বজায় রেখে ভিতরে ভিতরে জেরে দেয়।

ফিরোজ। আমি একবার দেখ্‌বো মা নারীর সে প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিটা! কতদূর বিভীষিকাগর্ভ, কতখানি পিশাচত্বভরা, কেমন ক'রে পুরুষের প্রাণের সমস্ত সদ্‌বৃত্তি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়! আমার বিশ্বাস হয় না মা, নারী এত নিকৃষ্ট! যে জাতির সর্ব্ব অবয়বের একটা স্থানেও কঠিনতা নাই, যাদিকে তৈরী কর্‌বার সময় খোদার প্রাণে এক বিন্দু ক্রূরতা—কৃপণতা ছিল ব'লে বোধ হয় না, যে জাতির মধ্যে মাধুরিমাময়ী স্বভাবকোমলা মা আমার তুমি, তাদের মধ্যে এমন একটা কিছু চাপা থাকৃতে পারে না, যা জগতের সহিষ্ণুতার অতীত।

সাহারা। ফিরোজ! তা হ'লে আমি কি এখন এই বুঝ্‌বো যে আমি তোমার বিবাহ দিই নাই—তোমায় বিলিয়ে দিয়েছি ?

ফিরোজ। অভিমান কর্‌ছো কেন মা! এ কথা যে এখন আর অস্বীকার কর্‌বার উপায় নাই যে, আমি যেমন তোমার পুত্র, তেমনি এখন তারও স্বামী।

সাহারা। যাও ফিরোজ! তোমাতে আর আমার কোন দাবী নাই ;

তুমি আর এখন আমার পুত্র নও, তুমি এখন তারই স্বামী। এ কথাটা সেও এক দিন বলেছিল আমার মুখের ওপর। আমি এই বুকখানা খুলে দিয়েছিলুম, উড়িয়ে দিয়েছিলুম তার সব কথা—সমস্ত দাবী পত্নীত্বের, মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রবাহে। ভুল হ'য়ে গেছে পুত্র! মিছে হয়েছে আমার সে জোর দেখানো। জান্‌তে পারি নাই যে তুমি তার দিকে। যাক্— আক্ষেপের কিছু নাই,—এ ভগবানের শাস্তি। মা-জাতিটা বড়ই এক চ'খো; সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সন্তানের সুখ অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়। মরেও তেমনি এই রকম আঁতের ঘায়ে, ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে শুকিয়ে। যাও ফিরোজ! যাই হোক্ আমার, সে জন্য তুমি নির্ভয়; আমি ম'রে ম'রেও তোমায় আশীর্ব্বাদই কর্‌বো। তবে তোমার সঙ্গে দেখা শোনা আমার এই পর্য্যন্ত। আমি ফেটে যাবো তোমার অদর্শনে, তবু ও পাপ দিল্লী আর যাবো না। যার পরিচর্য্যা পাবার কথা, উল্টে তার নীচেয় প'ড়ে থাক্‌বো না; পুত্রবধূর ওপর প্রভুত্ব হারাতে আমি পার্‌বো না। এ গৌরব আমার ম'লেও যাবার নয় যে, যদিও আজ আমি নিঃস্ব, কিন্তু তাকেই যথা-সর্ব্বস্বটা হাতে তুলে দান ক'রে; সে আমার অনেক নীচে।

[প্রস্থান।

ফিরোজ। মা! মা! যাক্ স্ত্রী; তুমিই আমায় সংসার দেখিয়েছ, যাবো আমি তোমার সঙ্গেই—[গমনোদ্যত] কিন্তু—

বালকবেশে সাকিনা উপস্থিত হইল।

সাকিনা। যান; তবে আবার দাঁড়াচ্ছেন কেন?

ফিরোজ। তুমি কে বালক?

সাকিনা। যেই হই, শুনেছি আপনাদের সব কথা। মা যে চ'লে গেলেন!

ফিরোজ। হ'লো না বালক আর মায়ের সঙ্গে যাওয়া,—কে যেন পিছু দিক হ'তে আমার পা ধ'রে টান্‌লে।

সাকিনা। কে টান্‌লে, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন ?

ফিরোজ। আমার স্ত্রী।

সাকিনা। আপনার সর্ব্বনাশ। পায়ে ধ'রে নয়—চুলের মুঠি ধ'রে, প্রণয়ে নয়—লালসায়। মায়ের সঙ্গে যান—মায়ের সঙ্গে যান, মঙ্গল হবে।

ফিরোজ। নিজের মঙ্গলের জন্য আমি আর এখন ততটা ব্যগ্র নই বালক! তার মঙ্গলই এখন আমার লক্ষ্য।

সাকিনা। তার মঙ্গল ? আপনার দেওয়া মঙ্গল সে চায় না। তাকে কি আপনি চেনেন না ?

ফিরোজ। চিনি; সেই জন্যই তো আমার এত আকুলতা—যদি ফেরাতে পারি।

সাকিনা। পার্‌বেন না—পার্‌বেন না; ফের্‌বার পথে সে আর নাই। পৌঁছে গেছে অন্ধ দৃষ্টির লক্ষ্যস্থলে—প'ড়ে গেছে কৃমির মত বিষ্ঠাকুণ্ডে—বিলিয়ে গেছে তার পত্নী-জীবন অনাচারে।

ফিরোজ। বালক! বালক! কি বল্‌ছো ?

সাকিনা। যা বল্‌ছি, ঠিক—আমার দেখা। সে পাপিষ্ঠার নাম আর মুখে আন্‌বেন না,—মায়ের ছেলে হোন্‌ গে।

ফিরোজ। বালক! চিন্‌তে পার্‌ছি না, তুমি কে ? মনে হ'চ্ছে, ও মুখখানা কোথায় দেখেছি। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না তোমার উদ্দেশ্য—তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ, কি আরও উত্তেজিত কর্‌ছো! যা বল্‌ছো, সে সব তার কুৎসা—না গুণবর্ণনা, সে পাপিষ্ঠা না পতিব্রতা ? না বালক, যাই হোক্, সে আমার স্ত্রী। আমি একবার তাকে দেখ্‌বো,—পূজা পাই

কি দাগা পাই, যা হয় একটা শেষ নেওয়া নেবো; জীবনধারণ—কি জীবনপাত কোন্‌টা শ্রেয়, এইবার আমি স্থির কর্‌বো। [প্রস্থান।

সাকিনা। এই স্বামীর স্ত্রী হ'তে পারি নাই! মাকে ছেড়েও ভরা বুকে ছুটে যায়, এত ভালবাসার প্রতিদানে দিয়েছি—মা! মা! তুমি আমায় কি আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলে মা! মাটী হওয়াও যে ছিল ভাল; সেও পায়ের তলায় স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকৃতে পায়। এ কি যন্ত্রণা—কি ঘৃণা—কি লজ্জা! স্বামী! স্বামী! আবার দিল্লী চল্‌লে! ভাল কর্‌লে না! আমি তোমায় সম্মুখীন হ'তে দেবো না। পাবে তুমি আমার কাছ হ'তে যা পেয়ে আস্‌ছো তাই; তবে প্রভেদের মধ্যে এই—এতদিন যা করেছি তোমায় জ্বালাতে, এইবার যা কর্‌বো, নিজে জ্বল্‌তে।

পুরুষবেশে বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। বলি হ'লো গো! আমি যে মলুম তোমার সঙ্গে এসে। আঃ, কি যন্ত্রণা—ঝোপের ভেতর মুখ বুজে ব'সে থাকা, তাতে আবার এই হতচ্ছাড়া পুরুষ জেতের বেশে—গোঁফের বোঝা নাকের ডগে নিয়ে! সর্দ্দি-গর্ম্মি ধ'রে যাবার যোগাড়! আর কেন! ফিরে চল। মেঘ না চাইতেই তো জল, বাড়ী হ'তে বেরিয়ে না আস্‌তেই আস্‌তেই তো দেখা! আঃ, আমি আগে গিয়ে পীরের সিন্নী দেবো। এই ক-পা এসেই জীবন যায়; এর ওপর যদি সেই বিজয়-নগর পর্য্যন্ত যেতে হ'তো, আর একটা জন্ম নিয়ে যেতুম; বাঁচলুম। হাঁ—বলি পরিচয় দিলে না কি?

সাকিনা। পরিচয়ের আর কি আছে বাঁদি?

বাঁদি। যাই হোক্, এখন দিল্লীই গেলেন তো? চল—বাড়ীতে ব'সেই ভাল ক'রে দেবে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণাতীরস্থ কানন-পথ।

গীতকণ্ঠে কাঠুরিয়াগণ যাইতেছিল।

কাঠুরিয়াগণ।—

গীত।

লক্‌ড়ি খুঁজি ঢুঁরি বন বন্‌-বন্‌-বন্‌।
শাল সেগুন না চল্‌বে, চাহি মেহগ্নি চন্দন।
পেটের দায়ে কর্‌বে না আর কভি ছোট কাম্‌,
ছুট্‌বে তুরাঙ্গ মিল্‌বে যিসে বহুৎ বহুৎ ইনাম্‌,
আস্‌মান্‌ ফুঁড়ে তুল্‌বে শির,
ফকির কিসের, হাম আমীর,
উঁচু বুকে চল্‌বে বীর কাঁপিয়ে মাটী হন্‌-হন্‌-হন্‌।
ধরম্‌ অধরম্‌ সব্‌ভি ধাঁধা, দুনিয়াতে ভাই দুই-ই মুখোস,
আসল দেখা আপনার দিক্‌, আসল কথা আপন খোস্‌,
মরণ বাঁচন সব আপশোষ খাঁটী কর্‌ এ ভেজাল মন।

[প্রস্থান।

গঙ্গু, জাফর-খাঁ ও হরিহর উপস্থিত হইল।

গঙ্গু। তোমাদের বিজয়-নগর আর কতদূর হরিহর?

হরিহর। ঐ তো দেখা যাচ্ছে,—আর বড় জোর একদিনের পথ।

গঙ্গু। তবে আর তুমি আমাদের সঙ্গে ঘুর্‌ছো কেন? বাড়ী যাও।

হরিহর। সে কি ঠাকুর? রাজা যে তোমাদের সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যেতে ব'লে গেল!

গঙ্গু। তোমাদের রাজাকে আমি দু-হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমারও মুখের চুমো খাচ্ছি। আমরা আর যাবো না সেখানে, তুমি যাও।

হরিহর। এরই মধ্যে আবার মতলব বিগড়ে গেল? বেশ তো যাচ্ছিলে পাঠশালার মার খাওয়া ছেলের মত সুরু-সুরু! আবার কি হ'লো?

গঙ্গু। ঐ মারটাই মনে প'ড়ে গেল হরিহর! পুত্রহত্যা-আবেদনে মার্জ্জনা—মারের ওপর মার! দেখ তো—দেখ তো হরিহর! আমার কোথাও ফুটে গিয়ে রক্ত পড়্‌ছে না কি? না—রক্তই নাই, তার পড়্‌বে কি? ঘা কোথাও হয়েছে? হবে না—হবে না, তা হ'লেও অনেকটা গ্লানি বেরিয়ে যেতো। এ মারটা কি রকম জান? নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। না হরিহর, তুমি বাড়ী যাও, লোকালয়ে আশ্রয় আর আমি নেবো না। এ জায়গাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে। মনুষ্য সমাগম-শূন্য নিবিড় ঘোর কণ্টকারণ্য—বেশ আপনাকে লুকিয়ে রাখবো। পার্শ্বে প্রবাহিতা সন্তাপহারিণী কৃষ্ণা,—বেজায় গায়ের জ্বালা ধর্‌বে, আর জয় মা ব'লে উবুড় হ'য়ে পড়্‌বো।

হরিহর। এঃ—পাগল হ'লে দেখ্‌ছি যে!

গঙ্গু। না—হরিহর! এতদিন বরং পাগল ছিলুম, কোশা-কুশী, পাদ্য-অর্ঘ, পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে পড়েছিলুম পশ্বাচারের পাদপদ্মে। [চমকিয়া] পৈতেগাছটা আছে তো? আছে—আছে, তবে আ-হা-হা, এত মলিন হ'য়ে গেছ বন্ধু! চেনা যায় না তোমায়! হরিহর! আজ আমি প্রকৃতিস্থ; আজ আমি আপনাকে ফিরে পেয়েছি—আজ আমি ব্রাহ্মণ। এইখানে তপস্যা কর্‌বো।

হরিহর। তপস্যা কর্‌বে কি? ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার!

গঙ্গু। সে তপস্যা নয় হরিহর!

হরিহর। তবে আবার কি তপস্যা?

গঙ্গু। রাজা হবার তপস্যা।

হরিহর। এই কথা! তা তার জন্য এত কেন? চল, আমি তোমায় রাজা ক'রে দিচ্ছি চল।

গঙ্গু। কারো ক'রে দেওয়া রাজাগিরি আমি কর্‌বো না হরিহর! আমি রাজা হবো ঠিক রাজার মত।

হরিহর। রাজা বুঝি আবার ভিখারীর মত হয়?

গঙ্গু। যদি হ'তো হরিহর রাজার জাতি ভিখারীর মত? রাজার শ্রী মুখে, অন্তরে ভিখারীর অনুভূতি? না—তা হয় না, ভিখারীর মত হয় না, রাক্ষসের মত হয়। আমি রাজা হবো রাজার মত—দেবতার মত—কিসের মত রাজার আবশ্যক, সেই মত।

হরিহর। আরে নাও ঠাকুর, ভিট্‌কিলি কর্‌তে হবে না,—যাবে তো চল!

গঙ্গু। তুমি যাও না হরিহর! জ্বালাতন কর্‌ছো কেন?

হরিহর। ও—তা হবে। খাঁচা-কলে পড়েছিলে, খুলে আন্‌লুম ব'লে বুঝি?

গঙ্গু। তুমি আন্‌লে? আমার চৈতন্য তোমার চুলের মুঠি ধ'রে আনালে।

হরিহর। দেখ ঠাকুর, ভাল চাও তো চল; এ জায়গা তোমাদের নিরাপদ নয়।

গঙ্গু। ও আপদ-বিপদের ভয় আর আমাতে নাই হরিহর! তবে আর তপস্যা কর্‌লুম কি? যখন যেখানে থাক্‌বার প্রয়োজন হবে, আপদ হোক্—বিপদ হোক্—রোদ হোক্—জল হোক্—বিদ্যুৎ হোক্—বজ্রাঘাত হোক্, মাথা পেতে দিয়ে থাক্‌তে হবে।

হরিহর। থাকো, আমার দোষ নাই কিন্তু! আমি রাজাকে গিয়ে বলিগে—ঠাকুরের পথে আস্‌তে আস্‌তে আর দুটো পা বেরোলো,—তাকে উল্টে নিয়ে গেল—আর এলো না।

জাফর। যাও হরিহর! পিতাকে বিদ্রূপ ক'রো না।

হরিহর। বাঃ ভাই বাঃ! পার্‌লে হয়। তবে আমি চল্‌লুম; কিন্তু দাদা, এই কাঠুরে ক-টা যে সাম্‌নে দিয়ে গেল, এদের ওপর একটু নজর রেখো,—আমার খট্‌কা লেগেছে।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। [জাফরের বুকে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে করিতে] পার্‌বি জাফর আমার কাছে থাক্‌তে? না হয় হরিহরের সঙ্গে যা।

জাফর। হরিহরের সঙ্গে যাবো? ভারতবর্ষের সেনাপতিত্ব এক মুহূর্ত্তে ছেড়েছি, কি পাবো তার সঙ্গে গিয়ে পিতা? জীবন? জীবন তো আপনারই রাখা! যায়—আপনার কোলে যাবে।

গঙ্গু। পুঁথিগুলো খোল্‌ তো!

[জাফর পুঁথিগুলি খুলিল; গঙ্গু বাছিয়া একখানি লইয়া তাহার মধ্যে একটা জায়গা বাহির করিয়া একবার পুঁথি দেখিল, আর একবার জাফরের ললাটদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল]

গঙ্গু। [পুঁথি ফেলিয়া দিয়া] থাক্‌—থাক্‌, আমার কোলেই থাক্‌। কিছু যাবে না বেটা তোর! রাজা হওয়া তো সামান্য কথা, তোকে নিয়ে আমি রাজার বাবা হবো। কিছু খেয়েছিস্‌ আজ দিনভোর?

জাফর। সেই আপনার চরণামৃত খেয়েছি।

গঙ্গু। ভগবান! ভগবান! একবার দাও না তোমার ইচ্ছাশক্তিটা আমায়! আমি যে আর দাঁতে দাঁত চেপে থাক্‌তে পার্‌ছি না। [জাফরের

প্রতি] পুঁথিগুলো ঝেড়ে দেখ্ দেখি,—দুটো ফল এনেছিনু আজ ব্রহ্মণ্য-দেবকে দিতে।

জাফর। সে ফল আর দেখে কি হবে পিতা ?

গঙ্গু। তুই খাবি, আবার কি হবে !

জাফর। দেবতার ভোগ্য ফল ?

গঙ্গু। দেবতাতে ছেলেতে সমান।

জাফর। আমার তো কোন কষ্ট হয় নাই পিতা ! আপনার চরণামৃত খেলে আর আমার ক্ষুধাই থাকে না।

গঙ্গু। পরমেশ্বর ! তুমি কি কম দয়ালু ! একটা কেড়ে নিয়েছ, একটাকে ঠিক খাড়া ক'রে দিয়েছ ! তোমার এমন রাজ্যেও অবিচার ? [জাফরের প্রতি] তবে খাস্ যেন ক্ষুধা হ'লে, বলার সুযোগ হবে না আর আমার,—আমি ধ্যানে বস্‌বো।

জাফর। এখন কিছু প্রয়োজন হবে কি আপনার ?

গঙ্গু। কিছু না—কিছু না। কর্‌বো রাজলক্ষ্মীর আবাহন ; কি হবে ফুল বেলপাতা আতপ চাল রম্ভায় ? মরেছে দেশটা ঐ ক'রেই। এ পূজায় চাই পুরুষকার,—পরমেশ্বর আমায় তা অঢেল দিয়েছে। আমার চিন্তা—তোর শক্তি, আমার অশ্রু—তোর রক্ত, আমি বলি—তুই হোমের জ্বলন্ত কাষ্ঠ ! [উদ্দেশে] মা ! মা ! মাতঃ কমলদলবাসিনী কমলাক্ষ্য-প্রিয়া কমলে ! বড়ই অনাদর ক'রে আস্‌ছে তোর এ ব্রাহ্মণ-জাতিটা অতীত যুগের অভ্যুদয় হ'তে ! সেই অভিমানেই বুঝি আজ গিয়ে পড়েছিস্ ক্ষীরোদনন্দিনী শূকরের ক্রীড়া-পল্বলে ডুব দিতে ? ফিরে আয় অভি-মানিনী ! ফিরে আয়। বাল্মীকি, বশিষ্ঠাদি যত বনবাসী ছিল, তাদের সবার হ'য়ে আমি গঙ্গু—সেই বংশের, করযোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। একবার উঠে আয় মা ও কদর্য্য অধঃপতন হ'তে ! একবার কোলে নে মা আমার

গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিয়ে! একটা দিন আমায় রাজা কর্ তোর শৃঙ্খলার রাজ্যের শূন্যাসনে! [উপবেশন]

সহসা কাঠুরিয়াগণ আসিয়া আক্রমণ করিল।

জাফর। এ কি! কে তোরা?

১ম কাঠুরিয়া। বুঝ্তে পার্ছো না মূর্খ?

জাফর। বুঝেছি—জাহান্নমের সয়তান তোরা! কিন্তু এ মতিচ্ছন্ন কেন তোদের?

১ম কাঠুরিয়া। ধ'রে ফেল্—ধ'রে ফেল্ দুটোকেই এক সঙ্গে।

জাফর। সাবধান কুক্কুরগণ! ওদিকে এক পা বাড়াস্ না। ধ্যানসুপ্ত আমার পিতা, জাগন্ত আমি পার্শ্বে তাঁর পুত্র—তাঁর দাস—তাঁর রক্ষী। এ জীবনের একটা স্পন্দন বাকী থাকৃতে ও পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে, পৃথিবীতে এমন কেউ নাই।

কাঠুরিয়া। নে—নে, দাঁড়িয়ে কেন? দেখিস্ যেন না মরে,—বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। অনেক পুরস্কার!

জাফর। থাকুন পিতা ঐরূপ ধ্যানসুপ্ত তন্ময় বাহ্যজগতের অন্তরালে। প্রণাম শ্রীপাদপদ্মে! আয় তবে দস্যু-কিঙ্করগণ!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গঙ্গু। ভ্রূকুটী কর্‌ছিস কেন মা? ভয় দেখাচ্ছিস্ কেন জননী? ভীষণ জলদাবগুণ্ঠনে পূর্ণিমা প্রকৃতির আত্মগোপনের মত কেন মা ও পক্ক বিম্বোষ্ঠে কালিমাময় আকস্মিক স্ফুরণ? কেন মা ও করুণায়ত কমল চক্ষে ক্রূর কটাক্ষ? কোথায় পেলি এ শীর্ণা ছিন্নবসনা নরকঙ্কাল-অলঙ্কারা কপালমালিনী, রুক্ষকেশ সর্ব্বনাশিনী বেশ? এ মূর্ত্তি তো তোর নয় মা! তুই যে আমার রাজ-রাজেশ্বরী! তুই যে আমার সেই "পদ্মাসনস্থাং

ধ্যয়েচ্চ শ্রীয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্, গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্, রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।” সব খুইয়েছিস্? করেছিস্ কি সর্ব্বনাশী! স’রে আয়—স’রে আয়! আমি আবার তেমনি ক’রে তোর মাথা বিনিয়ে দিই—আবার তেমনি ক’রে তোর পায়ের তলায় স্থলপদ্ম ফুটিয়ে দিই—আবার তেমনিধারা তোকে ভুবনমোহিনী জগদ্ধাত্রী মা ক’রে দেখাই।

নিরস্ত্র অবস্থায় জাফর-খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

জাফর। ভগবান! ভগবান! একি কর্‌লে? একি কর্‌লে? অনন্ত বিক্ষুব্ধ সিন্ধু পার ক’রে নিয়ে এসে কোথায় ডুবুলে আজ—গোষ্পদে?

কাঠুরিয়াগণ উপস্থিত হইল।

কাঠুরিয়া। বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্, হাঁ ক’রে আবার দেখ্‌ছিস্ কি? [বন্ধনোদ্যত]

সৈন্যগণ সহ বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কারায়। যমের বাড়ী—মৃত্যুর মূর্ত্তি—কর্ম্মের ফল।

[সৈন্যগণ কাঠুরিয়াগণকে বন্দী করিল।]

গঙ্গু। [স্বগত] এই এসে পড়েছিস দেখ্‌ছি। সেই গুরু নিতম্ব-ভারে গজেন্দ্র-গমনে, সেই নূপুর-নিক্কণ-তরঙ্গায়িত ধীর পাদক্ষেপে, সেই মাতৃস্বভাব-সুলভ মধুর মৃদু-কম্পনে এই এসে পড়েছিস্ অতীতের সেই স্বপ্নময়ী মূর্ত্তিখানি নিয়ে স্নেহের অফুরন্ত খনি! আয়—আয়, আরও দ্রুত—আরও দ্রুত,—আমি হাত বাড়িয়ে আছি—আমি আসন পেতে রেখেছি, ভগীরথের গঙ্গা আনার মত আমি শাঁক ঘণ্টা নিয়ে খাড়া হ’য়ে দাঁড়িয়েছি।

জাফর। বিজয়-নগররাজ! আপনি এখানে কি ক'রে—সসৈন্যে?

বুক্কা। আমি দিল্লী অবরোধে চলেছি জাফর-খাঁ! সম্রাটকে প্রতিশোধ দিতে, আর আত্মার ওপর প্রতিশোধ নিতে।

গঙ্গু। ধরেছি—ধরেছি, আর যাবি কোথা বেটী! দে তো মা—দে তো মা, এইবার একবার পদ্মহস্ত বুলিয়ে আমার এই বুকের জ্বালাটার ওপর। খা তো মা—খা তো মা, একটা অগাধ স্নেহের চুমো আমার এই চির-বিষণ্ণ বিকট মুখের। শোনা তো মা—শোনা তো মা, কানে-কানে সপ্ত স্বর-সাধা স্বর্গীয় বীণা! আঃ—শান্তি—শান্তি—শান্তি! [সোৎসাহে] জাফর! জাফর! আমি রাজা হয়েছি—আমি রাজা হয়েছি! দেখ্‌ছিস কি অবাক হ'য়ে? আমার তপস্যা সিদ্ধ—আমার মা আমায় কোলে ক'রে,—আমি রাজা হয়েছি! এ কে? বুক্কারায়? বাঃ! এরা কারা বাঁধা?

বুক্কা। এরা তোমাদের হত্যা কর্‌তে এসেছিল ব্রাহ্মণ! সম্রাটের গুপ্তচর।

গঙ্গু। আমরা অমর—আমরা অমর। ওরা চিন্‌তে পারে নাই, আর তোমরাও ভুল করেছ। ছেড়ে দাও ওদের।

বুক্কা। ছেড়ে দেবো কি? ওরা ছাড়ান পেলে যে সম্রাটকে সন্ধান দেবে তোমাদের!

গঙ্গু। ওদের দিতে হবে না, আর ওদের দিতে হবে না; এইবার আমিই দেবো আমার সন্ধান,—চেনাবো আমি কে—দেখাবো আমার পরিমাণ! [বন্দীদের মুক্ত করিয়া] দূর হও—দূর হও নরকের কৃমিগণ!

[কাঠুরিয়াগণ নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

গঙ্গু। রাজা! কতগুলো সৈন্য আছে তোমার সঙ্গে?

বুক্কা। সামান্যই।

গঙ্গু। যথেষ্ট! সৈন্য ক-টা আমায় দাও।

বুক্কা। সে কি? আমি যে যুদ্ধে চলেছি!

গঙ্গু। যুদ্ধ আমি তোমায় দিচ্ছি। কর্‌ছিলে আজ, না হয় কর্‌বে কাল। এ যুদ্ধে কি সুখ পাবে রাজা? এমন যুদ্ধ আমি দেবো, ম'রে যাবে, কিন্তু থেকে যাবে ভারতের ইতিহাসে অমর আপ্রলয়—অনন্তকাল।

বুক্কা। দেখো, যেন মিথ্যা না হয়।

গঙ্গু। নির্ভয়! চল্ জাফর!

~~বুক্কা~~। কোথায় যাবো পিতা?

গঙ্গু। দেবগিরি,—সেই বিদ্রোহ-দমনে। সেই শাসনকর্ত্তা তুই সেখানকার। ওকি! মুখ লাল হ'লো কেন? মাটী পানে তাকাচ্ছিস্ কি? কিছু না—কিছু না,—ছুটে চ'। ঐ শোন্, মা কি বল্‌ছে? চুরী কর্—দাগাবাজি কর্—লুকিয়ে নে আমায়। আমি চোরের—আমি বিশ্বাস-ঘাতকের—আমি আর কারো নই; যে হাতেও ধর্‌তে পারে, আর মাথাতেও চড়্‌তে পারে, আমি তার।

[সৈন্যগণ ও জাফর-খাঁ সহ প্রস্থান।

বুক্কা। ব্যর্থ হ'লো আজকার এ উদ্যমটা! জানি না এ কার আকর্ষণ—কোন্ অজ্ঞাত সূত্র—কি এ অচিন্তনীয়! না—আমি যুদ্ধ করবো—আমি যুদ্ধ কর্‌বো! আমার জীবন আলোকশূন্য, তৃপ্তিশূন্য, মহাশূন্য গহ্বর,—আমি যুদ্ধ কর্‌বো!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

মহম্মদ তোগলক ও উমেদ-আলি উপবিষ্ট।

মহম্মদ। অযোধ্যার পাজীর দল কারাগারই বেছে নিলে, চর্ম্মমুদ্রা নিলে না?

উমেদ। হাঁ জাঁহাপনা!

মহম্মদ। আগ্রার বেতমিজরা উৎপন্ন ফসলের চতুর্থাংশ সরকারে দিতে অস্বীকৃত?

উমেদ। জনাব!

মহম্মদ। মূর্খ পাঞ্জাবীরা নূতন সৈন্যদলের রসদের জন্য নূতন কর দেবে না?

উমেদ। সেখানকার রাজপ্রতিনিধির সংবাদ তো তাই।

মহম্মদ। আর একবার আমায় ধর্‌তে হবে নিজের মূর্ত্তিটা। মনে-করেছিলুম কনোজের ছবিখানা আর ভারতবর্ষকে দেখাবো না, কিন্তু এরা দেখ্‌ছি সেই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই জ্বল্‌জ্বলে চোখ বের করেছে। আমি বাঁচাতে গেলে কি হবে? খোদা যে তাদের মরণ-পাখা দিয়েই পাঠিয়েছে। আচ্ছা—থাক্ তোরা কুকুরের দল আর দিন কতক মুখোমুখী ক'রে। এ চীৎকার থামাতে আমি জানি—আর থামাবো তা একেবারেই, যেন আর গণ্ডগোলের গন্ধ না থাকে! এদিককার কিছু খবর নাই উমেদ?

উমেদ। কৈ জাঁহাপনা! আশ্রয় নেবার যতগুলো জায়গা ধারণায় আসে, গুপ্তচররা সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এসেছে। কেউ জাফর-খাঁ, গঙ্গুর সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না।

মহম্মদ। আচ্ছা, এরা কি পাখী হ'লো? না—আছে তো যেখানে হোক্? নাসির কোথায়?

উমেদ। সে এইমাত্র এদের খুঁজে ঘুরে এলো। আবার যাচ্ছে বিজয়-নগর, সাহানসার জামাতা ফিরোজের উদ্ধারে!

মহম্মদ। রেখে দাও ফিরোজের উদ্ধার, এদের সন্ধান আগে!

দেবগিরির সুবাদার উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল।

মহম্মদ। কে?

সুবাদার। বান্দা দাক্ষিণাত্য হ'তে আস্‌ছে—দেবগিরির সুবাদার!

মহম্মদ। সংবাদ কি সেখানকার? বিদ্রোহের দমন হয়েছে?

সুবাদার। হাঁ জাঁহাপনা! জাফর-খাঁ সেখানে গিয়ে—

উভয়ে। জাফর-খাঁ—

সুবাদার। হাঁ সম্রাট্! আপনার সৈন্যধ্যক্ষ জাফর-খাঁ!

উমেদ। জাফর-খাঁ দেবগিরিতে?

সুবাদার। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন যে? তাঁকে তো সেখানকার বিদ্রোহ-দমনেই পাঠানো হয়েছে!

মহম্মদ। মূর্খ! তুমি জাফর-খাঁকে দেবগিরি ছেড়ে দিয়েছ?

সুবাদার। সাহানসার হুকুম তো সেই রকমই ছিল!

মহম্মদ। শির নাও—শির নাও উমেদ! জল্লাদ! জল্লাদ!

উমেদ। ওর তো অপরাধ নাই সম্রাট্! ও ইতিপূর্ব্বে সাহানসার দরবারে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহের আর্জ্জি করেছিল; ওকে পরোয়ানা করা হয়েছিল, জাফর-খাঁ সত্বর সেখানে যাচ্ছে। তারপর জাফর যে পদচ্যুত হ'লো, সে সংবাদ তো আর ওকে দেওয়া হয় নাই!

মহম্মদ। ওঃ—ভুল হ'য়ে গেছে উমেদ! জাফর-খাঁ সে সময় দরবারে হাজির ছিল—না, যখন এই পরোয়ানার কথা বলি?

উমেদ। ছিল জাঁহাপনা! শুধু সে নয়, গঙ্গুও তার সঙ্গে।

মহম্মদ। [সুবাদারের প্রতি] মূর্খ! তোমায় সুবাদারী কে দিলে? দেখেও ঠাওরাতে পার্‌লে না তাদের?

সুবাদার। কি ক'রে ঠাওরাবো খোদাবন্দ? তিনি বরাবর যেমন ভাবে সসৈন্যে দেবগিরি যান, ঠিক সেই ভাবেই গেলেন; যেমনরূপ কার্য্য করেন, সেই রকমই কর্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি আমার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—আরও সম্রাটের পরোয়ানা তার পূর্ব্বে আমি পেয়েছি। আমি তাঁকে বিনা আপত্তিতে সমস্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লুম।

মহম্মদ। খুব চাল চেলেছে—খুব চাল চেলেছে! উমেদ! দেখ্‌ছো কি?

উমেদ। আর দেখ্‌বো কি সম্রাট্! সে দেবগিরি দখল ক'রে বসেছে।

মহম্মদ। তার সঙ্গে একটা ব্রাহ্মণ আছে? শীর্ণকায়—পাঁশুটে বর্ণ—কুঞ্চিত-ললাট?

সুবাদার। আছে সম্রাট্! জাফর-খাঁ তার খুব সম্মান করে।

উমেদ। তোমায় এখন এখানে পাঠালে কে?

সুবাদার। জাফর-খাঁই পাঠিয়েছেন।

উমেদ। কিছু ব'লে দিয়েছে?

সুবাদার। ব'লে দিয়েছেন—সম্রাট্ না কি দিল্লী রাজধানী পুনরায় দেবগিরিতে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছেন, তাই তিনি তার সব সরঞ্জাম ঠিক ক'রে সম্রাটকে দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহম্মদ। চুপ কর—চুপ কর। ওঃ—কি স্পর্দ্ধা উমেদ! আমায় দেখ্‌তে চায়। এই—তুমি যে প্রকারে পার, তাদের কাটা মুণ্ড দুটো

আমার সামনে নিয়ে এস! আমায় এইখানেই দেখুক্ জাহান্নম হ'তে—ঘোলা চোখে।

উমেদ। ওকে আর বৃথা আদেশ সম্রাট্! ও কি আর দেবগিরি প্রবেশ করতে পাবে? তাদের হত্যা করা এখন আর নিতান্ত সহজসাধ্য নয় হজরৎ! তারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য গ্রাস ক'রে বসেছে।

মহম্মদ। দিল্লীর সমস্ত সৈন্য পাঠাও; এও সঙ্গে যাক্। আমি এদের মুণ্ড চাই!

উমেদ। তা তো পাঠালুম জাঁহাপনা! কিন্তু সৈন্যচালনা করছে কে জাফর-খাঁর বিরুদ্ধে?

মহম্মদ। এঃ—এ সময় ফিরোজ থাক্‌লে—

দূতের প্রবেশ।

দূত। [অভিবাদন করিয়া] সম্রাট-জামাতা ফিরোজ-সা সুস্থশরীরে দিল্লী পৌঁছেছেন।

মহম্মদ। ইয়া আল্লা! ফিরেছে? ফিরেছে? ফিরোজ ফিরেছে? সুস্থশরীরে? আর যায় কোথা! কোথায়—কোথায় সে দূত?

দূত। তোরণদ্বারে।

মহম্মদ। যাও—তার সম্বর্দ্ধনায় শোভাযাত্রা কর, তোপ দিতে বল।

[দূত প্রস্থান করিল।

মহম্মদ। ইয়া আল্লা—মেহেরবান! সাবধান জাফর! উমেদ! চল আমরা নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি। সে আমায় ভাগিনেয়—আমার জামাতা—আমার পুত্র হ'তেও। বহুদিন তাকে আমি দেখিনি। [সুবাদারের প্রতি] এই—তুমি হাজির থেকো।

[উমেদ-আলি সহ প্রস্থান।

[নেপথ্যে তোপ হইতে লাগিল।]

সুবাদার। মানুষ নিজে ঠকে—আর বোকা সাজাতে চায় অন্যকে। চাকরী করি কি না, মাথা বে-ওয়ারিশ! আমি দেখ্‌ছি, যাই করুক্‌—মনিব চিরকালই বুদ্ধিমান, আর চাকরের জাত একধার হ'তে বোকা। যাক্‌ মাথা, জাফর-খাঁর জয়-জয়কার হোক্‌।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সাকিনার কক্ষ।

সাকিনা স্বীয় আসনে আসীনা।

সাকিনা। স্বামী আস্‌ছেন সাক্ষাৎ কর্‌তে, আবার সেই রকম যুদ্ধে যাবার আগে। না—এবার আর সম্মুখীন হ'তেই দেবো না। আমি অভিশপ্তা,—এ ঘৃণা, লজ্জা, অনুতাপের কলুষিত নিশ্বাসে সে নির্দ্দোষ গোলাপকে ফুটন্ত—সরস—স্নিগ্ধ রাখ্‌তে পার্‌বে না। যদি মলয় বয়, অভিশাপ যায়, হ'তে পারি স্ত্রী, দেবো আবার সে চোখে চোখ,—নতুবা এই পর্য্যন্ত। জুলেখা!

জুলেখা উপস্থিত হইল।

সাকিনা। যা বলেছিনু তোকে, করেছিস্‌?

জুলেখা। হাঁ—না—তা—[ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

সাকিনা। ওকি, থতমত খাচ্ছিস্‌ কেন? ভুলে গেছিস্‌ না কি?

জুলেখা। না হজরৎ! সব ফটকেই খবর দিয়েছি—আজ যেই আসুক্ আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে, সবাইকেই ছেড়ে দেবে—না হজরৎ! রুখ্‌বে—রুখ্‌বে!

সাকিনা। এঃ—তুই কি বল্‌তে কি বলেছিস্ দেখ্‌ছি! আবার যা—স্পষ্ট ক'রে ব'লে আয়, কেউ যেন আজ আর আমার কক্ষে না আসে।

জুলেখা। বলেছি হজরৎ ঐ রকমই—আর যেতে হবে না।

সাকিনা। ঠিক তো?

জুলেখা। ঠিক।

সাকিনা। [স্বগত] তবে! কি নিষ্ঠুরতা! কি ঘোর কদর্য্যতা! মৃত্যুর মুখে যাবার আগে স্বামী আস্‌ছে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে—আবার তাই। কিন্তু এ ভিন্ন আপনাকে সরিয়ে রাখ্‌বার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কদর্য্যতা তো আগাগোড়াই! আমি অভিশপ্তা! রাখ্‌তে হবে আপনাকে এই রকম সরিয়ে—লুকিয়ে—মুখখানায় ছাই মাখিয়ে।

বাইজীগণ সহ পুরুষবেশে বাঁদি উপস্থিত হইল।

বাঁদি। আয়—আয় সব, আজ আমার একটা সখ মেটাতে হবে তোদের।

সাকিনা। আরে ম'লো, তুই এখনও এ সব খুলিস্ নি?

বাঁদি। খুল্‌বো কি! এ সব আমাতে বেশ খুলেছে,—আমি আয়না নিয়ে দেখেছি—ঠিক যেন বিয়ের বরটী।

সাকিনা। যা—খুলে আয়গে যা!

বাঁদি। না শাহজাদী! আমি এর চূড়ান্ত না ক'রে ছাড়্‌বো না। পুরুষের সাজ যখন চড়িয়েছি গায়ে, তখন তাদের সব কাজগুলোই ক'রে দেখ্‌বো, মেয়ে মানুষ হওয়া ভাল কি পুরুষ হওয়াই আচ্ছা? আমি এরই

মধ্যে অনেক কাজ করেছি। এই মেজাজে দিল্লীর অর্দ্ধেকটা ঘুরেছি, ঘোড়ায় চড়েছি, তলোয়ার খেলেছি, হো-হো হেসেছি, ধেই-ধেই নেচেছি, বীর-রসে বক্তৃতা করেছি, সবই একরকম দেখেছি,—এইবার একটা বাকী।

সাকিনা। কি ?

বাঁদি। তুমি যদি অভয় দাও তো বলি।

সাকিনা। বল্ না !

বাঁদি। তুমি ঐ রকম মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাস, আর আমি তোমার, পাশটীতে ব'সে গলাটী জড়িয়ে ধ'রে বলি—প্রাণেশ্বরী !

সাকিনা। আরে ম'লো, তোর তাতে কি হবে ?

বাঁদি। তবু দেখা যাবে পোড়ারমুখোরা এতে কি রস পায় !

সাকিনা। দূর হ' বল্‌ছি—দূর হ' !

বাঁদি। আচ্ছা, তবে না হয় এই আমি একটু দূরে বসি। তুমি যা করবে কর, আমি তোমার মুখপানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকি। সে রকমও তো হয়! তাতেই না কি আবার বেশী জমাটী! [উপবেশন ও বাইজীগণের প্রতি] এই! তোরা গান কর্! আমি যেন তোদের পিয়ারের বঁধু! আমায় না দেখলে তোরা দিশেহারা! আজ যেন বহু-দিনের পর আমায় পেয়েছিস্, বুঝেছিস্—এই রকম !

বাইজীগণ।—

গীত।

ও আমাদের প্রাণের বঁধু! ও আমাদের কানের দুল !
আমরা তোমার লম্বা কোঁচায় জড়িয়ে ধরা সেয়াকুল ॥
ফুলের বাসর আমরা তোমার, আমাদের তুমি ফাগুণ মাস,
আমরা তোমার আতরদানি, তুমি আমাদের গোলাপ-পাশ,
আমাদের তুমি যক্ষ্মা-কাস, আমরা তোমার অম্লশূল

তুমি আমাদের চোখের বালি, আমরা তোমার পিঠের ছড়ি,
মুখে আগুন আমরা তোমার, তুমি আমাদের গলায় দড়ি,
আজ টিয়ের পেঁচায় জড়াজড়ি মস্‌জিদেতে ঘেঁটু ফুল॥

বাঁদি। আরে তোরা থেমে গেছিস্! আমার একটু অলস এসেছে, অমনি চুপ! আমি যে লম্বা স্বপন দেখ্‌ছিলুম—কত পরী আসমান হ'তে নেমে এসেছে, আমার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে; কেউ বাতাস কর্‌ছে—কেউ গোঁফে চারা দিয়ে দিচ্ছে—কেউ ছুটে এসে কোলে পড়্‌ছে! এঃ! সব মাটী কর্‌লি—সব মাটী করলি!

জুলেখা। এইবার ঐ পরীরা আসমান হ'তে নেমে এসে তোমার কোলে হোঁচট খেয়ে পড়্‌বে।

বাইজীগণ।—

গীত।

জান যাতি হ্যায় দিল লাগানে সে।
শুন্‌লো আয় জানে মন ঠিকানে সে॥
ওয়াস্তায়ে ওয়াস্‌লে পর ল্যেগে মেহ্‌দি,
খুন হোতা হ্যায় কিস্‌ বাহানে সে।
খুব জনোয়া দেখা দিয়া তুনে,
কোই পুছে তো বাস্‌ ঠিকানে সে—
কোন্‌ দিল্‌সে ভালা লাগায়ে দিল্‌
আপ্‌ মাস্‌হুর হ্যায় জমানে সে।

ফিরোজ উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ফিরোজ। একি! সাকিনার কক্ষে পুরুষ! অসংযত—অব্যবস্থ—অনুগৃহীত অবস্থায়! কোথায় এলুম—কোথায় এলুম! এই কি নারীর ? এই কি জগতের গুপ্ত রহস্য? মা! মা! সত্য বলেছ

তুমি ; আমি এতটা ভাব্‌তে পারি নাই, কথনও পড়ি নাই এরূপ ক্ষেত্রে। সত্যই এ দৃশ্যে আর পুরুষের প্রাণে কিছুই থাকৃতে পারে না। কিন্তু মা! আমি অনুতপ্ত নই তোমার সঙ্গ ছেড়েছি ব'লে ; তোমাতে পর্য্যন্ত আমার ঘৃণা আস্‌ছে—তুমিও এই জাতি। কি করি—কি করি ? কি উপায় এ জ্বালা-নির্ব্বাণের ? হত্যা ! হত্যা ! না—নারী-হত্যা —নারীর এ দুর্ব্যবহার হ'তেও পুরুষের অপকীর্ত্তি। কিন্তু—এর প্রতিবিধান—না, আমি পুরুষ ! [উদ্দেশে] বালক ! বালক ! তুমি কি জ্যোতিষ জান্‌তে ? কেন শুনি নাই তোমার কথা ! না—ঠিক হয়েছে ! আমার মজ্জাগত একটা ধাঁধা কেটে গেল ! বুঝতে পারলুম, স্ত্রীর ওপর স্বামীর দাবী কতটুকু—কতক্ষণের ! স্থির হ'য়ে গেল এ জীবনের লক্ষ্য—প্রার্থনা—পরিণতি।

[প্রস্থান।

সাকিনা। কার পায়ের শব্দ—কার পায়ের শব্দ ? কে চ'লে গেল ? জুলেখা !

জুলেখা। কৈ—কেউ তো নাই !

সাকিনা। না—কে এসেছিল—নিশ্চয় এসেছিল ! সামনের পাহারা এখন কার ?

জুলেখা। কোতোয়ালীর।

সাকিনা। কোতোয়ালী ! কোতোয়ালী !

কোতোয়ালীর প্রবেশ ও অভিবাদন।

সাকিনা। কোন্ আয়া হিঁয়া ?

কোতোয়ালী। আউর কোই নেই আয়া হজুরাইন ! শাহজাদা আকে চলা গিয়া !

সাকিনা। শাহজাদা ! সর্ব্বনাশ ! উস্কো কাহে ছোড়া তোম্ ?

কোতোয়ালী। হজুরাইনকো হুকুম তো উসিমাফিক থা!

সাকিনা। উসিমাফিক থা?

কোতোয়ালী। হাঁ হজরৎ! জুলেখা হামকো বাতায়া—আউর কোই কো মৎ ছোড়ো, শাহাজাদা আনেসে সেলাম দেও।

জুলেখা। [ভীতকণ্ঠে] আমার দোষ নাই হজরৎ! বাঁদি আমায় ঐ রকম বল্‌তে বলেছিল।

বাঁদি। বাঃ—তা বলবে না! একবার এই রকম ফটক আট্‌কে, ভাল ক'রে কথা না ক'য়ে, কত আক্ষেপ কত কাণ্ড ব'য়ে গেল; আবার তাই! আবার তোমার সঙ্গে কে সেই বনে বনে বিজয়-নগর বেরোবে বল দেখি? তাই বলি, তোমাদের মেলা-মেশা ভাব-সাব হ'য়ে যাক্। মন্দ করেছি কি?

সাকিনা। বাঁদির বুদ্ধি কি না! তাই যদি কর্‌লি, তার মাঝে আবার এ রঙ্গ নিয়ে বস্‌লি কেন? কি হ'লো, বুঝ্‌লি? আমার পোড়া নসিব যে আরও পুড়ে গেল। যা হ'চ্ছিলো, তার মার্জ্জনা ছিল,—এ দাগা যে মিলোবার নয়!

বাঁদি। ও—আমি বুঝ্‌তে পারি নাই শাহজাদী, যে তিনি এরই মধ্যে এসে পড়বেন! আমার ঝকমারি হয়েছে।

সাকিনা। তোর ঝক্‌মারি নয়—তোর ঝকমারি নয়! ঝকমারি আমার—তোকে মাথায় তুলেছি। [বাইজীগণের প্রতি] এই—তোরা যা! [বাইজীগণ চলিয়া গেল] স্বামী! স্বামী! নিজে জ্বল্‌বার জন্য উপকরণ সংগ্রহ কর্‌ছিলুম, কিন্তু আবার তোমাকেই যে জ্বালার ওপর জ্বালালুম। বিষ খাবো? না; নিজেই নিষ্কৃতি পাবো—কিন্তু তাঁর আগুন? [কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া] বাঁদি! আমার মহল আগ্‌লাস, কেউ যেন না জান্‌তে পারে আমি এখানে নাই। যতদিন না ফিরি, কারো দেখা কর্‌তে আসা নিষেধ; কারো না—এমন কি পিতারও না। [প্রস্থান।

বাঁদি। কি হ'তে আবার কি হ'য়ে গেল দেখ। কি আর কর্‌ছি, ভালোর তো কাল নাই। যাই এখন এ সব খুলিগে, আর খানিক থাক্‌লে বমি হ'য়ে যাবে। ধন্যি তোরা পুরুষ জাত! গড় করি তোদের গোঁফ-দাড়ীর সহিকে! চরম হ'য়ে গেল তোদের বেশ ধরার,—বদনাম পর্য্যন্ত! খুব তোরা!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আবেদীনের কক্ষ।

আবেদীন ও উমেদ-আলি।

উমেদ। আজ আমার বাকী কথাগুলো বল্‌বো পুত্র তোমায়? আর বোধ হয় অবসর হবে না।

আবেদীন। কেন পিতা?

উমেদ। আমি দাক্ষিণাত্য যাচ্ছি—গঙ্গু, জাফর-খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে; তারা দেবগিরি দখল করেছে।

আবেদীন। দখল করেছে? বাঃ—ধর্ম্মরাজ্য বসেছে।

উমেদ। শোন পুত্র আমার জীবনী। আমি মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় নাম ছিল উমেশ্বর সিং; ঐ দেবগিরিই আমার জন্মভূমি।

আবেদীন। সুন্দর! সুন্দর আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদ।

উমেদ। তারপর আমি মুসলমান হ'লুম, মুসলমান-কুমারী তোমার জননীকে বিবাহ ক'রে।

আবেদীন। আরও সুন্দর! আরও সুন্দর এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ! প্রেমের রাজ্যে জাতিভেদ নাই।

উমেদ। না পুত্র! এইখানটায় তোমার সঙ্গে আমার অনৈক্য। আমি তোমার জননীকে বিবাহ করেছিলুম আসক্তিতে নয়—বিরক্তিতে। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি প্রেমের বশে নয়—প্রতিহিংসায়।

আবেদীন। ব'লে যান—ব'লে যান, শেষ পর্য্যন্ত এ অনৈক্য থাক্‌বে না। সকল উপাখ্যানেরই প্রথমাংশটা নানা প্রকার রহস্যগর্ভ, সারভাগ এক।

উমেদ। শোন পুত্র সে রহস্য। বোধ হয় জান, মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশটা পূর্ব্বে হিন্দুর অধিকারে ছিল? যদিও আমি চক্ষে দেখি নাই আর্য্যগণের সে মধ্যাহ্ন, জন্মাবধিই মুসলমানের অধীন,—তা হ'লেও বাল্যকালে বৃদ্ধদের মুখে তার গল্প শুন্‌তুম, প্রতি বর্ণনায় তাদের দীর্ঘশ্বাস অনুভব কর্‌তুম, সে কাল আর এ কালের তুলনায় তাদের চোখ দিয়ে শতধারা ছুট্‌তে দেখ্‌তুম। ভাবতুম—মানুষ চেষ্টা কর্‌লে আবার আসে না কি সেকালটা ফিরে? জীবনটা সেই সময় হ'তেই কেমন এক রকম হ'য়ে গেল। যৌবনে পা দিয়েই তার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু দেখ্‌লুম—দেশের দ্বারা কোন সাহায্যের ভরসা নাই। দেশটা কাঁদ্‌লে কি হবে। মেয়ে মানুষের কান্নার মত সামর্থ্যহীন—নির্জ্জীব—অশ্রুসার। এর উপায়—একমাত্র শত্রুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যাক্ আমার জন্ম, উদ্ধার হোক্ দেশ। মুসলমান হ'লুম—রাজসরকারে চাকরী নিলুম, লুকিয়ে রাখ্‌লুম প্রাণের ভিতর—ছুঁচ হ'য়ে ঢুক্‌ছি, ফাল হ'য়ে বেরুবো।

আবেদীন। তা তো কৈ পারেন নি! হয়েছেন তো সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত, সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা, কিন্তু হ'লো কৈ সে উদ্দেশ্যসাধন? দেখুন এর পরিণতি,—বরং ছুঁচ ছিলেন, এখন আবার তা অপেক্ষাও

লঘু হ'য়ে পড়েছেন। কোথায় রইলো সে অনৈক্য? যাকে নষ্ট কর্‌তে এসেছিলেন, আজ তারই রক্ষার জন্য অস্ত্র ধ'রে এদেশ ওদেশ কর্‌ছেন,—পড়েছেন সেই প্রেমেই।

উমেদ। বল্‌তে পার—বল্‌তে পার আবেদীন! কেন আমার এমন হ'লো? বল্‌তে পার পুত্র, সম্রাট আমায় কি খাইয়ে দিলেন, আমি আমার সত্তা হারিয়ে বস্‌লুম? ভুলে গেলুম—দেশ, জাতি, বাল্যের দেখা বৃদ্ধদের সে অশ্রুরেখা,—সার ভাব্‌লুম শত্রুর পূজা?

আবেদীন। মাকে ডাকি—মাকে ডাকি; রাজনীতিতে এসে পড়্‌লেন! এর কারণটা আমি বেশ গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না; তাঁর এ সব বিষয়েও চমৎকার ব্যুৎপত্তি। মা! মা!

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। না পুত্র, এটায় আর আমার কথা চল্‌বে না! আমারও অবস্থা ঠিক ঐ মত। আমিও তোমার পিতাকে যে বিবাহ করেছিলুম, সেও প্রেমে নয়—ঐ প্রতিহিংসায়। শোন তবে আমারও সে রহস্যটা! আমার জন্মস্থান পাঞ্জাব—আমিও ক্ষত্রিয়-কন্যা। পাঞ্জাবীরা যে সময় বিদ্রোহী হয়, সম্রাট তোমার পিতাকে সসৈন্যে সেখানে পাঠান। তিনি অতি নিষ্ঠুরভাবে সেখানকার বিদ্রোহ দমন করেন। অগ্নিদাহ, অবৈধ অত্যাচার, আমার পিতা—ভ্রাতা—আত্মীয়বর্গের অন্যায় মৃত্যু আমি চোখের সাম্‌নে দেখি। আমারও প্রতিহিংসা জাগে, আমিও ভাবি ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত এর শোধ নেবার দ্বিতীয় উপায় নাই। কুমারী ছিলুম—বিবাহ করি তোমার পিতাকে। প্রেম-অভিনয়ে নয়—বুকে ছুরি বসাতে। কিন্তু পুত্র, আমিও আমার খেই হারিয়ে ব'সে আছি। বিবাহ-কালীন সেই কর-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কি যে তাড়িৎশক্তি তোমার পিতা

আমার মধ্যে প্রবেশ করালেন, আমিও দেখ্‌তে পাচ্ছি না আবেদীন, আমার সে পিতৃহত্যা, দেশধ্বংস কোন্ দিকে গেল—কি হ'লো ?

উমেদ। তুমিই বল—তুমিই বল পুত্র, যা জান। এ সব আমাদের কি ? কেন হ'লো এমন মতিভ্রম ? কোথায় গেল আমাদের আমিত্ব ?

আবেদীন। আপনি কি আবার ফিরিয়ে নিতে চান পিতা আপনার প্রেমে পরিণত সে প্রতিহিংসায় ?

উমেদ। পেলে মন্দ হ'তো কি ? অন্ততঃ এই সময়টার জন্য ! দেখ না কি হ'য়ে গেছি ! যে জন্মভূমির উদ্ধারে জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে জীবনপণে এতদূর নেমে এসেছি, আজ চলেছি—অপরের উদ্ধত তারই ধ্বংসে। এ প্রেম না মদিরা ? সম্রাটের এ ভালবাসা না ভেদনীতি ? উচ্চপদ দান না বশীকরণ ?

আবেদীন। মা !

মঞ্জুলা। আমি আর চাই না পুত্র, যা গেছে। মদিরাই হোক্— বশীকরণই হোক্, আমি যখন তাকে প্রেম ব'লে মেখে নিতে পেরেছি, তাতেই আমার তৃপ্তি ! মরীচিকাকে জলাশয় দেখা, সেও একটা আনন্দ। পিপাসার না হোক্, চক্ষুর শান্তিও বটে। ভুল করেছি গোড়ায়, এখন আর তার বিচার কর্‌লে কি হবে ? এ পথে প্রতিশোধ নেওয়া হয় না,— মাখামাখিতে মমতা আছে—প্রাণ গলে—স্বার্থ জাগে। এতদিন যদি ফাঁকে থাকৃতুম, কিছু না কিছু কর্‌তুম,—কিন্তু আর উপায় নাই। তবে এখন আমি এই চাই, আমার স্বামীতে আর যেন সে পাশবিকতা দেখ্‌তে না পাই।

আবেদীন। এই তো মীমাংসা হ'য়ে গেল পিতা আপনার ও সকল জিজ্ঞাস্যের—সব কর্ত্তব্যের। যে পথ ধ'রে এসেছিলেন, সে পথে

প্রতিহিংসা এই রকম প্রেমেই দাঁড়িয়ে যায়। আগুন নেবাবার আশায় জল যদি চোরের মত বাষ্প হ'য়ে তার নিকটে যায়, কি হবে তাতে? বরং সেই আগুনের উদ্গীরিত ধূমে—সে আপনাকে পরিপুষ্টই দেখ্‌বে—আরও অনুগৃহীতই ভাব্‌বে। পিতা! আত্মার ধর্ম্ম ভালবাসা; তাকে যতই চাপা দিতে যান, সে বিকাশ হবার জন্য ততই ব্যগ্র। আর সে বিকাশ হ'লে সেখানে শত্রু নাই—মিত্র নাই, স্বদেশ নাই—বিদেশ নাই, হিন্দু নাই—মুসলমান নাই, সব সমান—সব এক—সব সেই সনাতন সত্যধর্ম্মের বিমল সদ্ভাব! ভালই করেছেন সম্রাটকে ভালবেসে,—তবে আর একটু করুন না—এইবার মায়ের দৃষ্টান্তে, ভালবাসার বস্তুতে যেন আর ঘৃণার দাগ দেখ্‌তে না হয়—সম্রাট যাতে আর এ অন্যায় হত্যাকাণ্ডগুলো না করেন।

উমেদ। তা হবে না পুত্র! সম্রাট যা চিরদিন ক'রে আস্‌ছেন, তাই কর্‌বেন। আর যত বড়ই হই আমি, সম্রাট—সম্রাট, আমি—আমি! কি ক্ষমতা আমার তাঁকে ফেরাবার? আর থাক্‌লেও সে শক্তি-প্রয়োগের প্রবৃত্তি আমি হারিয়েছি। পূজাই যখন দাঁড়িয়ে গেছে এ জীবনের পরিণতি, তাঁর তৃপ্তিই আমার শান্তি।

মঞ্জুলা। ওকে ঠিক পূজা বলে না স্বামী! ও তোষামোদ। তোমার পূজা করি আমি, তোমায় ভক্তি করি, ভালবাসি; কিন্তু তার মাঝে তোমার পদস্খলন দেখ্‌লে ছাড়ি না। যদি প্রকৃত পূজা কর্‌তে চাও, সম্রাটকে ফেরাও,—না পার, স'রে দাঁড়াও। এ যুদ্ধে তিনি অন্য কাকেও পাঠান।

উমেদ। না মঞ্জুলা! এ যুদ্ধটায় আমায় যেতেই হবে। এ যুদ্ধ যে আমারই দায়ে! গজু, জাফরকে সম্রাট শত্রু করেছেন, সে যে আমাকেই বাঁচাবার জন্য।

মঞ্জুলা। না স্বামী! তোমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, প্রকারান্তে সম্রাটের নিজে বাঁচবার জন্য।

উমেদ। নিজে বাঁচবার জন্য?

মঞ্জুলা। হাঁ,—তিনি বুঝে নিয়েছেন—তোমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌লে অনেক দিক্ দিয়ে তাঁর বাঁচোয়া, অনেক কাজ তিনি তোমার দ্বারা করিয়ে নিতে পাবেন। তাঁর উৎকট চণ্ডনীতির নির্ব্বিবাদী সহচর একমাত্র তুমি,—তুমি গেলে আর তোমার জোড়াটী মিল্‌বে না।

আবেদীন। ক্ষান্ত হোন্ পিতা এ যুদ্ধে। শুদ্ধ সম্রাটকে ভালবাস্‌লে তো আপনার চল্‌বে না! সাম্রাজ্যকে ভালবাসাই প্রকৃত রাজভক্তি। ভালবাসার মূর্ত্তি অত শীর্ণ সীমাবিশিষ্ট নয় যে, তাকে গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত জড় ক'রে রেখে দেবেন। সে অনন্ত--অনাবদ্ধ, দিবালোকের মত অবাধ উন্মুক্ত। পেয়েছেন তো তার আভাস, শত্রুকেও যখন ভালবেসেছেন! বুঝেছেন তো তার আস্বাদ, সে ভালবাসায় যখন আপনি সুখী! আর কেন তবে নূতন ক'রে শত্রু তৈরী ক'রে শত্রু আলিঙ্গন করা স্বভাবটায় তিক্ত ক'রে তোলেন! এনেছেন যখন প্রতিহিংসায় প্রেম, হোক্ না প্রেমের একাধিপত্য,—ফুটেছে যদি পল্ললে ফুল, পড়ুক না সে দেবতার পায়ে—দশের ঘ্রাণে—দেশের পূজায়!

উমেদ। [নীরব]

মঞ্জুলা। দেরী আছে পুত্র, দেরী আছে। তোমার ধর্ম্ম জীর্ণ কর্‌বার দেশের এখনও দেরী আছে। যাও স্বামী যুদ্ধে; তবে অস্ত্র তোল্‌বার পূর্ব্বে এই কথাটা বিচার ক'রো, সম্রাট যেমনি তোমায় জোর ক'রে মৃত্যু হ'তে বাঁচিয়েছেন, গঙ্গু ব্রাহ্মণও তেমনি মার্জ্জনা ক'রে জন্ম জন্ম অনুতাপ হ'তে তুলেছেন। কে বড়? কে প্রীতির? কার ছায়া কুশলময়?

[প্রস্থান।

উমেদ। পুত্র! পুত্র! অনেকটা যেন দেখ্তে পাচ্ছি আমাকে—অনেকটা যেন শুন্তে পাচ্ছি আবার সেই বৃদ্ধদের অশ্রুমাখা গল্প,—অনেকটা যেন কেটে আস্‌ছে এ ওষুধ করার নেশা।

ফিরোজ উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজ। উজীর সাহেব! এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে? দিল্লীর সমস্ত শক্তি সজ্জিত—শ্রেণীবদ্ধ—গমনোন্মুখ। সম্রাট সকলের সমক্ষে স্বহস্তে আপনাকে অসি-চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ দিয়ে সম্মানিত কর্‌বার জন্য ব্যস্ত; পথে দাঁড়িয়ে আপনি এখনও কর্‌ছেন কি? চলুন।

উমেদ। [স্বগত] আবার অন্ধকার—আবার বধিরকরণে আবার সেই নেশা।

ফিরোজ। এ কি! কথা ক'চ্ছেন না যে? এই কি আপনার বিদায় নিতে আসা? বাধা পেয়েছেন বুঝি? ছিঃ! ভারত-সম্রাটের অনুগ্রহ, দিল্লী-মসনদের বিশ্বাস, মহম্মদ তোগলকের ভালবাসা, এর কাছে বাধা? এখনও নীরব যে! স্পষ্ট বলুন, এ সম্মান আপনি চান, না প্রত্যাখ্যান করেন? আমার দাঁড়াবার সময় নাই।

উমেদ। কুমার! আপনিও দেখছি তা হ'লে সম্রাটের আদেশ-পালনে বদ্ধপরিকর!

ফিরোজ। যদিও প্রকাশ তাই, কিন্তু এখন আর আমি ঠিক সম্রাটের আদেশে পরিচালিত নই উজীর সাহেব! আমি চলেছি, জীবনের উপেক্ষিত—মর্ম্মাহত—মৃত্যুর উপাসক, ঝঞ্ঝা-ক্ষান্ত দুর্জ্জয় তরঙ্গের ন্যায় অনাথ—অবিরাম—অনন্তের আলিঙ্গনপ্রয়াসী; একটা নিমেষও এ জগতে দাঁড়াবার অধিকারী নই ব'লে।

উমেদ। চলুন কুমার! সত্বর আমি সম্রাটকে সেলাম দিচ্ছি।

ফিরোজ। আসুন, একটা মুহূর্ত্তও যেন আর অনর্থক না যায়! সম্রাট উৎকণ্ঠিত জয়াশায়—ধরিত্রী শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়—আমি উন্মত্ত জগতান্তরে যাবার নেশায়।

[প্রস্থান।

উমেদ। যেতেই হ'লো পুত্র! পার্‌লে না তোমরা আমার হাত ধ'রে তুল্‌তে। পার্‌বে না; হাত দুখানা বড়ই তৈলাক্ত পিছল হ'য়ে গেছে। আর একটা কথা আমার বল্‌তে বাকী থেকে গেছে পুত্র! চেপে রেখেছিলুম, না—আর কাজ নাই, শুনে নাও। তুমি যখন কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর, তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলুম—তোমার গর্ভধারিণী আর সহোদরা শিশু ভগ্নীর একসঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। মিথ্যা সে সংবাদ। পাঞ্জাবে আমার এই দ্বিতীয়বার বিবাহ করা শুনে আমার দিল্লী প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তোমার মা অভিমানে তিন বৎসরের শিশুকন্যাকে নিয়ে গৃহত্যাগিনী হয়েছেন। আমি বহু অনুসন্ধানেও তাদের কিনারা পাই নাই। পাছে তুমিও দুঃখিত হও—দোষারোপ কর আমার এই বিবাহের ওপর, তাই বাধ্য হ'য়ে তোমায় ঐ মত সংবাদ দিয়েছিলুম। বোধ হয় তারা বেঁচে নাই, তবু পার তো খুঁজে দেখো।

[প্রস্থান।

আবেদীন। [বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইল।]

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। চ'লে গেল?

আবেদীন। হাঁ মা! বুকে আর একটা নূতন ঘা মেরে।

মঞ্জুলা। শুনেছি তাও। কি কর্‌বো পুত্র! শত চেষ্টাতেও বাঁচাতে পার্‌লুম্ না।

আবেদীন। বাঁচাতে পার্‌লে না! তবে কি এরা বেঁচে নাই?

মঞ্জুলা। এরার কথা বল্‌তে পারি না, তবে তোমার মা আর নাই। শোন তার পরের ঘটনা। এ গৃহে প্রবেশ ক'রেই যখন আমি শুনলুম্ এ গৃহের কর্ত্রী একজন ছিলেন—স্বামী দ্বিতীয় বিবাহিত, অপরের প্রণয়-পিপাসু শুনে তাঁর নির্ব্বিবাদ সুখের জন্য সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিয়ে নিরুদ্দেশ, প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌লো আবেদীন! আমার জন্যই তার এ সুখের হাট লণ্ডভণ্ড! তোমার পিতা যদিও খুঁজ্‌ছিলেন, তাতে আমার তৃপ্তি হ'লো না; পুরুষ জাত একটার বদল আর একটা পেয়েছে। নিজেই বেরোলুম—তোমার পিতার কাছে তীর্থদর্শনের ভাণ ক'রে। অনেক ঘোরাঘুরির পর একদিন সন্ধ্যার সময় কাশীতে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে তাকে ধর্‌লুম,—বোধ হয় গিয়েছিল তোমারই সন্ধানে; তখন তার কোলে সেই শিশুকন্যা ঘুমন্ত অবস্থায়। দু-জনে দাঁড়িয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হ'লো। আমি বুঝ্‌তে পারলুম না পুত্র, বড়ই ভুল ক'রে ফেল্‌লুম; আপনার পরিচয় প্রকাশ ক'রে দিলুম। কি বল্‌বো আবেদীন, তখন তার মূর্ত্তিটা! কোটরগত চক্ষু দুটো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো—শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুষ্ক কাঠ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো,—মুখে একটা কথা নাই, কেবল ঘন ঘন অধরোষ্ঠের স্ফূরণ। আমি আঁৎকে উঠ্‌লুম—গিলে নেয় বুঝি! পরক্ষণেই আবার সে মূর্ত্তি শিথিল—সলজ্জ—দেবকান্তি। চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু—অধরে নৈরাশ্যের হাসি—সর্ব্বাঙ্গে ত্যাগের উজ্জ্বল দীপ্তি! আস্তে আস্তে ঘুমন্ত কন্যাটীকে আমার কোলে তুলে দিলে। আমি একটু আন্‌মনা হয়েছি মাত্র কন্যাটীর চুম্ খেতে, ফিরে দেখি সে আর নাই—একেবারে গঙ্গার গর্ভে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, কিন্তু কেউ ছিল না সেখানে; কি করি তখন, শিশুটীকে সেইখানে শুইয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম—ধর্‌লুম! কিন্তু আবেদীন! অদৃষ্ট প্রতিকূল, উঠ্‌তে পার্‌লুম না,—একটা

ঘূর্ণীতে দু-জনকেই কোন্ দিকে তলিয়ে নিয়ে চ'লে গেল। তারপর কাশীর খানিক দূরে কি একটা জায়গায় কতকগুলো মাঝি আমাদের দু-জনকে সেই জড়াজড়ি অবস্থাতেই তোলে, অল্প চেষ্টাতেই আমার চেতন হয়। আমি উঠে দেখি—বহু ব্যাপারেও সে হতভাগিনীর চেতনা আর ফির্‌লো না, তার মানব জীবনের শেষ। আমি কপালে ঘা মার্‌লুম,—মানুষের যা পুঁজি। তারপর একটু সামর্থ্য পেয়ে শিশুর অন্বেষণে উঠ্‌লুম; তখন প্রায় রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু আবেদীন, সেখানে গিয়ে আর সে শিশুকেও পেলুম না; বিফল-মনোরথে ঘরে ফির্‌লুম। দুঃখ ক'রো না পুত্র! যা যাবার গেছে।

আবেদীন। কিছু যায় নি মা, কিছু যায় নি! মা গেছে, আবার আমি মা পেয়েছি আরও মহিমময়ী—আরও কর্ম্মকুশলা—আরও ধর্ম্মপ্রাণা—গর্ভধারিণী আমার সে মা হ'তেও। সে মা সপত্নী-হিংসায় আমার মা হ'য়েও হ'তে পারে নি, আর তুমি সেই সপত্নী-স্নেহে আপনাকে বলি দিতে গেছ—আমার মা না হ'য়েও হ'য়েছ। আমার প্রাণে আর কোন অভাব নাই মা! আক্ষেপ একটু সেই অসহায়া বালিকার জন্য। আমি তো মা হ'তেও মা পেয়েছি; সে যদি বেঁচে থাকে, অভাগিনী আজ মাতৃহারা!

মঞ্জুলা। না আবেদীন! সে যদি বেঁচে থাকে, সেও নিশ্চয় মা পেয়েছে। জগতে আরও নারী আছে তো! স্থির জেনো পুত্র, সংসারে এই নারী-জাতিটা শুদ্ধ মা হওয়ার জন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জন্মের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। তবে কেউ গর্ভে ধ'রে মা, আর কেউ মর্ম্মে ধ'রে আপনা হ'তেই মা!

আবেদীন। তুমি আমার সেই মা! তুমি আমার সেই মর্ম্ম হ'তে প্রসব করা, মহা শক্তিশালিনী মা! চল মা, আজ মাতা-পুত্রে এক সঙ্গে ব'সে একটু আক্ষেপ করিগে—গর্ভে ধরা মায়ের ছেলে যারা তাদের জন্য।

এ মায়ের মুখ তারা দেখে নাই—এ মর্ম্ম-বীণা তাদের কানে বাজে নাই—এ বুকের শক্তি-সুধার একটা চুমুকও তারা আস্বাদ কর্‌তে পায় নাই।

মঞ্জুলা। চল পুত্র, কাজ এসেছে। সত্যই কাঁদ্‌বার পালা এইবার আমাদের মাতা-পুত্রের। [উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল।

সাধক।

সাধক।—

গীত।

অন্ধকার! অন্ধকার!
কি বিরাট তুমি বিশেষণাতীত তোমারে কোটী নমস্কার॥
প্রলয়ে যখন ছিল না কেউ শব্দ স্পর্শ রূপ কি রস,
ছিল না ক্ষিতি তুমি ছিলে শুধু একাই ব্যাপ্ত এ দিক দশ,
জননীগর্ভে শিশুর মতন আলোক তোমাতে ছিল অচেতন,
তুমি প্রসবিলে প্রথম প্রভাত তোমারই মুখের এ ওঁকার।
আবার যখন এ চপলা প্রভা নিভিবে কালের ফুৎকারে,
আবার যখন রুদ্র ত্রিশূল গর্জ্জিবে ভীম হুঙ্কারে,
আবার তুমি সে অন্ধকার অসীম অদ্বৈত চমৎকার,
তোমাতেই সাজে সকল গরিমা তোমারই সত্য অহঙ্কার।
তোমার প্রসূত ভারত আজ কাঁদিছে বিনায়ে আকুলপ্রাণে,
জননী তুমি ধাত্রী তুমি এস গো ঘনায়ে তনয়া ত্রাণে,
পাতালপ্রবেশ যেমন সীতার, ব্রহ্মে বিলয় মায়ার বিকার,
তোমারই বিশ্ব তোমাতে মিলাও লুকাও এ দুঃখের আবিষ্কার॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যাচল—শিবির-কক্ষ।

ফিরোজ একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন।

ফিরোজ। কতদূর আর দেবগিরি! ক-দিনের পথ এ উদ্দাম পিপাসার সে শান্তি-সরোবর? কতখানি ব্যবধান আর মৃত্যুর সঙ্গে আমার? সৈন্যগণ পথশ্রান্ত, নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম কর্‌ছে, কিন্তু আমি বিশ্রামের মাঝেও ছুটেছি নক্ষত্রবেগে নিয়তির হাত ধ'রে—জীবনের পরপার লক্ষ্য ক'রে। মা! অভাগিনী জননী! জানি না তুমি কোথায়? অশ্রু আস্‌ছে তোমার জন্য চোখের কোণ ছাপিয়ে, কিন্তু আবার শুকিয়েও যাচ্ছে, যে মুহূর্ত্তে স্মরণ হ'চ্ছে—তুমিও এই স্ত্রী হ'তেই মা হয়েছ! কে?

জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল।

প্রহরী। একজন বালক আপনার সহিত দেখা কর্‌তে চায়। এর পূর্ব্বে একবার দেখা হয়েছিল।

ফিরোজ। ওঃ—বোধ হয় সেই বালক! পাঠিয়ে দাও প্রহরী! [প্রহরীর প্রস্থান] কে এ বালক আমার পিছু-পিছু ঘোরে?

বালকবেশে সাকিনা উপস্থিত হইল।

সাকিনা। আপনি এখনও জেগে আছেন যে? শিবির শুদ্ধ ঘুমুচ্ছে!

ফিরোজ। আমি এ নিদ্রাকে জয় ক'রে ফেলেছি বালক আর একটা নিদ্রার আশায়। এখন তুমি কি ক'রে এ ঘোর রাত্রিতে?

সাকিনা। আমিও রাত্রি দিনকে সমান ক'রে নিয়েছি শাহজাদা আর

একটা আলোকের নেশায়! এখন জান্‌তে এলুম এই দু'দিনের মধ্যে শাহজাদার আবার এ বৈরাগ্য এলো কেন?

ফিরোজ। বৈরাগ্য আসক্তি তো এর মধ্যে কিছু নাই বালক! বলেছিলুম তোমার কাছে, স্থির কর্‌বো আমার কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? জীবন-ধারণ না জীবনপাত? তাই তার একটা স্থির করেছি।

সাকিনা। বুঝেছি, যা হয়েছে। স্ত্রীর কক্ষে অন্য পুরুষকে দেখেছেন না?

ফিরোজ। তুমি কে? তুমি কে? সম্রাট-হারেমের সকল সংবাদ রাখ, তুমি তো সামান্য নও দেখ্‌ছি!

সাকিনা। সম্রাট-হারেমের সংবাদ রাখ্‌লেই কি সে জগতে একজন অসামান্য হ'য়ে গেল শাহজাদা? কত জন যে তা হ'তেও কত গুহ্য বিষয়ের সন্ধান জানে।

ফিরোজ। তবে তুমি কি জ্যোতিষ জান বালক?

সাকিনা। কেন কুমার?

ফিরোজ। যা বল্‌ছো, বর্ণে বর্ণে সত্য। যা বলেছিলে, গিয়েও দেখ্‌লুম ঠিক তাই।

সাকিনা। আমি কি বলেছিলুম আপনাকে?

ফিরোজ। আমার স্ত্রী—

সাকিনা। কৈ—না! তবে হাঁ, বলেছিলুম বটে তার যথেচ্ছা-চারিতার কথা। অতদূর তো কৈ বলিনি!

ফিরোজ। বল নি,—স্পষ্ট বল্‌তে হয় তো সঙ্কোচ হয়েছিল। কিন্তু তোমার কথার উদ্দেশ্য ছিল তাই, যখন আমি প্রত্যক্ষই তা দেখ্‌লুম।

সাকিনা। না শাহজাদা! আপনার শুন্‌তে ভুল হয়েছে, আর আপনি দেখেছেনও ভুল।

ফিরোজ। ভুল দেখেছি? আমি—এই চোখ দুটোতে?

সাকিনা। যে চোখ দিয়ে মানুষ সত্য দেখে, ভুলও দেখে সেই চোখ দিয়েই কুমার! যাকে পুরুষ ব'লে আপনি ধারণা কর্‌ছেন, সে পুরুষ নয়—নারী। তবে ছিল বটে সে সময় পুরুষের পরিচ্ছদেই।

ফিরোজ। বালক! বালক! তোমার প্রত্যেক কথাই সত্য ব'লে আমার বিশ্বাস; কিন্তু এ অসম্ভব হ'তে পারে না। তবে সত্য হোক্—মিথ্যা হোক্—যা বল্‌ছো, ঐটে কোন রকমে দিন কয়েকের জন্য আমার প্রাণে বদ্ধমূল ক'রে দিতে পার, আমি শান্তিতে মরি?

সাকিনা। এ বদ্ধমূল ক'রে দেবার কিছু তো আমার কাছে নাই শাহজাদা! সত্য চিরদিনই সত্য, তাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্য কোন ভাব, কোন ভাষা কোন প্রমাণ-প্রয়োগ আজও খাটে নাই; সে স্বতঃই স্বপ্রকাশ। আপনি শুদ্ধ আপনার প্রাণের ভেতর হাত্‌ড়ে দেখুন—ভ্রান্তির সঙ্গে তর্ক করুন—বিবেকের উপর সন্দেহ ছাড়ুন; সবাই এক বাক্যে বল্‌বে—সে হতভাগিনী আর যাই হোক্, এ বিষয়ে নিষ্পাপ।

ফিরোজ। সে কে? সে কে তবে বালক, পুরুষের বেশে?

সাকিনা। তার দুরদৃষ্ট—তার নিয়তি—পবিত্র হবার উপকরণে তার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-বীজের অঙ্কুরিত সর্ব্বনাশ! [চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিল]

ফিরোজ। ওকি বালক! তুমি কাঁদ্‌ছো?

সাকিনা। পুরুষের বেশে যে ছিল শাহজাদা, সে সেই অভাগিনার সমব্যথী বাঁদি।

ফিরোজ। বাঁদি! তার ও বেশ ধরার কারণ?

সাকিনা। আপনারই জন্য শাহাজাদা! আপনাকে বিজয়-নগর হ'তে উদ্ধার কর্‌তে পাঠাবার জন্য সে তার বাঁদিকে নিজের হাতে ঐ বেশে

সাজিয়েছিল ; তবে যেতে হয়নি আর, তার পূর্ব্বেই আপনি মুক্ত। কিন্তু শাহাজাদা! কর্ম্ম জিনিষটা বড় সাংঘাতিক, সে এক দিক না কেটে যায় না। যদি তাকে ঠিক সময়মত নিয়মমত ধর্ম্মমত না করা হয়, সে বর্শার মত ঘুরে নিজের বুকেই এসে পড়ে। আকাশ পৃথিবীকে শান্ত কর্‌বার জন্য মেঘ তোলে, কিন্তু যদি সেটা শরৎকাল হ'য়ে যায়, সে মেঘ বর্ষণ কর্‌তে না পেয়ে বজ্রের জ্বালায় তারই বুক দীর্ণ ক'রে দেয়! জাল রচনা করেছিল আপনার উদ্ধারে, কাজে লাগ্‌লো না, কাজেই সে তো আর শুধু শুধু যাবার নয়, যার জাল তাকেই জড়িয়েছে।

ফিরোজ। এ সব আবার তুমি কি বল্‌ছো বালক ? আমার উদ্ধারে তার এত উদ্যোগ ? স্বামীর প্রতি তার এত মমতা ? সে আমায় ভালবাসে ?

সাকিনা। ভালবাসা কাকে বলে, সে কখনও জানে না শাহজাদা! তবে সে আর সে নাই। তার অগ্নিগর্ভ চক্ষে এখন অবিরাম অশ্রুধারা—গর্ব্বস্ফুরিত অধর-ওষ্ঠে দগ্ধ স্মৃতির ছাইপড়া—আত্মপরায়ণ হৃদয় এখন অনুতাপের দখল করা। তার মৃত্যু হয়েছে কুমার, আপনি যার কথা বল্‌ছেন! এ বোধ হয় তার শরীরে আর কেউ! এর দেহ, মন, চিন্তা চৈতন্য, অস্তিত্ব, ঈশ্বর—সব একমাত্র আপনি।

ফিরোজ। বালক! বালক! যার মুখ দিয়ে কোরাণের বাণী নির্গত হয়েছিল, দেখ্‌ছি তার মুখ হ'তেও তোমার মুখ পবিত্র। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার মুখচুম্বন করি, তুমি কাছে এস—বুকে এস।

বালক। না কুমার! ভালবেসে থাকেন, দূর হ'তেই দেখুন আমায়, মাথামাখি কর্‌বেন না আমার সঙ্গে। আমি ইষ্টপূজার ধূপ—গন্ধ পাচ্ছেন বেশ, কিন্তু আমি পুড়্‌ছি ; আগুনের ক্রিয়া আমার শিরায় শিরায়। কারো বুকে ওঠা বিড়ম্বনা—কাছে যাওয়া নিষেধ—চুম্বনদানেরও অধিকারী

নই আমি। আমার ধর্ম্ম—অপরাধীর মত মাথা গুঁজে এক পার্শ্বে প'ড়ে থাকা।

ফিরোজ। তুমি কে ? তুমি কে ? বালকের বেশে বল তুমি কে ?

বালক। আমি ধূপ—আমি ধূপ ! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাই—আমার গন্ধ যেন আমার দেবতাকে শান্ত, পবিত্র, প্রসন্ন কর্‌তে পারে।

[বেগে প্রস্থান।

ফিরোজ। প্রহেলিকা ! প্রহেলিকা ! বালকের গতি-বিধি, তর্ক-যুক্তি সব আশ্চর্য্য—সব অদ্ভুত ! কেমন যেন চেনা-চেনা, কিন্তু স্মরণের অতীত। কি যেন সুস্পষ্ট, অথচ ভীষণ আবৃত। মিলনে-বিরহে—আনন্দে বিষাদে, আশায়-নৈরাশ্যে, একাধারে মেশানো এ কি ? যাই হোক্, এ আমায় মর্‌তে দিলে না। এর মুখের বাণী অমৃতময়ী, এর চাহনি নবীন সঞ্জীবতা, এর সঙ্গই যেন জীবনের পরপার—উদ্‌ভ্রান্তের বিশ্রাম—মোহ-পরিত্যক্ত মহামৃত্যু।

[প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

দেবগিরিবাসিনীগণ।

দেবগিরিবাসিনীগণ।—

গীত।

আজ দেশের রাজা দেশে।

শান্তি এলো, ভাবনা গেল—

ও দিদিলো! উঠ্‌লো আবার কুঞ্জে কুহু কাক-বঁধু গেল ভেসে॥

সাঁজের বেলায় জল্‌কে গিয়ে শুন্‌বি না কেউ আর সে শীস্‌,

মানের দায়ে আধ ফোটাতে হবে না আর খেতে বিষ,

চলুক আমোদ অহর্নিশ, ওলো! শিং ভেঙ্গেছে মেষে।

চ' দিদি! আজ ভাসান খেলি খোলা নদীর জলে,

খোলা মুখে খোলা প্রাণে খোলা আকাশতলে,

চল্‌বে না আর বসন-চুরি, ঝোপে ঝাপে হামাগুড়ি,

চোক্‌ঠারা কি হাতের তুড়ি, দাঁড়ানো গা ঘেসে—

হাত নেড়ে চ' উচু বুকে দিদি ঘোমটা খুলে হেঁসে॥

[প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

দেবগিরি—প্রাসাদ-কক্ষ।

গঙ্গু ও জাফর-খাঁ।

জাফর। এখানকার সুবাদার বোধ হয় এতদিন দিল্লী পৌঁছেছে?

গঙ্গু। পৌঁছেছে ছেড়ে ফির্‌লো। পুরস্কার পাবার লোভ আছে তো তার!

জাফর। সে কি আর ফির্‌বে?

গঙ্গু। কেন? তার আর অপরাধ কি? সে তোমার নিম্নপদস্থ, তার ওপর তোমার আস্‌বার পরোয়ানা পেয়েছে,—তার প্রতি অত্যাচারের তো কোন সূত্র দেখি না। না—তা বলাও যায় না, বিচার তো সেখানকার সেই রকম! ছেলে মারে আবার উল্টে মার্জ্জনা করে! চুলোয় যাক্‌গে। ফেরে ভালোই, মরে—তাও মন্দ হবে না,—বেঁচে যাবে নরককুণ্ড আগলানো চাকরী করা হ'তে। এখন এদিককার কি বল দেখি? আমরা যে এখানে জুড়ে বস্‌লুম, সাধারণ প্রজার মতামত? মুখে তো সকলেই দেখছি গঙ্গার জল! আন্তরিক?

জাফর। হাঁ—তাই পিতা! আমি ছদ্মবেশে ধনী দরিদ্র, ফকির ওমরাও সকলের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি, সকলেই একমত। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই আপনাকে পেয়ে সুখী। হিন্দুরা বলে রাম-রাজত্ব, মুসলমানরা বলে মহম্মদের প্রেরিত।

গঙ্গু। বাঃ!—ভিখারীর ছেলেও রাজা হয়! স্বপ্ন নয়—সত্য! এক রাত্রে। এক কাজ কর্‌তে হবে জাফর! মাসখানেকের মধ্যে আমার এই

কটা জিনিষের দরকার; হিন্দুদের মনোমত গোটাকতক মন্দির, মুসলমান-দের সুবিধামত স্থানে স্থানে মসজিদ, পথিকদের জন্য জলাশয়, অনাথ-আশ্রম, সন্ন্যাসী ফকিরদের জন্য অতিথিশালা, পীড়িত আতুরদের জন্য চিকিৎসা-লয়,—আর সমস্ত দেবগিরিবাসীদের নিয়ে আমি বসতে পারি এমন একটা সভা। রাজা যেমন প্রজাদের নিয়ে বসে, সে রকম নয়; বাপ যেমন ছেলেদের নিয়ে বসে, সেই রকম। যাও—তুমি যোগাড় দেখগে। [জাফর প্রস্থান করিল।] ওঃ—ভুল হ'লো যে! একটা বিদ্যালয় চাই—আগেই; স্বভাবগঠন না হ'লে মন্দিরে মসজিদে কি করবে! জাফর! জাফর!

সায়নাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

সায়ন। গঙ্গু!

গঙ্গু। সায়ন! এস—এস! তুমি আমায় রাজনীতি শেখাও নাই—ব'য়ে গেছে। এইবার তুমি আমার কাছে শিখ্‌বে? পারি এখন তাও। দেখ, রাজা হয়েছি, এক চালে—এক রাত্রে—এক ফোঁটা রক্তপাত না ক'রে।

সায়ন। আশ্চর্য্য রাজনীতি তোমার গঙ্গু! সত্যই আমি তোমার ছাত্রস্থানীয়। তাই একবার দেখ্‌তে এলুম, সেই তুমি কি ক'রে এমন হ'লে। যাক্—রাজা তো হয়েছ, এখন কেমন সুখে আছ বল দেখি?

গঙ্গু। সুখ? সায়ন! কুকুরের চোয়াল ছিঁড়ে যায়, তবু সে হাড় চিবুতে ছাড়ে? অসুখের লোভে কি?

সায়ন। না—সুখের লোভেই! কিন্তু সুখ পায় কি?

গঙ্গু। সুখ তুমি কাকে বল সায়ন? আমি বলি সুখের আশাই সুখ, দুঃখকে যে কোন উপায়ে চাপা দেওয়াই সুখ।

সায়ন। আমিও তাই বলি; কিন্তু চাপা পড়্‌ছে কি? সত্য

বল্‌বে! আমি যা দেখ্‌ছি, এ হ'চ্ছে তোমার আগুনের ওপর পাতা চাপা, সূর্য্যের উত্তাপে হাতের আড়াল, পারার ঘায়ে ছাইয়ের প্রলেপ। এক দিকে চাপা দিচ্ছ, আর এক দিক দিয়ে উথ্‌লে উঠ্‌ছে। নয় কি?

গঙ্গু। সায়ন! সায়ন! আমি তোমার রাজনীতি নিয়েছি, তুমিও দেখ্‌ছি আমার গণনা-বিদ্যাটী আত্মসাৎ ক'রে বসেছ। ঠিক বলেছ তো! চাপা দিতে যাচ্ছি, কিন্তু দরিদ্রার অঙ্গে ছিন্ন বস্ত্রের মত এক দিক টান্‌তে আর এক দিক বেরিয়ে পড়্‌ছে। তবে কি কর্‌বো সায়ন! এই রকম টানা-টানিই কর্‌তে হবে। লজ্জায় খেয়েছে—লজ্জায় খেয়েছে! উপায় নাই।

সায়ন। উপায় আছে বই কি! সে দিকে যাচ্ছ কৈ? ও চাপা দেওয়া বাদ দিয়ে আগুন নেবাও, সূর্য্যের তাপে রক্ষা পাবে—বর্ষায় মেঘ তোল, পারার ঘা সেরে যাবে—বিষ হজম ক'রে নাও। এক কথা—তুমি স'রে এস গঙ্গু এ পথ হ'তে।

গঙ্গু। ঐ তো তোমার রোগ! তুমি স'রে গেছ, বেশ করেছ, আবার সবাই মিলে স'রে যেতে গেলে এদিকটা চল্‌বে কি ক'রে? এদিকেও এক জন চাই তো?

সায়ন। এদিক্‌কার জন্য ভগবান আছেন! তুমি কে? তোমার কেন এত মাথাব্যথা? যার অদৃষ্ট মন্দ, সেই এদিকে থাক্‌বে।

গঙ্গু। তা হ'লেও সায়ন, তোমার ওদিকে যাবার প্রধান রাস্তাও এও একটা। নিজের জ্বালা গায়ে মেখে পরের মুখ চাওয়া, রাহুর দশায় আপনাকে দিয়ে দশের সেবা করা, প্রাণ-বিনিময়ে দমন-নীতিতে ঝালাপালা দেশের উদ্ধার,—ত্যাগটাকেই পাকাপাকি ক'রে নেওয়া নয় কি?

সায়ন। বটে! কিন্তু তুমিই এক দিন বলেছিলে না—আমায় রাজনীতি শেখালে না সায়ন, দরকার নাই! আমি ব্রাহ্মণ; সব নীতিই

আমার জন্মগত সংস্কার, একবার চোখ বুজ্‌লেই পাবো! সত্যই তুমি ব্রাহ্মণ! আমি সেই জন্যই তোমাকে এখান হ'তে সরিয়ে নেবার আমারও এত আকিঞ্চন। তবে ব্রাহ্মণ, তুমি আবার পাকাপাকি কর্‌বে কি? সবই তো তোমার জন্মগত, জানা—সবই তো তোমার পাকা!

গঙ্গু। সায়ন! সায়ন! তোমার হাতে ধর্‌ছি—বোঝাটা ঘাড়ে প'ড়েছে, এক জনকে বুঝিয়ে দেবার সময় দাও।

সায়ন। বুঝিয়ে দিতে দিতে পাছে নিজেও বোঝা চাপা পড়।

গঙ্গু। কোন ভয় নাই! কোন ভয় নাই সায়ন! এক রাত্রে রাজা হয়েছি। রাজা হয়েছি, কিন্তু গেরুয়া নামাবলী গোছান ঠিক করা আছে। ইচ্ছে কর্‌বো কি ধর্‌বো, এই রকম—এক রাত্রেই। করি না দিন-কতক লাফালাফি! ক্ষতি কি? তুমিও থাক—তুমিও থাক সায়ন! তুমিও তো বলেছিলে—কাঁদিগে চল গঙ্গু, তোমার পুত্রের জন্য—তুমি, আমি, জাফর-খাঁ। বেশ তো মিলেছে! আমি রাজা, জাফর সেনাপতি, তুমি হও মন্ত্রী,—হোক্ অশ্রুজলের ত্রিবেণী। দাক্ষিণাত্য গিলেছি, এস না ভাই! এইবার এক তুড়ীতে উড়িয়ে এনে, গোটা ভারতবর্ষটায় আঁচলে পুরি!

সায়ন। না গঙ্গু! আর ও উড়োন বিদ্যা আমার খাটবে না। ও হ'তে চমৎকার বিদ্যা আমি একটা পেয়েছি—ব্রাহ্মণের যা নিজস্ব বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। যত দিন এর প্রকৃত আস্বাদ পাই নাই, তত দিনই পড়েছিলুম বিদ্যার কাপড়ে ঘোম্‌টা দেওয়া ও অবিদ্যায় আঁক্‌ড়ে। আর আমার কান্না আসে না গঙ্গু কারও ছেলে ম'লে। আর ও মন্ত্রীত্বে আমার বাসনা নাই ব্রাহ্মণ! বিশ্ব-রাজ্যেশ্বরের রাজসভা দেখেছি; সামান্য ভারতবর্ষটায় আর আঁচলে পূরে কি কর্‌বো? গোটা ব্রহ্মাণ্ডটার সংবাদ তুমি আমার কাছে নাও।

গঙ্গু। যাও—যাও তবে সায়ন! বীজ রাখগে তুমি এক ধার হ'তে সব জিনিষের! যখন যেটার দরকার হবে, পায় যেন সবাই। যদিও তুমি আমায় রাজনীতি শেখাও নাই, কিন্তু এ বীজ পাওয়া তোমার কাছ হ'তেই,—তুমিই আমার কানে প্রথম তুলেছ রাজনীতি শব্দ। রাখগে ও ব্রহ্মবিদ্যার বীজ, আমি সত্বরই যাচ্ছি।

সায়ন। সাবধান! যেন ক্ষেত্র ঠিক থাকে; কাঁটার গাছ না হয়।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। কিসের ভয়? লক্ষ্য রইলো ঠিক, কি করবে আমার বিষয়ের কামড়ে? জলে তেল ভাসবো।

জাফর-খাঁ পুনঃপ্রবেশ করিল।

জাফর। আপনি আমায় আবার খুঁজেছিলেন পিতা?

গঙ্গু। হাঁ বাবা! একটা ভুল হ'য়ে গেছে, অথচ সেইটেই প্রধান—আগে দরকার,—একটা বিদ্যালয়।

জাফর। এই কথা! তা আগেই হবে; তিন দিনের মধ্যে এটা তুলে দিচ্ছি।

গঙ্গু। না জাফর! ও বিদ্যালয় না বিদ্যালয়! ও চলবে না; এটা হবে প্রকৃত বিদ্যালয়। অর্থ উপার্জ্জনের শক্তিসংগ্রহালয় নয়, পাকা রকমের জোচ্চুরী-শিক্ষালয় নয়। এটা কি রকম হবে জান? হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে বসবে, বেদ-কোরাণ এক মুখে পাঠ চলবে; বুঝিয়ে দিতে হবে একেবারে, গণ্ডগোলের কিছুই নাই,—যাই বলুক্ যে, শেষে গিয়ে এক সোহং। তিন দিনের কর্ম্ম নয় জাফর! আগে এই রকমের এক জন শিক্ষকই খোঁজ; দেখ, আবার তোমার দেশে পাওয়া যায় কি না?

আবেদীন উপস্থিত হইল।

আবেদীন। খুব পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ! দেশে অভাব কি? রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষ—এখানে যা নাই, তা সৃষ্টিই হয় নাই। যা দেখ্‌তে পাচ্ছ না, তা লুপ্ত নয় গুপ্ত। সব আছে ব্রাহ্মণ! সব প্রাণেই ব'চ্ছে অন্তঃশীলা ফল্গু! অভাব ছিল এক জন অর্জ্জুনের, এক বাণে পাতাল ফুঁড়ে সে ভোগবতীর ধারা ফোয়ারার মত তুলে দিতে,—তাও আর নাই! তুমি দাঁড়িয়েছ এ বিশাল কুরুক্ষেত্রে গাণ্ডীবে জ্যা যোজনা ক'রে। কিসের অভাব আর? কার ভয় তবে? ভগবান রথরজ্জুধারী! তোমার এ শিক্ষকতার ভার আমি নিলুম ব্রাহ্মণ!

জাফর। আবেদীন! তুমি এখানে কি ক'রে?

আবেদীন। এই রকমেই একটা কাজ খুঁজ্‌তে! অনেক দিন হ'তে ইচ্ছা ছিল, সুযোগ ঘটে নাই!

জাফর। তুমি পার্‌বে এ শিক্ষা-বিভাগ চালাতে?

আবেদীন। পারি তো এক আমিই পার্‌বো। আমার উপরে দেখ্‌ছো মুসলমানী পোষাক, ভিতরে আছে হরিনামের ছাপ; রক্ত ব'চ্ছে মুসলমানের, হাড়ের কাঠামো হিন্দুর। জানা আছে আমার কোরাণ, বেদান্ত দুইই,—দেখাতে পারি উভয়ের একত্ব। জান্‌বে না আমায় জাফর-খাঁ! আমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ পার্‌বে না।

গঙ্গু। তুমি পার্‌বে—তুমি পার্‌বে আবেদীন! তোমার এক চক্ষে নির্ম্মল অশ্রুধারা, অন্য চক্ষে প্রীতির হাস্য-তরঙ্গ! এক হস্ত ফুল দিচ্ছে মহম্মদের সমাধিতে, অন্য হস্ত মার্জ্জন কর্‌ছে বিশ্বেশ্বরের মন্দির! এক পদ অগ্রসর কর্ম্মের আহ্বানে, অন্য পদ অচল আত্মজ্ঞানে! মন তোমার সমাধিস্থ খোদায়, প্রাণ প'ড়ে আছে নারায়ণের শ্রীপায়; জিহ্বায় বল্‌ছে

"এল্লাহি", অনাহত উঠ্‌ছে "ওঁ—ওঁ"। তুমি পার্‌বে! তোমায় আমি প্রাণ খুলে ভার দিলুম ; যা কর্‌তে হয় কর।

আবেদীন। ভারতবর্ষ! আমি তোমায় মানুষ কর্‌বো। তুমি পশু ছিলে, তা বলি নাই। তুমি পণ্ডিত ছিলে—মৌলবী ছিলে—মহারাজ ছিলে—বাদশাহ ছিলে—হিন্দু ছিলে—মুসলমান ছিলে,—সবই ছিলে তুমি—সবই ছিল তোমার। আমি তবে কি কর্‌বো জান? ঐ যা যা ছিলে তুমি—যা কিছু ছিল তোমার, সব ঘুচিয়ে দিয়ে শুধু মানুষ—উপাধিশূন্য—জাতি-শূন্য—অহংশূন্য, যাতে আর ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই।

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। তা তো কর্‌বে পুত্র ; কিন্তু যা কর্‌তে এলে, আসল কাজটাই ভুলে গেলে! ধর্ম্মের নামে এত আত্মহারা? ধর্ম্ম তোমার চল্‌বে কি ক'রে?

আবেদীন। মা রয়েছ তুমি—সর্ব্ব-ধর্ম্মপ্রসবিনী! পথ সাফ ক'রে দাও না মা!

মঞ্জুলা। ব্রাহ্মণ! নিয়েছ যদি দাক্ষিণাত্য, নিশ্চেষ্ট থেকো না। দিল্লী হ'তে সৈন্য আস্‌ছে,—অসংখ্য—অগণিত—সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত প্লাবনে।

গঙ্গু। আস্‌ছে আস্‌ছে? কিসের ভয় মা, অভয়া যদি তুমি আমাদের প্রতি পদস্খলনে বুক দিয়ে? জাফর!

জাফর। প্রস্তুত পিতা তার জন্য পুত্র আপনার প্রতিক্ষণই। আসুক্ দিল্লীর শক্তি অনন্ত—অপরিমেয়, উড়ে যাবে জাফরের অত্যাচার-নিঃসৃত দীর্ঘ নিশ্বাসে—পুড়ে যাবে নেত্র-উদ্গীরিত পিতৃ অপমানের আগ্নেয়স্রাবে—লয় হ'য়ে যাবে এ হৃদয়ের অনন্ত কৃতজ্ঞতার অসীম অনন্তে। আজ

দেখাবো পিতা এই দাক্ষিণাত্যে ব'সে, দিল্লীশ্বরের শক্তি শুধু দিল্লীর আসন হ'তে নয়,—দীন গঙ্গু ব্রাহ্মণও ছিল তার একটা প্রধান অঙ্গ। দিল্লী-সেনার এখন চালক কে দেবী ?

মঞ্জুলা। দিল্লী-সেনার চালক—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—আর আছে কে ? আমার স্বামী! সম্রাট আর এমনটী কাকে পাবেন ?

জাফর। তবেই তো মা!

মঞ্জুলা। না জাফর! সে বিষয়ে আমি ঠিক ক'রে নিয়েছি। এক দিকে স্বামী, এক দিকে তোমরা পুত্র! এক পথে নারীর সর্ব্বস্ব, অন্য পথে দেশ! এক দিকে আত্ম-তুষ্টি, অন্য দিকে সর্ব্ব শান্তি। আমি বেছে নিয়েছি জাফর শেষের দিক্‌টাই। পুত্র—দেশ—সর্ব্ব শান্তি!

গঙ্গু। [উদ্দেশে] সায়ন—সায়ন! আমি হয় তো এইখানেই থাক্‌বো। এখানেও ত্যাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দেখ, এ কি ত্যাগ! জাফর! যাও নিঃসঙ্কোচে, যদিও উপায় নাই ; তা হ'লেও লক্ষ্য রোখো বাবা, রক্তপাতটা যত কম হয়।

জাফর। ও শিক্ষা আপনার কাছ হ'তে আমার অনেক দিনের পাওয়া। পিতা! এই একটা সুযোগ। এই সূত্রে এখানকার অধিবাসী-দের আর একবার বুঝে নেওয়া যাক্ না। ডেকে যাই আমি তাদের প্রত্যেককে, দেখি কে কে রণক্ষেত্রে যায় ? কার কার কণ্ঠে মার্-মার্ ওঠে ? কতগুলো প্রকৃত দেশভক্ত ?

গীতকণ্ঠে প্রজাগণ ও প্রজা-বালকগণ উপস্থিত হইল।

গীত।

প্রজা।— হেথায় সকল কণ্ঠে এক সুর আজ সকল নেত্র দীপ্তিমান।
বালক।— হেথায় বালুকণাটীও সমান উষ্ণ সূর্য্যকিরণে পেয়েছে প্রাণ॥
প্রজা।— আজ হয়েছে স্মরণ বেদ-বেদান্ত আর্য্য-রাজ্যের অতীত কাল,

বালক।— আজ বলেছে বিবেক তার তুলনায় বর্ত্তমান এ কি ইন্দ্রজাল,
প্রজা।— এসেছে বেঁচে সে ব্যাসের ব্রত অর্জ্জুনের সে অমোঘ বাণ—
বালক।— দুর্য্যোধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবার ভারতে মূর্ত্তিমান।
প্রজা।— নহে হেথা আর আগ্নেয়গিরি অন্তর্ধূমে কম্পিত,
বালক।— মিথ্যা বুঝি সে ফল্গুপ্রবাহ অন্তঃশীলা শঙ্কিত,
প্রজা।— জ্বলুক্ বহ্নি খেলুক প্লাবন চলুক অনন্তে এ জয়-গান,
বালক।— অথবা মৃত্যু ধরুক বক্ষে করুক এ দুঃখে পরিত্রাণ॥

গঙ্গু। [উদ্দেশে] সায়ন—সায়ন! তুমি আর সে বীজ আমার জন্য যুগিয়ে রেখো না ভাই, দিয়ে দাওগে যে নেয়,—আমাতে আর হয় তো নাই! আমি এই এখানেই র'য়ে গেলুম,—এও কম আনন্দ নয়। বেঁচে থাক বাবারা—বেঁচে থাক; আর কিছু না, শুদ্ধ বেঁচে থাক তোমরা!

জাফর। তোমাদের যাবার আর প্রয়োজন নাই ভাই সব, তোমরা অতীত অত্যাচার স্মরণ ক'রে ঘরে ব'সেই দীর্ঘশ্বাস ফেলগে; মন্দিরে, মস্‌জিদে, যার যেথানে বিশ্বাস—করযোড়ে জানাও গে,—প্রাণের সমস্ত আশীর্ব্বাদ হিমানী-প্রভাতের মত সমস্ত দাক্ষিণাত্যের ওপর ছড়িয়ে রাখ গে। সেই সাহায্যই তোমাদের যথেষ্ট। যে কণ্ঠে মৃত্যুর জয় দিতে দিতে এখানে এসেছিলে, যাও এইবার সেই কণ্ঠে স্বাধীনভাবে ভগবানের গুণকীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে।

মঞ্জুলা। না জাফর! ও উদাসীনতার দিন এখন এদের আসে নাই। শুদ্ধ এক দল সৈন্য আমার স্বামীর অধীনে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর নয়, তার পশ্চাতে আবার ফিরোজ অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আস্‌ছে; তুমি একা—মুষ্টিমেয় সৈন্য তোমার। হও না যতই পিতৃভক্ত ধর্ম্ম-বীর, ক' দিক সাম্‌লাবে? ছেড়ে দিও না এদের—পাঠাও এদিকে ফিরোজের সাম্‌নে! যুদ্ধ জানা তেমন না থাক্‌লেও এদের প্রাণ আছে—এরা পার্‌বে,—এদের এক জন চালক দেখে দাও।

বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কা। আমি আছি! আমি এদের চালক হবো—আমি এদের নিয়ে যাবো সিংহগতিতে ফিরোজের সাম্‌নে।

গঙ্গু। বুক্কারায়! বিজয়-নগররাজ!

বুক্কা। হাঁ—[প্রজাগণের প্রতি] চল ভাই সব! আজ তোমাদের বড় গৌরবের দিন। আজীবনটা রক্তচক্ষুর নীচে মাথা গুঁজে পড়েছিলে, চিন্‌তে পার নাই তোমরা কে, জান্‌তে পার নাই তোমাদের কতখানি সত্তা! চল ভাই সব, কিছু কর্‌তে হবে না তোমাদিকে; তোমাদের একটা সমবেত জয়নাদ শুন্‌লেই সব মন্ত্র ভুলে যাবে। কাঁটার আঁচড় লাগ্‌বে না তোমাদের গায়ে। রক্ত যা ঢাল্‌তে হয়, ঢাল্‌বো আমি; তোমরা শুদ্ধ নিয়ে আস্‌বে বিজয়-লক্ষ্মীকে কোলে ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে।

প্রজাগণ। জয় বিজয়-নগরেশ্বর বুক্কারায়ের জয়!

জাফর। তবে আমাকেও পদধূলি দিন পিতা! বিদায়! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে পারি—বিনা রক্তপাতে এ যুদ্ধ জয় হয়—বীরবর উমেদ-আলিকে বন্দী ক'রে এনে আপনার সাম্‌নে ধ'রে দিই।

উমেদ-আলি উপস্থিত হইলেন।

উমেদ। উমেদ-আলি বন্দী—উমেদ-আলি বন্দী! এক ফোঁটা রক্ত-পাত না ক'রেই! তোমার এ যুদ্ধ জয় হয়েছে জাফর! চমৎকার তুমি গঙ্গুর পুত্র!

মঞ্জুলা। এ আবার কি স্বামী?

উমেদ। মঞ্জুলা! এ কে? আবেদীন! বাঃ! তোমাদের একি দেবী?

মঞ্জুলা। সেই তোমার পূজা—তোমারই পবিত্রতা-রক্ষার প্রয়াস—তোমাকেই ভবিষ্যৎ অনুতাপ হ'তে বাঁচাবার ষড়যন্ত্র।

আবেদীন। বুঝেছি পিতা আপনারও যা অবস্থা; সেই প্রেম—সে শত্রু আলিঙ্গন করা স্বভাবের ক্রমোন্নতি। ছিল সম্রাটের ওপর, এইবার তা পড়েছে জননী জন্মভূমি ওপর।

উমেদ। তাই বটে পুত্র, তাই বটে। সত্যই আমি পরাজিত—বন্দী—আত্মহারা জন্মভূমির প্রেমে। এসেছিলুম আমি আবেদীন উন্মত্ত—উধাও—অত্যাচারের ইচ্ছাশক্তিতে চালিত হ'য়ে—তার গহ্বরময় জীবন পূরণের উপকরণ সংগ্রহে। কিন্তু পুত্র, এ আবার কি অদ্ভুত তাড়িৎ? দূর হ'তে দেবগিরির ধূম্রময় অস্পষ্ট মূর্ত্তি যে মুহূর্ত্তে আমার চোখে পড়্‌লো, উন্মত্ত ছিলুম—আরও উন্মত্ত হ'লুম; উধাও হ'য়ে আস্‌ছিলুম, আরও উধাও—আরও আকুলপ্রাণে আগে ছুটে এলুম। স্পষ্ট হ'লো বাল্যের বিনোদ ছবি সেই দেবভূমি! সেই শ্যাম-পল্লবিত ঘন বৃক্ষরাজি—সেই নাতিদূর-বিস্তৃত খণ্ড গিরিশ্রেণী—সেই রজত-মেখলা কুলুনাদিনী তটিনী-প্রবাহ! সেই সুদীর্ঘ প্রান্তর—সেই পাখীর গান—সেই চির-বসন্তের হাওয়া—সেই—সেই—সেই সব। ব'সে পড়্‌লুম ধূলায়, কাঁদলুম কত বিনিয়ে বিনিয়ে; ভাব্‌লুম, কোন্ অন্ধকারে ছিলুম এত দিন এ নিত্যধাম ছেড়ে? ভুলে গেলুম, কি ক'রে এলুম আবার! কত খুঁজলুম; পিধানেও আর অস্ত্র নাই! উড়ে গেল সব—নুয়ে পড়্‌লো মাথা জন্মের মত ধন্য হ'য়ে। আমি একা সপ্তরথীতে ঘেরা! পরাজিত—বন্দী—নাই! গঙ্গু! জান্‌বে না আমায় তুমি; এ আমার জন্মভূমি। যদিও আমি অধঃপতিত—পামর—আমার জন্মভূমি বল্‌বার অধিকারী নই, তা হ'লেও যা করেছি, তারই জন্য—তারই উদ্ধারে। তবে আমার গ্রহ; আমি পারি নাই পড়েছি; তুমি পেরেছ প'ড়ে প'ড়েও। ধন্য তুমি! তোমায় প্রণাম। [পদতলে পড়িলেন]

গঙ্গু। [উমেদকে তুলিয়া] এ আবার কি! এ আমার রাজনীতি, না সায়ন যে বলেছিল এদিককার জন্ত ভগবান আছেন, এ তাঁরই খেলা?

জাফর। উজীর-সাহেব! শাহজাদা কত দূরে?

উমেদ। খুব কাছে জাফর!

বুক্কা। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি তার বাধায়! আমার আজ একটা যুদ্ধের বড় দরকার। [গমনোদ্যত]

ফিরোজ-সা উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজ। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বো না রাজা! আপনার সঙ্গে তো দূরের কথা, আপনার নাম-গন্ধ যেখানে আছে, সেখানে ফিরোজ দাঁড়িয়ে মর্‌বে—চক্ষুটী পর্য্যন্ত বিকৃত কর্‌বে না।

বুক্কা। কেন?

ফিরোজ। আপনি বিজয়-নগরেশ্বর—আমার রক্ষাকর্ত্রী মুক্তিদায়িনী মহিমান্বিতা বিজয়-নগরেশ্বরী মায়ের ইষ্টদেবতা স্বামী—আমার পিতা।

গঙ্গু। [স্বগত] তারই খেলা—তারই খেলা! আমার রাজনীতি নয়, এ তারই খেলা। রাজনীতির এত শক্তি হয়? এক বিন্দু রক্ত পড়্‌লো না, হাস্‌তে হাস্‌তে জয়! শুধু আমার নয়—শত্রু-মিত্র জয়ী-পরাজিত সকলেরই। এমন সমভাবে জয় আর কার? তার। সায়ন—সায়ন! তুমি বীজ নিয়ে যাও নাই, দেখ্‌ছি ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছ! একটু নরম হাওয়া পেয়েছে, অমনি অঙ্কুর।

বুক্কা। কর্‌লে কি ফিরোজ! বড় আশায় এসেছিলুম আমি।

ফিরোজ। আমিও সে বিষয়ে ঠিক তাই। আমারও বড় সাধ ছিল ঐ পুনর্জ্জন্মের। কিন্তু যখন শুনলুম, আপনিও উড়ে এসে পড়েছেন এই আবর্জ্জনায়, ছাড়্‌তে হ'লো সব, নিতে হ'লো বুকের ব্যথা বুকের ভিতরই

মিলিয়ে। ভালো হয় নাই আমাদের এ পথে আসা। ভুল হ'য়ে গেছে দু-জনেরই,—আশাভঙ্গ আপনারও, আমারও।

হরিহর উপস্থিত হইল।

হরিহর। [বুক্কাকে ধরিয়া] চল এইবার, ঘরের ছেলে ঘরে চল। যেমনি আমায় কিছু না ব'লে গোঁ ধ'রে চুপি-চুপি চ'লে এসেছিলে, হ'লো তো? বুঝ্‌তে পার্‌লে, মুক্তি দেওয়া কার? এলে তুমি আসক্তির ছট্‌ফটানিতে জগতের ওপর রাগ ক'রে—ম'রে জুড়াবো ব'লে, তা কি হয়? তোমার জীবন-কাটী যে সেখানে যত্নে তোলা! মরা তো দূরের কথা, এক ফোঁটা ঘাম পর্য্যন্ত পড়্‌লো না। দেখ, সে কি শক্তি! ভাব, সে কি টান! চেন, সে কি ইচ্ছা! সে ইচ্ছা সর্ব্বব্যাপিনী—সে ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিময়ী—সর্ব্বকারিণী—সব অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সেই ইচ্ছায় তুমি, আমি, সায়নাচার্য্য, বিজয়-নগর, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড! প্রণাম কর সে শক্তিকে। মার্জ্জনা চাও তাকে অবিশ্বাস অবমাননা করায়! ফিরে চল হৃদয়ভরা শান্তি নিয়ে। [গমনোদ্যত]

আবেদীন। দাঁড়াও; আমার সঙ্গে যেতে হবে একবার তোমাদের সবাইকেই। আমি একটা ভোজ দেবো; আমি বৃত্তি পেয়েছি। আমি এ নব বিদ্যালয়ের শিক্ষক শুনেই সঙ্গে সঙ্গেই দেশ শিক্ষিত! দেশে আর শত্রু মিত্র নাই। দেশ যুড়ে প্রেমের বন্যা,—অনাদি—অনন্ত—আশার অতীত। চ'লে এস।

[গঙ্গু ব্যতীত সকলের হরিহরের পশ্চাদনুসরণ।

গঙ্গু। অঙ্কুর যে আবার এর মধ্যেই গাছ হ'য়ে উঠ্‌তে চায়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী—দরবার।

সিংহাসনে মহম্মদ তোগলক, পার্শ্বে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা, আগ্রার নবাব, পাঞ্জাবের প্রতিনিধি আসীন।

মহম্মদ। তোমরা শাসন কর্‌ছো কি রকম? চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খল, অথচ তোমরা এক এক জন নামজাদা শাসনকর্ত্তা!

অযোধ্যা। আমাদের শাসনের তো কোন ত্রুটী হয় নি খোদাবন্দ্‌!

মহম্মদ। হয় নি? তোমার অযোধ্যা চর্ম্ম-মুদ্রা নেয় নি কেন?

অযোধ্যা। তাতে আর আমার কি অপরাধ শাহান-সা?

মহম্মদ। অপরাধ তোমারই,—তুমি নেওয়াতে পার নি।

অযোধ্যা। চেষ্টা যথেষ্টই হয়েছিল হজরৎ!

মহম্মদ। বাজে চেষ্টা! যতই হোক্, তারা প্রজা তো! তুমি রাজ-প্রতিনিধি, তোমার হাতে তাদের জীবন-মরণ,—যাও। আগ্রার নবাব! তুমিও তোমার আগ্রা হ'তে রাজকরের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের চতুর্থাংশ আদায় নিতে পার্‌লে না?

আগ্রা। আর নেবো কাদের কাছে সম্রাট? কৃষক-পল্লী আগ্রা হ'তে উঠে গিয়ে বনে আশ্রয় নিয়েছে।

মহম্মদ। সে বনটা কি আমার অধিকার ছাড়া?

আগ্রা। সেখানে যে তাদের সব দিন এক মুঠো জুট্‌ছে না সম্রাট!

মহম্মদ। ওঃ—এ বিষয়ে তোমার পোষকতা আছে দেখ্‌ছি! তুমি আমার চাকরী কর না? তা হবে না নবাব! না জোটে, দেখ্‌তে চাই না,—কিন্তু যে দিন জুটবে, ঐ এক মুঠো হ'তে সিকি মুঠো আমায় দিতে হবে। তারপর পাঞ্জাব-প্রতিনিধি! তুমি তো চীন জয় কর্‌তে পার্‌লে না; এত অর্থব্যয়, সৈন্যসংগ্রহ সব বৃথা হ'লো।

পাঞ্জাব। কি কর্‌বো হজরৎ! হিমালয় পার হ'তে গিয়ে শীতে সমস্ত সৈন্য নষ্ট হ'য়ে গেল।

মহম্মদ। যাক্—তুমি ফিরে এসেছ তো প্রাণ নিয়ে? এখন তোমার পাঞ্জাবীরা যে নূতন সৈন্যদলের রসদের জন্য নূতন রাজকর দেবো না বলেছিল, তার কিছু করেছ?

পাঞ্জাব। তার কিছু কর্‌বার তো আর প্রয়োজন হয় নি খোদাবন্দ্! নূতন সৈন্যই নেই, আর রসদসংগ্রহ কি জন্য?

মহম্মদ। তবু তাদের এ কথাটার উত্তর দিতে হবে না? প্রয়োজন নাই ব'লে কি আদেশ অমান্যটাকে মেখে নিতে হবে? এর শাসন চাই না? আবার তো এমন দিন আস্‌তে পারে! শোন—আমি তোমাদের সকলকেই বল্‌ছি, দেশ শাসন করাটা ছেলেখেলা নয়। শাসনকর্ত্তার পদটা উচ্চ প্রাসাদের উজ্জ্বল কক্ষে আউরৎ আর আস্‌রফির নেশায় মস্‌গুল হ'য়ে থাক্‌বার জন্য নয়! [অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার প্রতি] তুমি অযোধ্যাকে চর্ম্ম-মুদ্রা নেবার জন্য আর একবার বল—এই শেষ, না হয় সমস্ত অযোধ্যা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। আগ্রার নবাব! তুমি কৃষকদের আগ্রায় ফিরে আস্‌তে বল; না আসে, বনেও থাক্‌বার দরকার নাই। গুলী ক'রে মার—সংসার হ'তে তাড়িয়ে দাও। পাঞ্জাবের প্রতিনিধি! তোমার আর কাকেও কিছু বল্‌তে হবে না, তুমি পাঞ্জাবে পা দিয়েই একেবারে চতুর্দ্দিক বেড়ে লুট আরম্ভ ক'রে দাও, যেন কেউ

একটা কুটো সরাতে না পারে। দেখি—সব ঠাণ্ডা হয় কি না! চুপ ক'রে যে সব! কথা নাই কেন অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা?

অযোধ্যা। সম্রাট! আমি আপনার পিতার শাসনকালের কর্ম্মচারী, বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছি; এরূপ অগ্নিদাহ আমার হাত দিয়ে কখনও হয় নি, আর এ শেষ সময়টায়—

মহম্মদ। তুমি কর্ম্মত্যাগের আর্জ্জি কর।

অযোধ্যা। সম্রাটের জয় হোক্! [পদত্যাগ-পত্র লিখিয়া সম্রাটকে দিলেন]

মহম্মদ। যাও বৃদ্ধ! কি বল্‌বো—আমার স্বর্গীয় পিতার অনুগৃহীত ছিলে।

অযোধ্যা। আমার স্বর্গীয় প্রভু সম্রাটের সুমতি দিন।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। তোমার কথা কি আগ্রার নবাব?

আগ্রা। আপনি আমায় গুলী করুন সম্রাট, নিরীহ কৃষকদের গুলী কর্‌তে বলার চেয়ে!

মহম্মদ। কে আছ?

জনৈক প্রহরী উপস্থিত হইল।

মহম্মদ। বাঁধ নেমকহারামকে; কারাগারে নিয়ে যাও। এরই প্রশ্রয়ে কৃষকেরা আগ্রা হ'তে উঠে গেছে। আমি মূর্খ নই।

আগ্রা। সম্রাট বুদ্ধিমান। সত্যই আমি তাদের দুঃখে দুঃখী। সম্রাট দয়ালু—এ কারাবাস-আজ্ঞা অত্যাচার নয়, অনুগ্রহ। সম্রাট সুবিচারক; আমায় নিয়ে আমায় জীবন্তে জাহান্নম হ'তে মুক্তি দিলেন। চল প্রহরী!

[প্রহরী সহ প্রস্থান।

মহম্মদ। তারপর তুমি পাঞ্জাব লুট ক'র্‌তে পার্‌বে কি না ?

পাঞ্জাব। সম্রাটের কার্য্যে যখন আত্মোৎসর্গ করেছি, তাঁর আদেশ-পালনই এ জীবনের একমাত্র ব্রত।

মহম্মদ। তুমি পুরুষ—তুমি প্রভুভক্ত—তুমিই প্রকৃত বীর। এই নাও পাঞ্জা। আজ হ'তে আমি তোমার বিশ-হাজারির পদ দিলুম। পাঞ্জাব লুট ক'রেই তুমি সিন্ধুদমনে যাও, পাজী সিন্ধুরাজও এই সুযোগে স্বাধীন হ'তে চায়।

পাঞ্জাব। একটা নিবেদন! পাঞ্জাবে যে সকল জাতি বাস করে, তাদের মধ্যে মুসলমানও আছে ; সকলের প্রতিই কি সমান নীতি ?

মহম্মদ। সমান—সমান! ও সব পক্ষপাতিত্ব আমার রাজ্যে নাই। আমার কাছে মাত্র দুটো জাতি—রাজা আর প্রজা।

পাঞ্জাব। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। এই আগ্রা আর অযোধ্যা আমায় নিজেকে যেতে হবে। দেখাতে হবে—আমি মহম্মদ তোগলক, আমার আদেশ ভিক্ষুকের কাকুতি নয়। [গমনোদ্যত]

জালালের প্রবেশ ও অভিবাদন।

মহম্মদ। জালাল! দাক্ষিণাত্য হ'তে ফির্‌ছো ? সংবাদ কি ? ভাল তো ?

জালাল। না সম্রাট! বড়ই দুঃসংবাদ ; উমেদ-আলি সসৈন্যে গঙ্গুর পক্ষে যোগ দিয়েছে।

মহম্মদ। উমেদ-আলি—আমার চির-বিশ্বস্ত! যার জন্য এ যুদ্ধের সূচনা ? তুমি মিথ্যা বল্‌ছো।

জালাল। না সম্রাট! শোনাচ্ছে মিথ্যার মতই; কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি। উজীর সাহেব না কি হিন্দু-কুলোদ্ভব, দেবগিরি তাঁর জন্মভূমি, তিনি এখন সেই প্রেমেই উন্মত্ত—তন্ময়।

মহম্মদ। এঃ—তোমার অন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল। তারপর ফিরোজ!

জালাল। শাহজাদার অবস্থাও তাই সাহান-সা! তিনি আবার বুক্কারায়ের পৃষ্ঠপোষক।

মহম্মদ। ওঃ! আমারও এর পূর্ব্বে বধির হ'তে পার্‌লে ভাল হ'তো। তুমি কি কর্‌ছিলে?

জালাল। আমি আর কি কর্‌বো খোদাবন্দ? আমার কাছে সম্রাটের অনুগ্রহের কোন চিহ্নই নাই। সৈন্যরা কেউ আমার কথা নিলে না।

মহম্মদ। [অর্দ্ধ স্বগত] সৃষ্টিটা কি উল্টে গেল? মানুষ কি দু-মুখো? বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, এ সব কি নিতান্তই বাজে? ফিরোজে না হয় সব সাজে; দিল্লী-মসনদ তার লক্ষ্য, একজন সহায় তার চাই; কিন্তু উমেদ! এ হৃদয়-রাজ্যটা যার অধিকৃত? জালাল! তুমি একবার আমায় দাক্ষিণাত্য নিয়ে চল! একটা মুহূর্ত্তের জন্য উমেদ-আলির সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। দ্বন্দ্ব কর্‌বো না, এ পরাজয়ে আমার ক্ষোভ নাই,—আমার গোটাকতক কথা আছে।

সঙ্কুচিতপদে উমেদ-আলি উপস্থিত হইল।

উমেদ। গোলাম হাজির জনাব!

মহম্মদ। উমেদ! বাঃ! এস বন্ধু এস। অমন চোরের মত কেন?

উমেদ। চোরই যে হয়েছি সম্রাট্!

মহম্মদ। না উমেদ! চোর তুমি নও—চোর আমি! তোমার মত স্বদেশবৎসল বীরকে কোন্ অন্ধকার গুহায় এতদিন চুরী ক'রে রেখেছিলুম,

তোমার এ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কি মন্ত্রে চাপা দিয়ে রেখেছিলুম ! জান না আমার কোন্ কুহকে জন্মভূমির সেবক তুমি, মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত অলস হ'য়ে ছিলে ! চোর আমি উমেদ, চোর আমি ! তুমি যে চোর—আমি তার ওপর।

উমেদ। সম্রাট্ !

মহম্মদ। বেশ করেছ বন্ধু—বেশ করেছ ! তবে আবার দিল্লী ফিরলে কি জন্য ? লৌহ-শৃঙ্খল কেমন ছিঁড়েছ দেখাতে ? অপহৃত বস্তু উপে গেলে চোরের নির্ব্বাক অনুশোচনা নিষ্ফল হা-হুতাশ কত মর্ম্মান্তিক, দেখ্তে।

উমেদ। না সম্রাট্ ! নেমকহারামীর দণ্ড নিতে।

মহম্মদ। উমেদ ! তুমি নূতন হ'য়ে এসেছ, আমি নূতন হই নাই। তুমি গঙ্গুর পুত্রকে হত্যা করেছিলে, কিন্তু বুঝে দেখ—সে গঙ্গুর পুত্র হত্যা করা হয় নাই, আমারই পুত্র হত্যা করেছ,—তার জন্য আজ আমার রাজ্যের অর্দ্ধেকটা বেরিয়ে গেল। রাজার রাজ্য যাওয়া পুত্রশোক হ'তে কোন অংশে কম নয়। আমি তোমায় মার্জ্জনা করেছি—তোমার জন্য রাজনীতির ওলোট পালোট করেছি। আমার ধর্ম্ম, খোদা, বেহেস্ত এক দিকে, আর তোমায় এক দিকে দেখে এসেছি,—সেই আমি ! আমার কাছে দণ্ড চাও ? তুমি যতই আমার কাছ হ'তে দূরে স'রে যাও উমেদ, আমার মার্জ্জনা সূর্য্যালোকের মত সেই তোমার সহযাত্রী।

উমেদ। বড়ই দুর্ভাগ্য আমি সম্রাট্ ! এত অনুগ্রহের প্রতিদানে দিলুম আপনার প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা ! হ'লুম বিশ্বাসঘাতক ! কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, যা হয়েছে—আমার জ্ঞানকৃত নয় সম্রাট্ ! আমি গিয়েছিলুম ঠিক যুদ্ধ করতেই ; কিন্তু মুহ্যমান হ'য়ে গেলুম জন্মভূমির মায়ায়।

মহম্মদ। উমেদ! এত দিন এ জন্মভূমিটা কোথায় ছিল তোমার? দিল্লীর সম্রাটই ছিলুম আমি, কিন্তু সাম্রাজ্য যে ছিল প্রকৃতপক্ষে তোমার। তাতেও যদি তোমার তৃপ্তি না হয়েছিল, কর্‌লে কি? কার হাতে ফেলে দিলে? একবার ইঙ্গিতেও বল নাই কেন? আমি কি কখনও তোমায় কর্ম্মচারী ভৃত্যের চোখে দেখে এসেছি? হৃদয় দিয়েছি, যা পাবার নয়—জগতে কেউ পায় নাই, দাক্ষিণাত্য দিতে পার্‌তুম না? দাক্ষিণাত্য তো সামান্য, তুমি দিল্লী চাও? এই নাও মুকুট! ধর—দেখ, মহম্মদ তোগলকের মার্জ্জনার পরিমাণ! দেখ—সে আজও কেমন তোমায় অভয় বেষ্টনে ঘিরে আছে—কতদূর সে তোমাগত!

উমেদ। থাক্ সম্রাট্! ও মুকুট ঐ শিরেরই যোগ্য! আমায় শুদ্ধ অনুমতি দিন—আমি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করি,—দেবগিরি জ্বালিয়ে দিই—এ কলঙ্ক মুছে ফেলি!

মহম্মদ। উমেদ! আমার এই আকুল-আবেগটার অর্থ তুমি কি এই বুঝ্‌লে যে আমি আবার তোমায় হস্তগত কর্‌তে চাই? আবার তোমার শক্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার আশা করি? না উমেদ! দিল্লীর সম্রাট এখনও এত দুর্ব্বল হয় নি যে, আত্মমর্য্যাদা উদ্ধারের জন্য এক জন পদত্যাগীর কাছে মাথা নুইয়ে কাকুতি কর্‌বে! মহম্মদ তোগলক এত হীন নয়, যাকে প্রীতির চক্ষে দেখে এসেছে, নিজের স্বার্থের জন্য তার স্বার্থে ঘা মার্‌বে। সে দাঁড়িয়ে মর্‌বে, তবু তোমার ও স্বদেশ-অনুরাগের উদ্দাম স্রোতে একটা তৃণের বাধা দিতে যাবে না। বরং পার তো আরও অস্থির, আরও উন্মত্ত প্রলয়-তাণ্ডবে ছুটিয়ে দেবে। যাও বন্ধু! বিদায়! আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়, এসো রণস্থলে—শত্রুপক্ষের অগ্রণী হ'য়ে—মুখখানায় রক্তপ্রবাহে রঞ্জিত ক'রে। জালাল! তুমি আজ হ'তে ভারত-সাম্রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ। সমস্ত শক্তি নিয়ে

ছোট—যেখানে পাও ফিরোজকে ধর,—আমি ফার্ম্মাণ লিখে দিচ্ছি। দেখ্‌ছো কি উমেদ! সহস্র অভাবেও মহম্মদ—মহম্মদ! লক্ষ বিবর্ত্তনেও সে ধ্রুব-তারার মত স্থির! অনন্ত বিশৃঙ্খলার মাঝেও তার রাজ্যশাসন জগতের একটা যুগান্তর!

[প্রস্থান।

উমেদ। জগদীশ্বর! এ জীবনের যবনিকা কোথায়?

[প্রস্থান।

জালাল। বাঃ-বাঃ-বাঃ! অদৃষ্ট-চক্র মন্দ নয়! ছিলুম দেবগিরির সুবাদার, হ'লুম দিল্লীর সেনাপতি। এর ওপর আর ধাপ আছে কি? [ঈষৎ চিন্তা] আছে—আছে! উঃ—বড় উচ্চে! কিন্তু—না—যাই, ফার্ম্মাণ নিই গে। আমায় ফিরোজকে ধর্‌তে হবে—ধর্‌তেই হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণাতীরস্থ সায়নাচার্য্যের কুটীর।

ভাষ্যহস্তে সায়নাচার্য্য।

সায়ন। সব ভুল! সব ভুল! ভাষ্য তৈরী করি নি, কতকগুলো শ্রুতিমধুর ভ্রান্তিকে চমৎকার লিপিবদ্ধ করেছি। ভাষায় কি ব্রহ্মের ব্যাখ্যা হয়? ভাব কি মুখে প্রকাশের? সচ্চিদানন্দ-সাক্ষাতের সত্য তত্ত্ব কি এই জীর্ণ তালপত্রে, মসীর চিত্রাঙ্কনে, বর্ণমালার সমষ্টিতে? ভুল—ভুল! বৃথা ঘুরেছি উদ্‌ভ্রান্তের মত, বাজে খেটেছি জীবনভোর! আকাশের নীলিমা-প্রকাশের সামর্থ্য নাই, সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণে উপায়হীন,

বালুকণাটীরও উদ্ভব তিরোধান ধারণাতীত, অনাদি কারণ অচিন্ত্যনীয় বিশ্বরূপ বোধগম্য করাবো ভাষ্যে? যাও সায়ন-ভাষ্য কৃষ্ণার জলে! [ভাষ্য নিক্ষেপ করিলেন।]

গীতকণ্ঠে আদিদেব উপস্থিত হইয়া ভাষ্য ধরিলেন।

আদিদেব।—

গীত।

এ নয় প্রলয়ে ডুবিবার
ছার ও কৃষ্ণা, কত গভীরতা কতখানি বল তুফান তার?
ভক্তি-সিন্ধুর এ জ্ঞান-বাড়বা,
জ্বলিবে যাবৎ জগৎ-হৃদয়, কে নিবারিবে কি তেজ কার বা,
বাজিবে এ নব নারদের বীণা উঠুক হাস্য কি হাহাকার।

সায়ন। কিছু নাই—কিছু নাই ওতে আদি! কেবল কতকগুলো ভিত্তিহীন অসার বাক্যের আড়ম্বর—উন্মাদের প্রলাপ—আলস্যে জীবন অতিবাহিত করার আত্ম-প্রবোধ! কোন লাভ নাই ওকে বাঁচিয়ে রেখে; বরং—

আদিদেব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মহাশত্রু যে সেও থাক্ বেঁচে,
দেবতার গীত হোক্ সুখময়, দানবে কি দোষ সেও যাক্ নেচে,
সুধা হলাহল দুই প্রয়োজন, জগতে দোঁহারই সমান অধিকার॥

[প্রস্থান।

সায়ন। যাক্—তবু আমার বোঝাটা হাল্কা হ'লো। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, সংসারের বন্ধন বল্‌তে কিছু নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই ভাষ্য-

চিন্তা কোথা হ'তে উড়ে এসে ঠিক যেন নাগপাশ হ'য়ে আমায় পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রেখেছিল,—নিশ্বাস ফেল্‌তে দেয় নাই। আজ আমি মুক্ত। এইবার জয় ভগবান ব'লে অর্দ্ধেক প্রাণ বের ক'রে একটা তৃপ্তির হাঁফ ছাড়ি। করুণাময়! আর কেন? সায়নাচার্য্যের সব অভিমান লুপ্ত। এইবার উড়িয়ে দাও তোমার মঙ্গলালয়ের গুপ্ত ধ্বজা, আমি স্থিরলক্ষ্যে শূন্যের সমতল পথে তীরের মত ছুটে যাই। [গমনোদ্যত]

বাণী উপস্থিত হইল।

বাণী। কোথা যাচ্ছ ঠাকুর?

সায়ন। বাণী!

বাণী। শুধু বাণী নই, আজ দৈববাণী। মা একবার তোমায় স্মরণ করেছেন।

সায়ন। দৈববাণীই বটে! তা হ'লেও মাকে বল্‌গে বাণী, আমায় বিস্মৃত হ'তে।

বাণী। কেন বল দেখি, মায়ের ওপর আজ এত অনাদর? মানুষ হ'য়ে গেছ বুঝি?

সায়ন। তাই বটে বাণী! সমুদ্রের শুক্তি হাঁ ক'রে উপরে উপরে ভেসে বেড়ায় ততক্ষণ, যতক্ষণ না তার মুখে স্বাতী-নক্ষত্রের এক বিন্দু জল পড়ে। পড়্‌লে আর সে উপরে থাকে না; বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে দ্রুত-গমনে গভীর তল দিয়ে নেমে যায়। আমারও ঠিক তাই; আর মাকে চাই না বালিকা! মায়ের বর পেয়েছি,—আমি তীর্থে চলেছি।

গায়ত্রী উপস্থিত হইলেন।

গায়ত্রী। কোন্ তীর্থে চলেছ ব্রাহ্মণ?

সায়ন। এই যা! এসে পড়েছিস?

গায়ত্রী। চক্ষু তোমার পুতঃসলিলা জাহ্নবী-প্রপাতের পুণ্য তীর্থ গোমুখী—ললাট তোমার সুধা-ধবলিত সর্ব্ব তীর্থের শিরো-মুকুট কৈলাস-চূড়া—হৃদয় তোমার পারিজাত-গন্ধ-মুখরিত বিশ্বনাথের মন্দির। তুমি আবার কোন্ তীর্থে যাবে ব্রাহ্মণ?

সায়ন। [নীরবে গায়ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]।

গায়ত্রী। শুন্তে পাচ্ছ না, কর্ণকুহরে জগতের সুর-সমষ্টিতে অবিরাম কার মঙ্গল আরতি বাজ্ছে? বুঝ্তে পাচ্ছ না, প্রতি নিশ্বাসগ্রহণে পবন দেব ধীরপ্রবাহে কার অনন্ত শয্যায় বীজন ক'রে আস্ছে? দেখ্তে পাচ্ছ না, অগাধ অন্ধকার ভেদ ক'রেও আপন আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে একখানি বরদ হস্ত দণ্ডে দণ্ডে তোমায় আয় আয় ব'লে ডাক্ছে? সব তীর্থই যে তোমার মধ্যে।

সায়ন। এ আবার কোথায় নিয়ে চলিস্ মায়াবিনী?

গায়ত্রী। পরম তীর্থে—জ্ঞানের গহ্বরহীন পর্ব্বতশূন্য সমতল ভূমে।

সায়ন। যাবো না—যাবো না আর ও পথে। সর্ব্বনাশ কর্তে এসেছিস্ যাদুকরী! এই জ্ঞান-গর্ব্বেই যে আমি গিয়েছিলুম।

গায়ত্রী। এ সে জ্ঞান নয় ব্রাহ্মণ! এতে ভাষ্য-টীকার সে অহমিকা নাই; এ যজ্ঞ-সূত্রের অভিমান-বর্জ্জিত। এর আবির্ভাবে যায় না কেউ কোথাও। এখানে আছে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অভেদ, বেদবাক্য আর কুলটা-সঙ্গীতের সমত্ব, এর বিকাশ আপনাকে নিত্য অক্ষয় ক'রে রাখ্বার জন্য,—এখানকার অশ্রুরেখা, রক্তচক্ষু, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্বরে বল্ছে—আমরা সেই। এখানে অভিসম্পাত, আশীর্ব্বাদ উভয়েরই আন্তরিক উক্তি—আমরা তারই মঙ্গলালয়, পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ। এ রাজ্যে তীর্থযাত্রী আর লম্পট দু-জনেই গলা ধরাধরি ক'রে ঘোষণা কর্ছে, আমরা একই

রসাস্বাদনে উন্মত্ত—একই শান্তি-অনুসন্ধিৎসু—একই পরম পথের পথিক। এ সে জ্ঞান নয় ব্রাহ্মণ! এ জ্ঞান নিরহঙ্কার—নির্ব্বিকার—নিঃশ্রেয়স্।

সায়ন। কিন্তু নীরস—দুর্জ্ঞেয়—জটিল। নিয়ে যাস্ না মা আর ও সমতলের সুবিস্তার দেখিয়ে অনন্ত জ্বালার মরুভূমে, দিয়েছিস্ যদি দয়াময়ী ভক্তির তুষার-শীতল সরস প্রবাহে ছেড়ে।

গায়ত্রী। এ ভক্তি ঠিক ভক্তি নয় ব্রাহ্মণ! জ্ঞানবিহীন ভক্তি গন্ধ-বিহীন পুষ্পের মত নিষ্প্রয়োজনীয়—ইষ্টপূজার অযোগ্য। ভক্তির জন্য ভাবতে হবে না তোমায়; জ্ঞানকে দৃঢ় ক'রে জড়িয়ে ধর, দেখ্‌বে ভক্তি ঠিক তার মাথার ওপর ব'সে আছে—তোমার জন্য আদর ক'রে কোল পেতে রেখেছে। আর সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরমার্থ-প্রদায়িনী—সেই ভক্তিই মুক্তির মা।

সায়ন। মা! মা! যথার্থ ই তুই মা। আপনা হ'তে পতনোন্মুখ সন্তানকে প্রতি পদস্খলনে হাত ধ'রে কোলে তুলে নিচ্ছিস্, সত্যই তুই মঙ্গলময়ী মা। আমার ভুল হয়েছিল তোর ছায়া পরিত্যাগ ক'রে তীর্থ-ভ্রমণে শান্তি পাবার আশা করা। আবার আমার দর্প চূর্ণ; আমার ভুল ভেঙ্গেছে। আর আমার কোন তীর্থে প্রয়োজন নাই; আমার ভিতরে সকল তীর্থ না থাক্‌লেও আমার সম্মুখে পরম তীর্থ তুই! বল্ মা, এখন আমায় কি কর্‌তে হবে?

গায়ত্রী। কর্ম্ম।

সায়ন। কর্ম্ম—আবার সেই কর্ম্ম! যে কর্ম্ম জন্ম-মৃত্যুর বীজ?

গায়ত্রী। যে কর্ম্ম গমনাগমন-নিবারক, যে কর্ম্মে কুরুক্ষেত্র, যে কর্ম্মে উৎসাহিত করেছিলেন ধনঞ্জয়কে গীতাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ, সেই আসক্তি-শূন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্তৃত্বাভিমান-বর্জ্জিত জ্ঞান আর ভক্তিতে মাখা।

বাণী।—

গীত।

নিরাকার তুমি আমাতে মিশায়ে নিষ্ক্রিয় তুমি আমার করায়।
আপনারে দিয়ে পাঠালে আমারে উড়াতে তোমারই পতাকা ধরায়॥
যা করি আমি সকলই তোমার, তোমারই যা পাই পুরস্কার,
তোমাতে আমাতে অভিন্ন—
কেন যাবো প'ড়ে, কে বাঁধিবে মোরে,
আমার এ বেশ তোমারই চিহ্ন,—
থাক চারি দিকে শত বন্ধন,
সব ইন্দ্রিয় ছুটুক কর্ম্মে চরণে কেবল থাকুক নয়ন,
কিসের অনুতাপ. কার প্রলোভন, কোন ক্ষোভ নাই বাঁচা কি মরায়॥

গায়ত্রী। কর্ম্ম রাখতে হবে ব্রাহ্মণ! কর্ম্মই কর্ম্মত্যাগের সোপান, ঔদাসীন্য অধঃপতনের বীজ বিজয়-নগর রাজ্য বহু আয়াসে প্রতিষ্ঠা করেছ, এইবার তাকে দৃঢ় কর—তার বংশরক্ষার উপায় কর,—ভগবানেরই কার্য্য করা হবে। আমি ভেবে দেখ্‌লুম, সত্যই আমি মহারাজের জীবন তৃপ্তিশূন্য মরুভূমি করে রেখেছি; সরস কর্‌বার উপায়ও স্থির করেছি। শুন্‌লুম, সিন্ধুরাজের সর্ব্ব সুলক্ষণা এক অনুঢ়া কন্যা আছে; তোমায় এই দণ্ডে সিন্ধু যেতে হবে, আমি মহারাজের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিতে চাই।

বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কা। থাক্ গায়ত্রী! কাজ নাই আর সমুদ্রের পিপাসায় শিশির-বিন্দু দিয়ে। জীবনের জ্যোৎস্না তুমি থাক্‌বে অমাবস্যার অবগুণ্ঠনে ঢাকা, আমার সামনে জেলে দেবে খদ্যোতের ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ আলো! স্বভাবের

মলয় হিল্লোল তুমি থাক্‌বে অবরুদ্ধ—অননুভূত—মুহূর্ত্তের ললাটচুম্বনে বীতস্পৃহ, নিদাঘ-সন্তপ্ত ঘর্ম্মাক্ত আমার হাতে তুলে দেবে তালবৃন্তের বীজনী! খেল্‌বে তুমি ক্রীড়াপরায়ণা বিদ্যুল্লতা মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনমনে লুকোচুরী, মোহমুগ্ধ আমায় ভুলিয়ে দেবে একটা খেলনায়! চমৎকার! গায়ত্রী! তুমি কি আমায় এতই হীন ভেবেছ?

গায়ত্রী। এতে আর হীন ভাবা কি ক'রে হ'লো প্রভু?

বুক্কা। আবার হীন কেমন ক'রে ভাব্‌তে হয় গায়ত্রী? এর উপরটা দেখতে যদিও আত্মত্যাগ, কিন্তু ভিতরটা যে ঘৃণায় ভরা! তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—জীবন-মরণের সঙ্গিনী। আজ স্বেচ্ছায় আপনার আসন উঠিয়ে নিয়ে চুপে চুপে স'রে যাচ্ছ, বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছ সেই স্থানে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞে স্বর্ণ-সীতার মত একটা পুতুল তৈরী ক'রে এনে। আমি যেন কামের সেবক—ইন্দ্রিয়ের দাস—লালসায় জর-জর,—ভুলে যাবো একটার বদল আর একটা পেয়ে! সাবধান গায়ত্রী! জেনো, আমি তোমার স্বামী!

সায়ন। তুমি গায়ত্রীর স্বামী—সেই তুমি!

বুক্কা। হাঁ—সেই আমি গায়ত্রীর স্বামী! আমি ক্ষুদ্র কোন কালেই নই ব্রাহ্মণ! আমি গায়ত্রীর স্বামী ব'লেই আজও গায়ত্রী ঠিক গায়ত্রী! বুঝে দেখুন আচার্য্য, গায়ত্রী আমার পরিণীতা ভার্য্যা—সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে, কিন্তু রেখে এসেছি তাকে অনূঢ়া কামগন্ধহীনা চির-কুমারীটী সাজিয়ে। আমার সম্মুখে ছিল যৌবন-ক্ষুধার গ্রাস, আমি উঠে এসেছি বুভুক্ষিত পিপাসাতুর উৎকণ্ঠার অস্থির আবেগ বুকের ভিতর মিলিয়ে। ছিলুম সহস্র উন্মুখ বাসনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ক'রে এসেছি আত্মজয়। তাই আজ আপনার গায়ত্রীর পরিচয়। শ্রেষ্ঠ সে নয়, যে জগতে নিঃশক্র, যার ইন্দ্রিয় আপনা হ'তেই অবশ—অসাড়; শ্রেষ্ঠ সে, যে অসংখ্য প্রবল ইন্দ্রিয়-পরিবেষ্টিত হ'য়েও যুদ্ধ ক'রে এক দিন না এক দিন মাথা তোলে।

গায়ত্রী। আমি অপরাধ করেছি প্রভু, আমায় পদতলে স্থান দিন!

বুক্কা। এস দেবী এইবার বক্ষে! আর এখানে সে দাবদাহ নাই; এ এখন অনন্ত শান্তির আধার। আমি বুঝে নিয়েছি গায়ত্রী, আমাদের বিবাহ ভবিষ্যতে জলপিণ্ডের প্রত্যাশায় নয়; আমাদের বন্ধন কর্ম্ম আর ভক্তির, যুদ্ধ আর মার্জ্জনার, ভ্রমণ আর শান্তির,—জগতের জন্য একটা চির-স্মৃতি উৎপাদন ক'রে রেখে যেতে। থাক তুমি গায়ত্রী সেইরূপ উদাসদৃষ্টি—আত্মহারা—আপ্রলয় অন্তর্জগতের চিন্তায়, ছুটি আমি এই রকম উন্মত্ত—উধাও—আজীবন এই বহির্জগতের মঙ্গলবিধানে। সূর্য্য আর ছায়ায়, শক্তি আর ভক্তিতে, শঙ্খনাদ আর আহুতি-গন্ধে পৃথিবীখানা আনন্দময় পুলকিত হ'য়ে উঠুক্। আমার জন্য আর ভেবো না গায়ত্রী! রাজ্যের মঙ্গল-কামনা যদি বাসনা থাকে, তা হ'লে পার তো এ বিবাহ-সম্বন্ধটা হরিহরের জন্য কর।

হরিহর উপস্থিত হইলেন।

হরিহর। তা বই কি! যাক্ শত্রু পরে পরে। যাও ঠাকুর! তবে আর দেরী কর্‌ছো কেন! শীগ্‌গির সিন্ধু যাও,—ভাষ্য লেখা তো ছেড়ে দিয়েছ, দিনকতক ঘটকালি ক'রেই দেখ! সিন্ধুরাজকে গিয়ে বল্‌বে, এমন জামাইটী তিনি আর দেশ খুঁজে পাবেন না। রূপে রামধনু, গুণে গাঁজার জটা, গমনে বিশ্বেশ্বরের ষাঁড়, ভোজনে খাণ্ডবদাহনের হুতাশন শর্ম্মা! আর কথাবার্ত্তা কি মিষ্টি, যেন সকাল বেলায় চাচার বাড়ীর মোরগের ডাক। যাও ঠাকুর! পার তো তোমার ধুতি উড়ুনি ফস্‌কাচ্ছে না।

বুক্কা। আর রহস্য নয় হরিহর! রাণী যখন সুর তুলেছে, আমারও প্রাণে মৃদঙ্গ বেজেছে। আর তোমার নিস্তার নাই; আমরা তোমায় একটা যোড়া-গাঁথা কর্‌বোই কর্‌বো।

হরিহর। আমি যোড়া-গাঁথাই আছি রাজা! ওর জন্য আর তোমাদের কষ্ট কর্‌তে হবে না। আমার মা-বাপ পাছে আমি উপযুক্ত হ'য়ে গালা-গালি করি ব'লে ও যোড়া-গাঁথার কাজটা আগে হ'তেই সেরে রেখে গেছে। নাম রেখেছে দেখদোখ হরি—হর! কেমন যোড়া-গাঁথা—গালভরা! দোহাই রাজা! রক্ষে কর; আর এর সঙ্গে কিছু যুড়ে দিও না, তেরস্পর্শ পড়্‌বে—আমার সব ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে।

বুক্কা। তা হোক্, তোমায় সংসার কর্‌তেই হবে হরিহর! জগৎ শুদ্ধ উদাসীন হ'লে চল্‌বে না। এ বিজয়-নগর রাজ্য তোমার মাথাতেই পড়্‌লো!

হরিহর। আমার ঘাড়ে অত জোর নাই রাজা! আমি বড় জোর নিতে পারি বুচ্‌কিটা-বাচ্‌কাটা—হাত ঝুলিয়ে যতদুর যায়, তার বেশী না।

বুক্কা। আমি তোমার শক্তি জানি হরিহর! আমা হ'তেও তুমি অনেক বিষয়ে উচ্চে। রহস্য রাখ বন্ধু! তুমি বিজয়-নগর নাও, আমায় সকল চিন্তা মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ চিন্তা ক'রে যেতে দাও।

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। ভারতবর্ষের আজ আবার নূতন অকল্যাণ মহারাজ! যদিও অমঙ্গলে তার আকণ্ঠ ডোবানো, তবুও সে উদ্দাম প্লাবনের মধ্যে মরণ-কালের মনবোঝান আশ্রয় একটী মাত্র যে তৃণ ছিল, তাও আজ ভীষণ আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান—ক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝায় কম্পিত—রাক্ষসী উচ্ছ্বাসে ডুবু-ডুবু। মহারাজ! ভারতের ভবিষ্যৎ আশার ক্ষীণ রশ্মি আপনার পুত্রস্থানীয় ফিরোজ-সা সঙ্কটাপন্ন—শত্রুর কবলে—মৃত্যুর গ্রাসে।

বুক্কা। কি হয়েছে দেবী ফিরোজের? কে তার শত্রু? কোথায় এখন সে?

মঞ্জুলা। পারস্যের পথে, দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে এসে ফিরোজ আপনাকে পিতা ব'লে আপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শুনে সম্রাট্ ক্রোধে অধীর হ'য়ে জালালের সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পাঠিয়েছেন। বিন্ধ্যাচলে উভয়ের সাক্ষাৎ; তুমুল যুদ্ধ! কিন্তু মহারাজ! জালালের হৃদয়ভরা কূট দুরভিসন্ধির কাছে ফিরোজের সরলতা টিকতে পার্‌লে না। তাঁর সৈন্যব্যূহ ছত্রভঙ্গ হ'লো, তিনি আত্মরক্ষার জন্য পিতৃভূমি পারস্যের দিকে ছুটেছেন। কিন্তু বোধ হয় আর পারস্য পৌঁছাতে হয় না; জালালও বায়ুবেগে তাঁর পশ্চাৎগামী। পারেন তো তাঁকে বাঁচান মহারাজ! গৌরব আছে—ধর্ম্ম আছে। বালক আপনাকে পিতা বলেছে।

বুক্কা। দেখ হরিহর! বিজয়-নগরের সিংহাসনে ব'সে সুশৃঙ্খলায় রাজ্যভোগ কর্‌বার জন্য আমার জন্ম হয় নাই; আমার উৎপত্তি কি যেন একটা অজানা উদ্দেশ্যে—অনন্তের প্রেরণায়—গ্রহের মত অবিরাম-গতিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘোরবার জন্য! বিজয়-নগর নাও বন্ধু! ঘুচে যাক্ আমার পশ্চাতের আকর্ষণ। গায়ত্রী! এই ফিরোজের মা হয়েছিলে তুমি, তাই সে ব্যাকুল-আগ্রহে আমায় পিতা ব'লে গেছে। মনে রেখো—আমি তোমার স্বামী! প্রণাম আচার্য্য! সাহায্য কর্‌বেন হরিহরের বিজয়-নগর রক্ষায়। সাবধান জালাল! সাবধান মহম্মদ তোগলক!

[প্রস্থান।

হরিহর। আর সাবধান তুমি হরিহর! চুলোয় যাক্ বিজয়-নগর তোমার, এ ভাসা নায়ে কোন মতে যেন জল না ঢোকে।

[প্রস্থান।

মঞ্জুলা। তুমিও সাবধানে পা ফেল মঞ্জুলা! মহম্মদ তোগলক তোমার স্বামীর সুহৃৎ, আর ভারতবর্ষ তোমার প্রাণের। [গমনোদ্যত]

বাণী। হাঁ-গা, তুমি কে গা? উড়ে এলে আর উড়ে চল্‌লে?

মঞ্জুলা। এই আসা যাওয়াই আমার জন্মের ব্রত বালিকা! আমি যেন কার দুঃখময় জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। [প্রস্থান।

বাণী। মা! আজ একটা কথা তোমায় বল্‌তে হবে! না বল্‌লে ছাড়্‌বো না। অনেক দিন হ'তে বল্‌বো বল্‌বো ক'রেও বল্‌তে পারি নাই।

গায়ত্রী। কি?

বাণী। আমায় তুমি কোথায় পেলে?

গায়ত্রী। এই কথা? এ শুনে আর তোর লাভ কি?

বাণী। তোমারও তো ক্ষতি কিছু নাই! বল মা, কোথায় পেলে আমায়?

গায়ত্রী। কাশীতে—বিশ্বনাথদর্শনে গিয়ে। হ'লো তো?

বাণী। আমার একবার কাশী দেখ্‌বার ইচ্ছে হ'চ্ছে যে মা!

গায়ত্রী। কাশীর আর কি দেখ্‌বি বাণী! সেখানে তোর কেউ নাই

বাণী। সে মাটীটা প'ড়ে আছে তো, যেখানে তুমি আমায় প্রথম কোলে তুলেছিলে?

গায়ত্রী। সে মাটী আজ হয় তো তোকে জ্বালিয়ে দেবে!

বাণী। তুমি থাক্‌বে তো সঙ্গে? জ্বালার ওপর হাত বুলিয়ে দেবে। চল না মা, এখনই—এই দণ্ডে!

গায়ত্রী। যাবি? তাই চ'। আমারও আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা নাই। স্বামী ছুটেছেন আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে—ত্বরিতগমনে—স্থির-লক্ষ্যে, আমিও চলি সেই শূন্যদৃষ্টিতে—ধীরে ধীরে—করুণার জোয়ারে গা ভাসান দিয়ে। মিলিত হবো সেই অনন্তে—বিরাট মহিমার জ্যোতিঃ-প্রপাতে! চল ব্রাহ্মণ! ভ্রমণ-বাসনা তোমার বলবতী; আমারও কর্ম্ম শেষ। এত দিন আমি তোমায় নিয়ে এসেছি মায়ের মত, এইবার তুমি আমায় নিয়ে চল পিতার মত।

সায়ন। আমি পিতা হ'লুম মা তোর, যেমন পিতা জনক ঋষি অযোনিসম্ভবা জগন্মাতা সীতার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবগিরি—রাজসভা।

গঙ্গু ও জাফর আসীন।

গঙ্গু। দিল্লীর আর কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছ কি জাফর?

জাফর। দিল্লীর সাড়া-শব্দ বোধ হয় আর এখন পাওয়া যাবে না পিতা! সম্রাটের খাম-খেয়ালী মেজাজ! তাঁর চোখে যখন যেটা পড়ে, তাই নিয়ে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন; বাধা পেলে আর সে দিকে যান না, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নূতন কিছু ধরেন। এখন বোধ হয় তাই; দাক্ষিণাত্য ছেড়ে দিয়ে আবার হয় তো কোন দুর্ভাগ্য দেশের ওপর ঝুঁকেছেন।

গঙ্গু। তাই বটে! একটা জীবনে ইনি অনেক রকমই দেখ্‌লেন। তবে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করার কি হয় জাফর?

জাফর। এখন তো আর তিনি নিজে দেখা দিতে আস্‌বেন না পিতা! তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'লে আমাদিকেই যেতে হবে।

গঙ্গু। পার্‌বে—পার্‌বে পুত্র আমায় নিয়ে যেতে সম্রাটের কাছে? তাঁকে একবার দেখ্‌বার আমার বড় ইচ্ছা। আগে যে দেখেছিলুম, সে দেখায় আমার তৃপ্তি হয় নাই; আমি চাইতেই পারি নাই তাঁর পানে

পূরো চোখ দুটো দিয়ে। তিনি ছিলেন সম্রাট, ভারতের শীর্ষে—বহু উচ্চে—সাধারণের দৃষ্টি যতদুর চলে না, সেইখানে,—আমি ছিলুম তাঁর সভাতলে গণক ব্রাহ্মণ—যাচকের বৃত্তি নিয়ে মুখাপেক্ষী—ভগবানের জীব যতটা নাম্‌তে পারে না, তত নীচে। তাঁর হাতে ছিল দণ্ডাজ্ঞা, মার্জ্জনা, দণ্ডে দণ্ডে নূতন নূতন কত কি! আমার কাছে ছিল শুদ্ধ একটী তথাস্তু। তিনি কর্‌তেন মুহুর্মুহুঃ অনল-উদ্গার, আমার ছিল প্রবল হজমশক্তি সর্ব্বভুককেও জীর্ণ ক'রে নেবার। একবার দেখা করাতে পার পুত্র এই সময়? দেখি, এ দেখাদেখিটা কি রকম? তিনি সম্রাট, আমিও রাজা। তাঁর আর্য্যাবর্ত্ত, আমারও দাক্ষিণাত্য। ভারত-আকাশের এক দিকে তিনি প্রচণ্ড সূর্য্য, আমিও অন্য দিকে শীতাংশু চন্দ্র।

জাফর। দেখা করাবো পিতা! পুত্রে যখন নরক হ'তে পরিত্রাণ ক'রে পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করাতে পারে, আমি দিল্লীশ্বরকে দেখাতে পার্‌বো না? আদেশ করুন, সেনা-সজ্জা করি।

গঙ্গু। না—কাজ নাই। দু-জনার সংঘাতে এখনই আকাশখানা দীর্ণ হ'য়ে যাবে। গৌরব নিয়ে লোফালুফি কর্‌বো আমরা, মর্‌বে কতকগুলো নিরীহ। না জাফর! রক্তপাত ক'রে আর এ জিদ রাখ্‌তে চাই না! সময় আস্‌বে না কি? তবে—আমারও আর সময় নাই কিন্তু! সায়নাচার্য্যের সে বীজের চারা দিনে দিনে ডাল-পালা মিল্‌ছে, ফুল ধর্‌লো ব'লে। না—থাকে এ আপ্‌শোষটা না হয় থেকে যাক্, জীবনটায় দমন কর্‌বার একটা কিছু চাই তো! ও কারা আস্‌ছে জাফর?

জাফর। আজ নববর্ষ পিতা! এখানকার পদ্ধতি এই, বৎসরের প্রথম দিনে দেবগিরির সমগ্র কুমারীরা সমবেত হ'য়ে এখানে যিনি রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি থাকেন, তাঁর কপালে মঙ্গল-ফোঁটা দিয়ে যান; তাই বোধ হয় তাঁরা আস্‌ছেন।

গঙ্গু। ও আমারই যে ভুল হ'চ্ছে। এই রকম নববর্ষে আমারও মা-ভগ্নিরা যে এই রকম যার তার কপালে এই ফোঁটাই দিয়ে গেছেন। এস—এস মা সকল!

গীতকণ্ঠে কুমারীগণ উপস্থিত হইলেন।

কুমারীগণ।—

গীত।

আজি এ নব বরষে নবীন হরষে
হসিত দেবগিরি নব রবিকর পরশে।
শ্যামল তনুখানি সোহাগে শিহরিত,
স্বভাব পেয়েছে ফিরে ঘুচেছে যা অভিনীত,
সেই মুখ সেই হাস, মুক্ত জলদরাশি,
সেই সে নীলিম আঁখি পুলকধারা বরষে।

গঙ্গু। ও ফোঁটাটা মা! তোমরা এই জাফরের কপালে দাও।

জাফর। আমার কপালে? ও যে রাজফোঁটা!

গঙ্গু। একই কথা! দিচ্ছিলো রাজার কপালে, না হয় দেবে রাজ-পুত্রের কপালে। দাও মা, দাও।

জাফর। তবে মা, তোমাদের ও ফোঁটা আগে আমার পিতার পা ছুঁইয়ে তারপর আমার কপালে দাও।

গঙ্গু। তাই কর মা! আর এই তোমাদের এ ফোঁটা দেওয়ার শেষ। আমি এ প্রথা এর পর হ'তে উঠিয়ে দিলুম। যদি তোমাদের একান্তই এটা রাজার কল্যাণ ব'লে মনে হয়, যখন যিনি রাজা থাক্‌বেন, তাঁর নাম ক'রে এই ফোঁটা উমা-মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে দিও; তা হ'লেই রাজার পাওয়া হবে। আর তোমাদের রাজসভায় আস্‌তে হবে না।

কুমারীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মঙ্গলময় তুমি স্নেহাশীষ কর দান,
বাড়ালে আদরে যদি অপরাধিনীর মান,
অতীতের যত ব্যথা,
ভুলেছে সে উপকথা,
চুম্বন দাও এবে বসায়ে পবিত্র উরসে।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। জাফর! কি সুন্দর বাবা এই নারী-জাতিটা, কেবল মঙ্গল নিয়েই মেতে আছে!

আবেদীন উপস্থিত হইল।

আবেদীন। এদের জন্য একটা কিছু করা উচিৎ নয় কি? সবাইকার জন্য তো সব রকম হ'লো; কিন্তু এরা যে জগতে এত মঙ্গল বিলিয়ে বেড়াচ্ছে—অযাচিতভাবে আশা না রেখে, আপনার দিকে না চেয়ে, এদের পানে তো দেখা হয় নাই!

গঙ্গু। এদের জন্য কি করা যেতে পারে আবেদীন?

আবেদীন। আমার ইচ্ছা এদের পূজার ব্যবস্থা হোক্। এর নাম হবে মাতৃপূজা। এরা এই রকম দশভূজার মত দিব্য মূর্ত্তি নিয়ে দশ দিকে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে বেড়াবে, আমরা সমগ্র পুরুষ-জাতি প্রতি গৃহে প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় এদের পায়ে অঞ্জলি দেবো, আর শারদ উৎসবের শানাইয়ের মত সব প্রাণটুকু দিয়ে সুধাকণ্ঠে গাইবো—জয় মা! জয় মা! এদের মধ্যে আর অবরোধ প্রথা থাক্‌বে না, বরদার মত অবাধগতিতে সম্পদে বিপদে বুক দিতে ছুট্‌বে। আমরাও আর সে লালসার চক্ষু রাখ্‌বো না।

অসঙ্কোচে অঞ্চলাগ্র জড়িয়ে ধর্‌বো। এদের নিয়ে আর সে কামক্রীড়া চল্‌বে না, এরা থাক্‌বে শুদ্ধ মা হ'য়ে। আমাদের মধ্যেও আর স্বামী হওয়া উঠে যাবে, হ'য়ে থাক্‌বো যুগ-যুগান্তর এদের পুত্র।

গঙ্গু। উচ্চ ইচ্ছা আবেদীন তোমার! উচিৎ ছিল এই রকম হওয়াই। কিন্তু প্রকৃতির তা ইচ্ছা নয়; সৃষ্টি থাক্‌বে না।

আবেদীন। কেন থাক্‌বে না? এদের এই রকম ক'রে রাখ্‌তে পার্‌লে সৃষ্টির জন্য যখন যে রকম সন্তান দরকার হবে, এরা বিনা গর্ভধারণে ইচ্ছামাত্রেই দেবে। মা দুর্গা মানসপুত্র গণেশকে দেয় নাই? যিনি সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, সকল যজ্ঞে যাঁর আহ্বান আগে!

মঞ্জুলা উপস্থিত হইল।

মঞ্জুলা। তুমিও আমার অনেকটা সেই গণেশই আবেদীন! অন্য দিকে সাদৃশ্য যতটা থাক্ বা না থাক্, তাঁর মত বেশ আপনার মনে গান গাইতে পার। কেউ শুনুক্ না শুনুক্—কারো ভালো লাগুক্ না লাগুক্, তুমি নিজে গাও—নিজে শোন—আপনার ভাবে আপনি মাতোয়ারা—স্বীয় গুণপনায় স্বয়ং সাবাস দাও। আমি কি তোমায় এই জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম পুত্র? কি বল্‌তে ব'লে দিয়েছিলুম—মনে আছে, না ভুলে গেছ যা তা নিয়ে?

আবেদীন। বড় যা তা নিয়ে নয় মা! আমি তোমাদের পূজার ব্যবস্থা কর্‌ছি। কি রকম হবে জান?

মঞ্জুলা। থাক্—আর জেনে কাজ নাই। আমারই ভুল হয়েছিল তোমায় এ সব কাজে পাঠানো,—তুমি এদিককার নও।

আবেদীন। ঠিক ধরেছ মা এত দিনে! আমি ওদিককার নই। আমি গণেশ, থাক্‌বো কেবল ঐ গণেশজননীর কোলে চ'ড়ে। তোমার

ওদিককার জন্য আমার কার্ত্তিক ভায়ারা আছে শক্তি নিয়ে—ময়ূরাসনে—মায়ের মুখাপেক্ষী হ'য়ে।

মঞ্জুলা। ব্রাহ্মণ! আর্য্যাবর্ত্তের কোন সংবাদ রাখ, না দাক্ষিণাত্য পেয়েই দরকার মিটিয়ে ফেলেছ? আর অবসর নাই কোন দিক্ দেখ্‌বার?

গঙ্গু। কি সংবাদ আর্য্যাবর্ত্তের দেবী?

মঞ্জুলা। পাঞ্জাব লুট হবে—আগ্রার কৃষকদের গুলী ক'রে মার্‌বে—তোমাদের রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগুন দিয়ে পোড়াবে।

জাফর। ওঃ—সম্রাট! এই কি মানুষের শাসন? এ পালন না গ্রাস?

গঙ্গু। গ্রাস—গ্রাস—সর্ব্বগ্রাস! এখন আমরা কি করি মা?

মঞ্জুলা। যা তোমাদের অভিরুচি! আমি নারী, সংবাদ এনে দিলুম, এই ঢের। এইবার কি কর্‌বে না কর্‌বে, সেটা তোমরা পুরুষ—তোমাদের বিবেচ্য। তবে আমি আমাদের মত এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি,—আমরা এই নারী-জাতিটা রাজা-বাদসাহ দীন-দরিদ্র বাছি না, কায়মনে পূজা করি সেই পুরুষদের, যারা প্রবলের বিরুদ্ধে আপনা হ'তে আর্ত্তের জন্য বুক দেয়—নিজের আত্মীয়-বন্ধু মা-ভগ্নীর সঙ্গে তুলনা ক'রে পরের পানে চায়—ধূপের মতন আপনি পুড়ে জগৎখানায় আমোদিত করে। আর ঘৃণা করি তাদের, যারা কুক্কুরের মত আপনার সুখে লালায়িত, নদীস্রোতের মত নিজের দাঁড়াবার জায়গা খুঁজ্‌তে ক্রমাগত নীচের দিকেই যায়। পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মত সূর্য্যতাপে শুদ্ধ তাতে, কিন্তু দেশের দুর্দ্দশায় উদাসীন—প্রতীকারবিহীন—দাঁড়িয়ে দেখে। এস আবেদীন! আমারও এদিককার এই শেষ,—তোমার পিতা অপেক্ষা কর্‌ছেন।

[প্রস্থান।

আবেদীন। কি ভাব্‌ছো ব্রাহ্মণ? এদের পূজা কর্‌তে হবে না?

প্রকৃত পূজা পাবার অধিকারী এরাই। এত তেজস্বিতা, তার সঙ্গে এত কাতরতা, দৈন্যের হার গলায় প'রে মূর্ত্তিমান গর্ব্ব, অসি মুণ্ড আর বরাভয় একাধারে সাজানো। আমরা মাটীর ঠাকুর গড়ি, মস্‌জিদে যাই, আমাদের ঘরে ঘরে চতুর্ভুজা—গৃহে গৃহে খোদার চেরাক! ভাব—ভাব এদিকে নিয়ে একটু।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। জাফর!

জাফর। পিতা!

গঙ্গু। পার্‌বি আর্য্যাবর্ত্ত যেতে?

জাফর। যমের মুখে যেতেও জাফর পশ্চাৎপদ নয়, যদি আপনার ইচ্ছা হয়।

গঙ্গু। আমার ইচ্ছা—আমার ইচ্ছা বাবা! এমন একটা বিদ্যা পাই, উড়ে গিয়ে ঐ যমের চুলের মুঠী ধরি—তার হাতের ঐ রক্তাক্ত গদা টান মেরে কেড়ে নিয়ে তার মাথাতেই বসাই; জগদীশ্বরের রাজ্যে চাকরী নিয়ে প্রকাশ্যে প্রভুর মাথায় ওঠার কেমন মজা, বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিই। আর একবার আমি তপস্যায় বস্‌বো; সেই রকম! সেই মার্জ্জনার জ্বালায় অধৈর্য্য হ'য়ে কৃষ্ণার তীরে যেমন এক দিন বসেছিলুম। একবার চোখ বুজে এত বড় দাক্ষিণাত্য পেয়েছি, আর এই একটা সামান্য বিদ্যা বশে আস্‌বে না?

জাফর। ও বিদ্যা আপনার বশীভূতই আছে পিতা! ওর জন্য আপনাকে আর ধ্যানমগ্ন হ'তে হবে না। আমি আপনার ঐ ইচ্ছার মত উড়েই যাবো, মৃত্যুর দেবতাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আপনার সামনে এনে ধ'রে দেবো! দেখাবো—আপনার এ তপস্যা অনেক দিনের করা,—তার ফল-লব্ধ সে বিদ্যা আমি।

গঙ্গু। পার্‌বি? পার্‌বি জাফর? যা বল্‌লি, পার্‌বি? একটা দিন—অন্ততঃ একটা মুহূর্ত্তের জন্য?

জাফর। না পারি, এ মুখ আর আপনাকে দেখ্‌তে হবে না পিতা! জাফরের নাম-গন্ধও আর জগৎ খুঁজে পাবে না,—তার সেবক-ব্রতের এইখানেই উদ্‌যাপন। আবার পিতা ব'লে ডাক্‌বো, যদি আবার আস্‌তে পারি এই ক্রীতদাসের জন্ম নিয়ে ফিরে।

গঙ্গু। [চমকিত হইয়া] ধীরে জাফর ধীরে! আমি অন্যায় উত্তেজিত হয়েছিলুম বাবা! যাক্ আগ্রা অযোধ্যা পুড়ে ছারখারে—হোক্ পাঞ্জাব লক্ষ্মীছাড়া—থাকুক্ মহম্মদ তোগলক রক্তপিপাসা নিয়ে যুগ-যুগান্তর বেঁচে! থাক্ আর্য্যাবর্ত্ত যেতে, তোর মরা হবে না।

জাফর। এ আবার কি পিতা? পরের সর্ব্বনাশ চোখের ওপর দেখে এরূপ অনুমতি তো আপনার মুখে কখনও শুনি নাই।

গঙ্গু। শুনিস্ নাই ব'লে কি শুন্‌তেও নাই? আজ শোন্, তোর মরা হবে না।

জাফর। পিতা! জীবনে কখনও আপনার প্রতিবাদ করি নি!

গঙ্গু। আজও কর্‌তে পাবি না। তোর মরা হবে না।

জাফর। যুদ্ধে গেলেই কি সবাই মরে?

গঙ্গু। আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর্, আপনার মাথা বাঁচিয়ে যুদ্ধ কর্‌বি?

জাফর। সে আবার কি রকম যুদ্ধ পিতা?

গঙ্গু। যে রকমই হোক্, যতটা থাকে না থাকে। তোর মরা হবে না। তুই মর্‌লে আগ্রা অযোধ্যা বাঁচ্‌বে, এমন যদি কোন দৈববাণী করা থাক্‌তো, তুই আমার এত আদরের—আমি নিজে হাতে তোর গলা টিপে মার্‌তুম! তা যখন হবে না—শুধু মরাই সার, কি লাভ ওতে? বীরত্ব

দেখানো? ও বাহাদুরি আমি পছন্দ করি না। তার চেয়ে তুই বাঁচ্, অমন আগ্রা অযোধ্যা আমি এই ভারতবর্ষটায় শত সহস্র গ'ড়ে দেবো।

জাফর। তাই হবে পিতা! আপনার অনুমতি। আমি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ কর্‌বো, মাত্র প্রাণটা বাঁচিয়ে। তারপর পরমেশ্বরের ইচ্ছা—নিয়তির নেমি—আর আগ্রা অযোধ্যার অদৃশ্য চিত্রিত ভাগ্য। বিদায়!

[পদধূলি গ্রহণান্তর প্রস্থান।

গঙ্গু। আগ্রা অযোধ্যা থাকবে না; পুড়্‌বেই পুড়্‌বে! শেষ নিশ্বাস ছাড়্‌বে তো এইখানেই! তবে আর হ'য়ে এসেছে! জাফর গেছে—উমেদ-আলি নাই—ফিরোজও যাওয়াই; কিস্তি রুখ্‌বে কে? মাৎ সামালো মহম্মদ! গজ ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি ক'রে কিছু কর্‌তে পারে নাই ব'লে আপনাকে এত বড় দেখো না। ব'ড়ে যাচ্ছে দাবার ঘরে সাংঘাতিক হ'য়ে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—পথ।

গীতকণ্ঠে আদিদেব যাইতেছিল।

আদিদেব।—

গীত।

ওঠ্ রে কে কাঁদিস্ আর মরা মায়ের বুকে প'ড়ে।
ছেড়ে দে অভাগিনীর মায়া, ও ফাঁকি দেয় হায় এম্‌নি ক'রে॥

আস্‌ছে রে ওর চিতার কাঠ ঘৃতের কলস ভারে ভার,
আগুন দেবে সতীনপুত্র নূতন স্মৃতির আবিষ্কার,
আজ সীতার দেশে লঙ্কাকাণ্ড বাল্মীকির যায় বুদ্ধি হ'রে।

[প্রস্থান।

জ্বলন্ত মশালহস্তে সৈন্যগণ, পশ্চাৎ মহম্মদ তোগলক উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ। আগুন লাগাও! গর্ব্বিত অযোধ্যা কদর্য্য বারাঙ্গনার মত কল্পিত সজ্জায় বেশ সেজে আছে। লাগাও আগুন ওর বাহ্যিক চাকচিক্য, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার ফলানো রূপের মাথায়। তোমরা এক এক জন এক এক দিকে উল্কার মত ছুটে যাও, সঙ্গে সঙ্গে সেদিকগুলোয় দিক্‌দাহী অনল-শিখা দাউ-দাউ ক'রে খেলে উঠুক্। আমি এইখান হ'তে দাঁড়িয়ে দেখি অগ্নির রাক্ষসী ভোজন, আর তোমাদের ক্ষিপ্র হস্তের পরিবেশন। কারও অনুনয় শুন্‌বে না; বাধা দেয়, গুলী চালাবে। আমি দেখ্‌তে চাই দণ্ডের মধ্যে এই অযোধ্যার একটী পল্লী—একখানি কুটীর—একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত নাই।

সসৈন্য জাফর-খাঁ উপস্থিত হইলেন।

জাফর। এত অবিচার খোদারও সহ্য হবে না।

মহম্মদ। জাফর! বিল্বপত্রভোজী কাফের গঙ্গু ব্রাহ্মণের নফর!

জাফর। নফর তো গৌরবান্বিত শব্দ সম্রাট আমার ধারণায়; এ হ'তে যদি কোন হীন শব্দ অভিধানে থাকে, গঙ্গু ব্রাহ্মণের আমি তাই। তিনি নিরাশ্রয় আমায় আশৈশব পুত্রস্নেহে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছেন, যৌবনে কর্ম্মের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন, তাঁরই অপার করুণায় এ নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রতিম পাঠানের মধ্যে মনুষ্যত্বের উন্মেষ। আমি অকৃতজ্ঞ

নই সম্রাট, যেমন আপনি। যে প্রজা আপনার দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রাতঃ-সন্ধ্যা পরমেশ্বরের পায়ে মাথা ঠুক্‌ছে, পুত্রের মত প্রতিনিয়ত যারা আপনার প্রয়োজনেই বিক্রীত, যাদের হৃদয়-রক্ত শোষণ ক'রে আপনার রাজভাণ্ডার, যা দিকে নিয়ে আপনি সম্রাট, আজ এসেছেন তাদের ঘর জ্বালাতে—সর্ব্বস্বান্ত কর্‌তে—স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে পথে বসাতে! কি অপরাধ করেছে এই অযোধ্যা সম্রাট ?

মহম্মদ। তার কৈফিয়ৎ আজ আমায় তোমায় দিত হবে না কি জাফর-খাঁ ? তুমি তার কি বুঝ্‌বে মূর্খ! দীন ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীর পরিমার্জ্জন ক'রে উচ্ছিষ্ট আতপ-অন্ন ভক্ষণ করা তোমার বৃত্তি, এ সব রাজা-প্রজা, অপরাধ-নিরপরাধ, দণ্ড-মার্জ্জনায় তোমার খোঁজ কেন ? অযোধ্যা কি অপরাধ করেছে, সে আমি বুঝ্‌বো।

জাফর। শুধু আপনি বুঝ্‌লে হবে না সম্রাট! জগতও বুঝ্‌তে চায়—তাকে বোঝাতে হবে। সে আপনার প্রচলিত চর্ম্মমুদ্রা নেয় নাই, এই তো ?

মহম্মদ। কেন নেয় নি ? কি ক্ষতি ছিল তাতে এদের ? আমার সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্রই যখন এই প্রচলন, তখন ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান কোন দিকেই তো এদের কোন অসুবিধা হ'তো না ; কিন্তু এটা জিদ! বিচারে বস্‌লো—বিদ্রোহের সুর তুল্‌লো—মাথা ফুঁড়ে উঠ্‌তে গেল। কোথায় রইলুম আমি তাদের একান্তনির্ভর রাজা! কোথায় রইলো তারা আমার প্রয়োজনে বিক্রীত পুত্র ? ভাবা উচিৎ ছিল যে, আমি আজ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে চর্ম্মমুদ্রা দিচ্ছি, সেই আমি হয় তো এমন দিন আস্‌তে পারে—ঐ চর্ম্ম-মুদ্রা ফিরিয়ে নিয়ে দু-হাতে স্বর্ণ-মুদ্রা বিতরণ ক'রে যাবো।

জাফর। এ কখনও ভাবা যায় না সম্রাট যে আপনার জীবনে আবার স্বর্ণবৃষ্টির দিন আস্‌বে।

মহম্মদ। তুমি সাবধানে কথা কইবে জাফর-খাঁ!

জাফর। আপনিও খুব সতর্কে পা ফেল্‌বেন সাহান-সা!

মহম্মদ। আমাকে সতর্ক কর জাফর-খাঁ—তুমি?

জাফর। আমায় কি সম্রাট এত ক্ষুদ্র দেখেন?

মহম্মদ। তুমি কি দাক্ষিণাত্যটা নিয়ে তোমায় এত বড় বিবেচনা কর? তুমি যতই মাথা তোল জাফর-খাঁ, আমি তোমাকে আমার এই পয়জারের নিম্নেই দেখ্‌বো। কাল আমি তোমার হাতে আমার অজীর্ণ টা বমন ক'রে দিয়েছি, তুমি প্রসাদের মত চেটে খেয়ে ধন্য হ'য়ে গেছ। আজও তুমি একজন ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস, আমি এখনও দিল্লীর সম্রাট; তুমি রবিতপ্ত বালুকণা, আমি স্বয়ং সূর্য্য।

জাফর। মেঘ ক'রে এসেছে সম্রাট চারিদিক ছেয়ে,—সূর্য্যের গৌরব যে যায়!

মহম্মদ। জানি—উঠেছি যখন, অস্তও যেতে হবে; জ্বল্‌তে ছাড়্‌বো কেন?

জাফর। খুব জ্বলেছেন সাহান-সা! আপনার এই খ-ধূপের মত আকস্মিক জ্বলায় সমস্ত ভারতবর্ষটা জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে উঠেছে,—আর জ্বল্‌বেন না। এইবার জ্বল্‌তে গেলে নিজেই ছাই হ'য়ে যাবেন। মঙ্গলের জন্যই বল্‌ছি আপনার, অযোধ্যা ছাড়ুন।

মহম্মদ। জাফর! অনেক দিন হ'তে আমি তোমায় খুঁজছিলুম,—খোদা বেশ সময়েই মিলিয়ে দিয়েছে। আজ অযোধ্যা জ্বালাবো, আর তোমার জিবটা উপড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে সেই আগুনে পোড়াবো।

জাফর। তা হ'লে জাঁহাপনারও জীবন সম্বন্ধে জগৎ সন্দিহান।

মহম্মদ। সৈন্যগণ! প্রভুদ্রোহী বেইমান যেন আর একটা কথা আমার সাম্‌নে না কইতে পারে।

জাফর। নীরবতা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর সম্রাট!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও সসৈন্য জাফরের রণভঙ্গ ও প্রস্থান।

মহম্মদ। পালাস্ না—পালাস্ না জাফর! মেঘ হ'য়ে এসেছিলি সূর্য্য ঢাক্‌তে, চেতন ছিল না বুঝি, যত বড়ই হোক্ মেঘ—সে সূর্য্যেরই তৈরী করা? পালিয়ে যাবি কোথায় মূর্খ? মৃত্যুর লক্ষ্য জগৎ জুড়ে। সৈন্যগণ! চল্লুম আমি কাফেরের শাস্তি দিতে! তোমরা থাক অগ্নি-কাণ্ডে অযোধ্যার ধ্বংসে, মায়াহীন—করুণাশূন্য—কুলিশ-কঠোর প্রেত-মূর্ত্তি ধ'রে।

[প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা—আল্লা—হো!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে অযোধ্যাবাসীগণ।

অযোধ্যাবাসীগণ। আগুন! আগুন!

সৈন্যগণ। আল্লা—আল্লা—হো!

অযোধ্যাবাসীগণ। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হলো!

সৈন্যগণ। আল্লা—আল্লা—হো!

অযোধ্যাবাসীগণ। রক্ষা কর ভগবান্! বিচার কর পরমেশ্বর!

সৈন্যগণ। আল্লা—আল্লা—হো!

গীতকণ্ঠে আদিদেব উপস্থিত হইল।

আদিদেব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আজ কোথায় তুমি শ্রীরামচন্দ্র কোথা তোমার সে শাসনকাল,

আজ তোমার অযোধ্যা অগ্নিসাৎ তোমার সরযূ রক্তে লাল,—

দেখ মা জানকী জগদারাধ্যা, এক দিন এই পাপ অযোধ্যা,
তোমার কুৎসা শুনায়ে শ্রবণে,
শ্রীরামচন্দ্র করিল বাধ্য সীতারে ত্যজিতে বনে,—
তারই শোধ বুঝি হ'লো এত দিনে প্রকৃতি ছিল সে দাগাটী স্ম'রে ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আগ্রা—বনভূমি।

কৃষকগণ ও কৃষকপত্নীগণ।

গীত।

পু।— কপাল দোষে কৃষকদের আজ আস্‌তে হ'লো দেশ ছেড়ে।
স্ত্রী।— দেখিনি তো এমন কোথাও পেটের খোরাক নেয় কেড়ে
পু।— দোষ আমাদের জানি না তো শুধুই কেবল দণ্ড সই,
স্ত্রী।— আমরা যেন মানুষ হ'য়ে থাক্‌বার অধিকারী নই,
পু।— বাপের ভিটে ছাড়্‌তে হ'লো, আর দুঃখের কি বাকী বলো,
স্ত্রী।— আমাদের যে সাজানো ঘর—উঃ—এ দাগা দিলে কে রে?
পু।— যা হোক তবু খাট্‌বো খাবো পাবো কতক মনের সুখ,
স্ত্রী।— না খেতে পাই দেখ্‌বো চোখে সোয়ামী পোয়ের হাসি-মুখ,
পু।— সুখের বাস এ পাতার কুঁড়ে, জীবন গেছে তেতে পুড়ে,
স্ত্রী।— দূরে যাক্ সে সোণা দানা, চাই না আল্‌তাপেড়ে,
সকলে।— আমরা অভাবে আজ স্বভাব পেলুম জিৎ হয়েছে হেরে হেরে ॥

সসৈন্য মহম্মদ তোগলক উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ। চারিদিক ঘেরাও হয়েছে ?

সৈনিক। হুজুর !

মহম্মদ। একটা পিঁপ্ড়েরও পর্য্যন্ত পালাবার পথ নাই ?

সৈনিক। খোদাবন্দ !

মহম্মদ। সমস্ত কৃষক এই বনেই ?

সৈনিক। জনাব !

মহম্মদ। গুলী চালাও। আগ্রা হ'তে উঠে এসে বড় সুখে আছে এখানে। জাল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে—জানে না যে জালেই আছি। চালাও গুলী ! ঢুকে যাও বনের ভেতর কতকগুলো তোমাদের,—দেখ, কে কোথায় আছে ! স্ত্রী-পুরুষ—শিশু-বৃদ্ধ কেউ বাদ যাবে না, সময় অসময় অবস্থা কিছু দেখবে না। যাও, তোল একটা গগনভেদী কান্নার সুর—করতালি দাও তালে তালে—হাস্‌তে থাক হো-হো শব্দে দৈত্য তাণ্ডবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে।

সসৈন্য জাফর-খাঁ উপস্থিত হইলেন।

জাফর। সম্রাট ! কি হ'লে আপনি শান্ত হন ?

মহম্মদ। সন্ধি করতে এলে জাফর-খাঁ এবার ?

জাফর। তাই বটে সম্রাট ! আপনি তো নির্ব্বিকার হ'য়ে জগত-খানার উপর চমৎকার প্রতিশোধ নিচ্ছেন, কিন্তু আমরা যে আর চক্ষে দেখ্‌তে পারি না ! এই বনমধ্যস্থ নিরীহ কৃষকগণ, এদের স্বামী-অনুগামিনী সরলা পত্নীরা, তাদের ক্রোড়স্থ স্তন্যপায়ী শিশুসমষ্টি, সবাই মিলে শত অভাবের মধ্যেও আধপেটা খেয়ে কৌপীন এঁটে হাসিমুখে খেটে সুন্দর

একটা শান্তির হাট বসিয়েছে, আজ তাদের ওপর—ওঃ সম্রাট! আমি স্বীকার কর্‌ছি, আপনি জয়ী। আপনি সূর্য্য, আমরা আপনার অনেক নীচে। কিন্তু জনাব! সূর্য্যের কর্ম্ম কি শুদ্ধ অগ্নিবর্ষণে ধরিত্রীটায় জ্বালানো? প্রকৃতিস্থ হোন্ সম্রাট! বিচার করুন—আপনি খোদার প্রতিনিধি! বলুন, কি হ'লে আপনার এ রক্ত-পিপাসার নিবৃত্তি হয়?

মহম্মদ। এ পিপাসা তৃপ্তিহীন জাফর-খাঁ! এর নিবৃত্তি নাই। যতক্ষণ আমি আছি—যতক্ষণ মানুষ আছে—যতক্ষণ তাদের মধ্যে তপ্ত শোণিতের একটা বিন্দু আছে, মহম্মদের এ পিপাসা ততক্ষণকার।

জাফর। কিন্তু—এদের মধ্যে তো এক বিন্দুও সে গরম হবার রক্ত নাই সম্রাট! এরা যে সরল কৃষক—সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত। এদের অপরাধ তো পেটের খোরাকার সিকি ভাগ না দেওয়া?

মহম্মদ। আবার সেই অপরাধ নিয়ে এসে ফেল্‌লে! শেষ কথা শুনে নাও জাফর! আমার মধ্যে বিচার নাই; লোকে পশু শিকার করে, আমি মানুষ শিকার কর্‌তে বেরিয়েছি।

জাফর। আপনিও মানুষ তো?

মহম্মদ। ছিলুম, কিন্তু মানুষে আমার মনুষ্যত্ব খেয়ে দিয়েছে।

জাফর। কিসে?

মহম্মদ। এই ধর তুমি—আমার সেনাপতি—দেহরক্ষী ভৃত্য; গঙ্গু আমার গণক—অন্নদাস, উমেদ-আলি আমার বন্ধু—হৃদয় দেওয়া; ফিরোজ আমার ভাগিনেয়—জামাতা; আজ কে কোথায়? যে বুকে মানুষ হয়েছ, একজোট হ'য়ে সেই বুকেই ছুরী ধরেছ!

জাফর। ও,—এ দেখ্‌ছি আপনার ধ্বংসকালে বিপরীত বুদ্ধি! যারা ছুরী ধর্‌লে, তাদের কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না,—তালটা পড়্‌লো ক-টা দুর্ব্বল গো-বেচারার মাথায়!

মহম্মদ। তোমরাই বা গেছ কোথায় ?

জাফর। বহু দূরে ; সম্রাটের শক্তি যতটা পৌঁছাতে পারে না।

মহম্মদ। শক্তি না পৌঁছায়, নিশ্বাসও পৌঁছাবে।

জাফর। পৌঁছালেও ও নিশ্বাসের ওপর বিশ্বাস কর্‌বেন না! ও যদিও যাবে আপনার কাছ হ'তে সর্পের আকারে, কিন্তু সেখানে গিয়ে মাথায় ঠেকে হ'য়ে যাবে ফুল। সাবধান সম্রাট! যা করেছেন—করেছেন, আর এ কৃষককুল নির্ম্মূল কর্‌বেন না,—এদেরই পরিবেশনে জগৎটা খাচ্ছে।

মহম্মদ। আবার তুমি আমায় সাবধান হ'তে বল কাপুরুষ—ভীরু! শিক্ষা পাও নাই ? পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে, চেতন নাই ? এখনও কি আশা কর আমার গতিরোধের ?

জাফর। তা না পারি, দস্যুসম্প্রদায়ের যটাকে পারি, কমাবো।

মহম্মদ। বুঝেছি, এবার মৃত্যু তোর চুলের মুঠি ধরেছে। সৈন্যগণ!

জাফর। তা হ'লে এবার সুমেরু-চূড়া খ'সে পড়্‌বে সমুদ্রের জলে তোল-পাড় ক'রে!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ]

জাফর। ওঃ—পারলুম না! হতভাগ্য কৃষকগণ! তোমাদের বাঁচাতে পার্‌লুম না,—ঈশ্বরের পায়ে তোমরা অপরাধী।

[সসৈন্যে রণভঙ্গ ও প্রস্থান।

মহম্মদ। আজ তোর কিছুতেই অব্যাহতি নাই গুপ্ত দস্যু! কাল পশ্চাৎগামী। [সৈন্যগণের প্রতি] তোমরা বনে প্রবেশ কর ; যা যা ব'লে দিয়েছি, অক্ষরে অক্ষরে! এক বিন্দু শৈথিল্যে দিতে হবে অমূল্য জীবন।

[প্রস্থান

সৈন্যগণ। [বন্দুকের শব্দকরণ।]

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে]

কৃষকগণ। প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!

সৈন্যগণ। [বন্দুকের শব্দ]

কৃষকগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর!

সৈন্যগণ। [গুলীকরণ]

কৃষকগণ। কি নিষ্ঠুরতা—কি অত্যাচার!

সৈন্যগণ। [তথাকরণ]

কৃষকগণ। ওঃ—ভগবান!

জনৈক সৈনিক উপস্থিত হইল।

সৈনিক।—

গীত।

হা-হা-হা-হা, হো-হো-হো-হো, একদম খতম কাম।
জঙ্গলমে আউর কোই নেহি হ্যায় লালে লাল সব নিমকহারাম॥
আচ্ছি মেরা গুলীক। তারিফ, ভোর দুনিয়াকো দিয়া ইয়াদ,
খোদাকা ইস্ চিড়িয়া বাগ্‌মে ঘুমতা রাহা হাম সৈয়াদ,
যেত্তা দুষমুন লিয়া শির,
খোস রহেগা মনিব মেরা মিল যাগা জায়গীর;
দৌলতখানামে বল্‌বে আমীর কেয়া বড়িয়া হাম॥

মহম্মদ পুনঃ উপস্থিত হইলেন

মহম্মদ। চ'লে গেল সয়তান হাওয়ার মত কোন্ গুপ্ত পথ দিয়ে অনর্থক কতকগুলো সৈন্যক্ষয় ক'রে। আচ্ছা! কে? ও—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে?

সৈনিক। কাম একদম খতম জনাব!

মহম্মদ। শেষ? সুসংবাদ—সুসংবাদ সৈনিক! আচ্ছা, কি রকম কর্‌তে লাগ্‌লো তারা, যখন তাদের ওপর তোমরা গুলী চালাচ্ছিলে?

সৈনিক। চিল্লাতে লাগ্‌লো হুজুর! মরদ লোক আউরতের গলা ধর্‌লো—আউরৎ লোক লেড়কাকো কলিজামে চাপ্‌তি থাক্‌লো, আমরা হা-হা হাস্‌তি লাগলো, আর জোর জোর আওয়াজ সুরু ক'রে দিলো।

মহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাসির কথাই বটে! আগ্রা ছেড়ে এসেছিলে মুর্খগণ! কোথায় গেলে আজ? সেখানেও তোমাদের জাহান্নম! তুমি ইনাম নাও সৈনিক! কেউ বেঁচে নাই তো?

সৈনিক। নেহি হুজুর, এক আদ্‌মি নেহি!

মহম্মদ। নাও ইনাম। [ইনাম দিতে উদ্যত হইলেন]

জনৈক কৃষকপত্নী উপস্থিত হইল।

কৃষকপত্নী। এক আউরৎ আছে সম্রাট!

মহম্মদ। কে তুমি?

কৃষকপত্নী। আমি আপনার ঐ দণ্ডিত কৃষকগণের একজনের স্ত্রী।

মহম্মদ। তুমি বেঁচে আছ? তোমায় বুঝি কেহ দেখে নাই?

কৃষকপত্নী। না সম্রাট! খুব বড় চোখেই দেখেছিল। আমায় যত্ন ক'রেই বাঁচানো হয়েছে। আপনার এই সৈনিক আমায় একটা বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে লতা দিয়ে গাছের সঙ্গে হাত পা আটুকে এসেছিল, আমি বহু কষ্টে সে বাঁধন খুলে সম্রাটের কাছে ছুটে এসেছি ঐ মৃত্যু ভিক্ষা কর্‌তে।

মহম্মদ। তোমায় এ রকম ক'রে আটুকে রাখার উদ্দেশ্য কি?

কৃষকপত্নী। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না জনাব! আমি নারী,—কৃষকপত্নী হ'লেও পূর্ণযৌবনা—তার ওপর রূপবতী।

মহম্মদ। [রক্তচক্ষে] সৈনিক!

সৈনিক। নেহি হুজুর! ঝুট বল্‌ছে আউরৎ!

মহম্মদ। ঝুট বল্‌ছে? সয়তান! [টুঁটী চাপিয়া ধরিলেন] সত্য বল্।

সৈনিক। কসুর হুয়া হুজুর কসুর হুয়া, আউর কবি নেহি হোগা,—মাফ কিজিয়ে খোদাবন্দ!

মহম্মদ। মাফ! মহম্মদ তোগলকের কাছে? বিশেষতঃ এ অপরাধে? আমি আর যাই হই, কিন্তু নারীর দিকে কখনও কুদৃষ্টি করি নাই। নারী আমার মা; নারীর সতীত্ব বিষয়ে আমি সর্ব্বদা সুবিচারী। ইনাম দিতে যাচ্ছিলুম না তোকে? নে ইনাম!

[পিস্তল তুলিয়া সৈনিক সহ প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

নেপথ্যে সৈনিক। ওঃ!

কৃষকপত্নী। আমার উপায়—আমার উপায় সম্রাট? আমি তো বিচার চাইতে আসি নি, আমি যে মর্‌তে এসেছি!

[জনৈক সৈনিক আসিয়া গুলী করিল]

কৃষকপত্নী। ওঃ—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পারস্য-পথ—মরুভূমি।

সাহারা ও বালকবেশে সাকিনা।

সাহারা। কে তুই শিশু, আমায় বাঁচালি? দুরন্ত মরুভূমে অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলুম, কার কোলের মাণিক তুই আমায় মৃত্যুর গ্রাস হ'তে টেনে আন্‌লি? অতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণে এতখানি নিঃস্বার্থ সেবা, কে তুই খোদার দোয়া?

সাকিনা। আমি? আমি সয়তানের ছোরা! তোমায় ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে কে মা?

সাহারা। কৈ—কেউ তো আমায় তাড়ায় নি!

সাকিনা। সেই যে তখন বল্‌ছিলে? অচেতন থেকে যখন একটু একটু চোখ মেল, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-স্বরে কতক অস্পষ্ট,—তোমায় ঘর হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে না কি তোমারই বৌ?

সাহারা। না শিশু, সে হয় তো তখন প্রলাপ বলেছিলুম। সে আমায় তাড়াতে যাবে কেন? আমি নিজেই চ'লে এসেছি, তবে হাঁ—তারই ওপর রাগ ক'রে। সে আমারই দোষ! ভাল করি নি আমি। যতই হোক্, ছেলেমানুষ তো! আমারই গুছিয়ে নেওয়া উচিৎ ছিল,—সে আমার পুত্রবধূ, আমি তার মা!

সাকিনা। বুঝেছি—সে তোমার সেবা-যত্ন করে নি, সেই অভিমানে তুমি ঘর ছেড়ে চ'লে এসেছ; তার জন্যই তোমার এত কষ্ট, সেই তোমার এ যন্ত্রণার মূল! তুমি অভিশাপ দাও মা তাকে।

সাহারা। না অবোধ! তার ওপর অভিশাপ আমার জিহ্বায় আস্‌বে

না। সে আমার পুত্রবধূ, তার ওপর আমার ভাইয়ের সবে মাত্র। সে বেঁচে থাক্! আমার দশায় যা হয় হোক্, আমার ভাইয়ের বুক জুড়িয়ে সে আমার দীর্ঘজীবন নিয়ে সুখে থাক্।

সাকিনা। [স্বগত] এই অভিশাপ! এই অভিশাপ! এ হ'তে তীব্র অভিশাপ আবার মানুষের দ্বারা দেওয়া হয় না কি? অত্যাচারীকে আশীর্ব্বাদ, দন্ডের যোগ্যকে মার্জ্জনা, প্রাণহন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন চাওয়া, তার সুখের কামনা করা—এই অভিশাপ, ফুলের খোলস পরা কেউটে সাপ এই সেরা অভিশাপ! উঃ—কি জ্বলন্ত এ অভিশাপ! কি তীক্ষ্ণ এর দাঁত! কি উৎকট এর ছোবল! আমি জ্ব'লে ম'লুম—বিষে জার্‌লে আমায়—জীবন্ত-কবরে আমি! মা! মা!

সাহারা। কেন শিশু, অমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লি কেন?

সাকিনা। আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি মা, তুমি তাকে অভিশাপ দাও লোকের মত—সংসারের মত—মুখের ওপর। সে অন্ধ হোক্—তার মহাব্যাধি আসুক্—আর সেই সঙ্গে দীর্ঘ জীবন পেয়ে পিতার কোলে প'ড়ে প'ড়ে অতীতের ছবি দেখে দণ্ডে দণ্ডে আঁৎকে উঠুক্।

সাহারা। আমার দুঃখ দেখে তার উপর তোর বড়ই আক্রোশ হয়েছে কেমন?

সাকিনা। আক্রোশ নয়, অনুগ্রহ। তার প্রায়শ্চিত্ত হবে, সে অনুতাপে গুম্‌রে পোড়া হ'তে এড়ান পাবে,—পরজন্মেও অন্ততঃ পবিত্র হ'তে পার্‌বে।

সাহারা। কে তুই? কে তুই বালক! তোর ডব্‌ডবে সে নীল চক্ষু রক্তিম সজল, বক্ষঃস্থলে কি যেন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মস্মরণের ঘন ঘন স্পন্দন! তার প্রত্যেক কথায় তোর মুহুর্মুহুঃ সলজ্জ নতদৃষ্টি—ভূতলস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস—চোরের মত শুষ্ক চমক! তুই কে? তুই কে বালকের বেশে? তুই কি আর কেউ?

সাকিনা। আর কেউ নই মা—আর কেউ নই! বালকের বেশে আমি জরা—লৌহের দৃঢ়তার ভিতর আমি ঘুণেজারা—গতিশক্তি বাক্‌শক্তি সব শক্তি সত্ত্বেও আমি শব।

[বেগে প্রস্থান।

সাহারা। দেখি—দেখি শিশু তোর মুখখানা! [গমনোদ্যত]

অবসন্নভাবে ফিরোজ উপস্থিত হইল।

ফিরোজ। জল! জল! কে কোথায় আছ, প্রাণ রাখ—এক বিন্দু জল দাও।

সাহারা। কে—কে? ফিরোজ—আমার ফিরোজ?

ফিরোজ। মা! আমার মা? মা! মা হও তো জল দাও।

সাহারা। পুত্র! পুত্র! এ ভাবে কোথা হ'তে এলি?

ফিরোজ। সয়তানের গ্রাস হ'তে। স্নেহ রাখ, জল দাও।

সাহারা। কোথায় জল পাবে ফিরোজ? এ যে মরুভূমি!

ফিরোজ। মরুভূমি ফাটিয়ে তোল, মা হয়েছ কি জন্য? জল দাও।

সাহারা। মরুভূমি কাকে বলে জানিস্ না ফিরোজ!

ফিরোজ। খুব জানি! আজন্মটা মরুভূমির ওপর দিয়েই তো ঘুর্‌ছি। ছিলুম মরুভূমে, এসেছিও মরুভূমে,—আমি আবার মরুভূমি জানি না! তাতে তার কি দোষ? তুমিই তো আমায় এ মরুভূমে এনেছ হতভাগিনী!

সাহারা। না পুত্র! সে বিষয়ে আমি নির্দ্দোষ। আমি তোকে দিল্‌-খোসেই এনেছিলুম, কিন্তু মাটীতে পা দিতেই সেটা মরুভূমি হ'য়ে গেল।

ফিরোজ। তা হবে! সন্তান প্রসব ক'রে স্বামীকে দেখাতে পেলে না, তার আগেই বিধবা হ'লে, সেটা আমার দোষ? পোড়া পেটের জন্য

স্বর্গীয় স্বামীর কবর পরিত্যাগ ক'রে ভাইয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা কর্‌তে এলে, আমার দোষ? তারপর রাজ্য-পিপাসায় ভ্রাতুষ্কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে আমায় অজ্ঞানে অজ্ঞাতসারে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলে, সেটা আমার দোষ? যাক্—জল দাও।

সাহারা। আমারই দোষ ফিরোজ—আমারই দোষ। আমি তোর কপাল চিরে দেখি নাই! সব দোষ আমারই! তার জন্য কি কর্‌তে চাস? আয়, আমার গলা টিপে মার্—আমার চুলের মুঠি ধ'রে বন্-বন্ ক'রে ঘুরিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে দে—আমায় জাহান্নমে ঠেলে ফেল্। তুই যাতে শান্তি পাস্ তাই কর্, কেবল একটী ছাড়া—ঐ জলটী চাস্ না!

ফিরোজ। মা! মা!

সাহারা। বাবা! বাবা!

ফিরোজ। মহাপাপী আমি মা! আমার মা তুমি, মরুভূমে দাঁড়িয়ে আছ?

সাহারা। বড় হতভাগিনী আমি বাবা! তুই আমার সেই পুত্র, কত রাজভোগে তোকে মানুষ করেছি, আজ এক বিন্দু জল তোর মুখে দিতে পার্‌ছি না!

ফিরোজ। আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না মা! বুকে নাও।

সাহারা। [ফিরোজকে বক্ষে ধরিয়া] ঈশ্বর! ঈশ্বর! মরুভূমির উপরেও তো তোমার আকাশ রয়েছে, এক বিন্দু জল! আমি তোমার কাছ হ'তে স'রে এসেছি, তুমি তো আমার কাছছাড়া নও, একটু করুণা! পুত্র মৃতপ্রায়—মায়ের কোলে। এ বেদনা অন্তর্য্যামী, তুমি তো জান! বাঁচাও। [উপবেশন ও নেপথ্যে শব্দ] একি! কিসের শব্দ?

ফিরোজ। শব্দ—তাই তো বটে! হয়েছে! আর জলের দরকার

হবে না মা! আমি জালালের যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছি; তা হ'লে সে আমার পিছু ছাড়ে নি,—নিশ্চয় সেই-ই আস্‌ছে।

সসৈন্য জালাল উপস্থিত হইল।

জালাল। সেই এসেছে শাহজাদা! খুব লুকিয়েছেন তো! খর-গোশের মত কান দিয়ে নিজের চোখ চাপা দিলে কি লুকানো হয়?

ফিরোজ। জালাল! এসেছ—বেশ করেছ! যা কর্‌বে কর, আগে আমায় একটু জল দাও।

জালাল। বড় পিপাসা হয়েছে কুমার, না? জল তো কাছে নাই, তবে পিপাসার শান্তি কর্‌ছি। [পিস্তল লক্ষ্য করিল]

সাহারা। করিস্ কি—করিস্ কি রাক্ষস? আমি মা রয়েছি যে।

জালাল। যেই থাক্, এ সম্রাটের হুকুম!

সাহারা। সম্রাটের হুকুম? সম্রাট এই হুকুম দিয়েছে তোকে? দিক্—আমিও সম্রাটের ভগ্নী, সম্রাটের কন্যা; আমার হুকুম—দূর হ' এখান হ'তে।

জালাল। এ হুকুমের ওপর তোমার হুকুম চল্‌বে না সম্রাট-ভগ্নী!

সাহারা। খোদার হুকুম! জালাল! তুই তো মুসলমান; খোদা কি হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছে তোকে, মনে আছে? চাকরী ক-দিনের জন্য? আবার যে তার দরবারেই যেতে হবে!

জালাল। ভবিষ্যৎ ভেবে জালাল বর্ত্তমান হারাতে পার্‌বে না।

সাহারা। আমি তোর পায়ে ধর্‌ছি জালাল!

ফিরোজ। কর কি মা! কার পায়ে ধর্‌তে যাও—কি জন্য? কে তুমি, স্মরণ নাই? বীরজায়া বীরমাতা! বুক বাঁধ; বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, কিছুতেই কোন ফল নাই। কেন হীন হ'তে চাও? আমায় বীরমাতার সন্তান হ'য়ে আনন্দে মর্‌তে দাও।

সাহারা। মরুভূমি! দ্বিধা হও। না—তাই হোক্! আয় বাবা, আমি তোকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বসি। [তথাকরণ] জালাল! পশু! কর্ গুলী! আমাদের মাতা পুত্রকে এক সঙ্গে মার্।

জালাল। তাতেও পিছ্‌পাও নয় জালাল। [পিস্তল লক্ষ্য করিল]

পিস্তল লক্ষ্য করিয়া বালকবেশে সাকিনা উপস্থিত হইল।

সাকিনা। হুঁসিয়ার!

জালাল। কে তুই?

সাকিনা। তোর মৃত্যু!

জালাল। কি বল্‌বো—কচি মুখখানা দেখে মায়া হ'চ্ছে, তা না হ'লে এ গুলী এতক্ষণ ঐ কপাল ফুঁড়ে চ'লে যেতো।

সাকিনা। আমিও কি বল্‌বো—বড় হতভাগ্য দেখে তোর জন্য দুঃখ আস্‌ছে, তা না হ'লে এ ঘোড়াও এতক্ষণ পড়্‌তে থাক্‌তো না।

সাকিনা। আমি তো মর্‌তেই এসেছি,—তোরও নিস্তার নাই তা হ'লে।

জালাল। আমার কি কর্‌বি তুই? আমার সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য।

[নেপথ্য হইতে গুলীবর্ষণ হইতে লাগিল; সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল]

সৈন্যগণ। ইয়া আল্লা— [প্রস্থান।

বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কা। সৈন্য নয়—সৈন্য নয়, ওগুলো সব তোর সাজানো পুতুল।

জালাল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! এ কোথা হ'তে এলো? [পলায়ন]

বুক্কা। জগদীশ্বরের রাজ্য হ'তে! সয়তানের শাস্তি দিতে দয়াময়ের

আশ্চর্য্য প্রেরণায়! পালাবি কোথা তুই? লুকোবার উপায় নাই; তাঁর করুণা-দৃষ্টিতে আমি আজ দিব্য চক্ষুষ্মান।

[পশ্চাদ্ধাবন।

সাহারা। ভগবান! ভগবান! তোমার পায়ে কোটী প্রণাম!

ফিরোজ। বালক! তুমি এখানেও এসেছ?

সাকিনা। বড় পিপাসা হয়েছে কি শাহজাদা?

ফিরোজ। জল আছে? জল আছে?

সাকিনা। জল নাই; রক্তপান করতে প্রবৃত্তি হয়?

ফিরোজ। রক্ত! রক্ত কোথা হ'তে দেবে তুমি?

সাকিনা। এই বুক হ'তে! অনেক রক্ত আছে; আপনার পিপাসা মিট্‌বে। দেবো কি? ছুরীও আছে।

ফিরোজ। ও ছুরী আমার বুকেই বসাও। আমারই রক্ত আমার মুখে দাও,—আমি মরি, তবু গলাটা একবার সরস হোক্।

সাকিনা। ও একই কথা শাহজাদা! ও রক্ত গেলেও সেই আমারই যাবে; তার চেয়ে এইখান হ'তেই দিই! [বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইল]

জলপাত্রহস্তে পুরুষবেশে বাঁদি উপস্থিত হইয়া বাধা দিল।

বাঁদি। থাক্ গো থাক্, আর অত সোহাগে কাজ নাই! আমার কাছে জল আছে, এই নাও—খাওয়াও।

সাহারা। দাও—দাও—আমায় দাও, তোমার দয়ায় আজ আমি মা হই। [জলপাত্র গ্রহণ করিয়া] খা বাবা!

ফিরোজ। তুমি কে? তোমায় যেন কোথায় দেখেছি! যদিও মনে হ'চ্ছে না বেশ, তবু তোমায় দেখে আমার—

সাকিনা। সর্ব্বাঙ্গটা জ্বালা ক'রে উঠ্‌ছে—না? জ্বল্‌বে—জ্বল্‌বে।

চিন্‌তে পার্‌ছেন না ওকে? আপনার স্ত্রীর কক্ষে যাকে দেখেছিলেন, ও সেই সে।

ফিরোজ। ফেলে দাও—ফেলে দাও মা ও জল! দূর হও—দূর হও মর্ম্মঘাতী, আমার এ মৃত্যুর শুভ মুহূর্ত্ত হ'তে!

সাকিনা। বিশ্বাস হয় নি শাহজাদা আমার সেদিনকার কথাটা? এ পুরুষ নয়, প্রত্যক্ষ করুন। [বাঁদির বেশ খুলিয়া দিতে লাগিল]

বাঁদি। কর কি গো—কর কি? আমায় বেইজ্জৎ কর কেন? যেখানে সেখানে—যার তার সাম্‌নে!

সাকিনা। দেখুন শাহজাদা, এ কে? এ সেই আপনার চরণ-সেবিকা বাঁদির বাঁদি।

ফিরোজ। মা! জল দাও। [জলপান] আঃ! জলে জীবন পায়, এ জলে আমি ব্যর্থ জন্মটাকে শুদ্ধ ফিরে পেলুম। বাঁদি! বাঁদি! সাকিনা কোথায়? সাকিনা কোথায়?

বাঁদি। [সাকিনার প্রতি] দেখ! আমি রেগেছি। তুমি আমায় বেইজ্জৎ করেছ, আমিও তোমায় ছাড়্‌ছি না,—তার শোধ নেবো! [সাকিনার বালকের পোষাক টানিয়া খুলিয়া দিল।]

সাকিনা। স্বামী—স্বামী! মা—মা! [সাহারার পদে আছড়াইয়া পড়িল।]

সাহারা। সাকিনা—আমার সাকিনা?

সাকিনা। তোমার সর্ব্বনাশ—তোমার অভিশাপ! আমিই তোমায় এই মরুভূমে তাড়িয়ে এনেছি। আমিই তোমার সকল সাধে বাজ মেরেছি! অন্ধ আমি, চিনতে পারি নাই,—মাথার মণি তুমি, যত্ন-সেবা করি নাই।

সাহারা। আর সেবার বাকীও নাই মা! সারা জীবনে যা করিস্‌

নাই, এই এক দিনের সেবায় সব শোধ হ'য়ে গেছে। আয় মা, আমার বুকে আয়! [বক্ষে লইলেন]

জনৈক সৈনিক উপস্থিত হইল।

সৈনিক। জালাল ধরা পড়েছে শাহজাদা! মহারাজ আমায় পাঠালেন। আমাদের শিবির পড়েছে—আসুন আপনারা, বিশ্রাম কর্‌বেন।
[প্রস্থান।

বাঁদি। [সাহারার প্রতি] ওগো তুমি একটু আগে চল তো! আমরা পরে যাচ্ছি। আমি একটু নাচ্‌বো—গাইবো,—এই জন্যই আমার আসা। ঘরের কোণে ব'সে ব'সে আমার এ সবে মর্‌চে ধ'রে যাচ্ছিল—আর সহ্য হ'লো না,—নাচ-গান আমার প্রাণের ভেতর রাতদিন হাঁডু-ডুডু খেল্‌তে লাগ্‌লো, ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লুম তার ঠেলায়। বলি দেখি একবার চেষ্টা ক'রে! দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকেরা আমার কে কোথায়? যাও না তুমি একটু স'রে!

সাহারা। তা আমি থাক্‌লুমই বা?

বাঁদি। ওমা—উপযুক্ত বৌ-বেটা, তাদের নিয়ে রঙ্গ কর্‌বো,—তুমি মা, দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?

সাহারা। খুব থাক্‌বো! আজ আমি এই দেখ্‌তেই চাই। তুই জান্‌বি না, আমি পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলুম রাজ্যলোভে; তারপর যখন দেখ্‌লুম জ্ঞান হ'তেই তারা দু-জনে দু-দিকে, আমার চৈতন্য হ'লো; বুঝ্‌তে পার্‌লুম, সাম্রাজ্য হ'তেও মায়ের একটা মিষ্ট বস্তু আছে—সেটা পুত্রের সুখ। কপালে ঘা মার্‌লুম—কর্‌লুম কি! সামান্য ঐশ্বর্য্য-পিপাসায় মা হ'য়ে রাক্ষসীর মত পুত্রের মানব-জন্মটার মাথা খেলুম! না বাঁদি, আজ খোদা আমায় দিন দিয়েছে—আমায় তাড়াস্‌ না! আমায় পুত্র, পুত্রবধূর

মিলন দর্শনে বঞ্চিত করিস্ না। আমার সাম্‌নে ওদের নিয়ে রঙ্গ কর্‌বি, এই তোর সঙ্কোচ? তবে দেখ্, আমি মা—আমি আজ নিজে ওদের নিয়ে আমোদ করি। সাকিনা! দাঁড়া তো মা আমার ফিরোজের পাশটীতে; ফিরোজ! ধর্ তো বাবা আমার মায়ের হাতখানি! [তথাকরণ] আহা-হা, এর কাছে রাজ্য? এ হ'তে মায়ের সুখ? এ ছবি ছাড়িয়ে মায়ের চোখ আর কোথাও যায়? এই আমার শান্তি—এই আর স্বর্গ—এই মরুভূমিই সাহারার সুখের রাজত্ব। [প্রস্থান।

বাঁদি।—

গীত।

দিল্‌কো কিসি খেয়াল্‌নে আ-কর মেরে হেলা দিয়া,
সোয়য়া হুয়াথা বেখবর্ আথের হামে জাগা দিয়া।
আপনা খুসিসে জানো দিল্,
লেতে হো দেকে আপনা দিল্,
এই সানা হোকে ভুল কর্ কহে দো কহি ভুলা দিয়া।
দিলমে ই এহি হ্যায় আরজু,
দিল্‌মে রহো এ্য মাহের,
তোমনে আসেক্ জান্ কর দিল্‌কো মেরে দুঃখা দিয়া,—
ওয়াসল কি রাত মেরি জাঁ,
হোতে হে রাজ কুল আয়ঁা,
মুস্কিন্ নেহি কে আপ্ ফের্ কহিয়েগা কেয়া শুনা দিয়া।
আয়া খেয়ালে ইয়ার যব্,
দিল্‌নে কাহা হ্যায় কেয়া সবব,—
উঠতা হ্যায় হায় দরদ কেঁও কিস্‌নে হামে বাতা দিয়া,—
ইস্‌সে কহি থা বেখবর,
রয়তে হেঁ উয়ো ইধার উধর,
নজরোঁপে চরকে বে উওফা জানো জেগর ডারা দিয়া.

বাঁদি। যাক্—তবুও অনেকটা জৌলস হ'লো এগুলোর! চল এইবার—এই ডান হাতটার পক্ষাঘাত ঘুচোইগে ঐ বোকারায়ের ঘাড় ভেঙ্গে। [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মরুভূমির অপর পার্শ্ব।

সসৈন্য বুক্কারায়, সম্মুখে বন্দীভাবে জালাল।

বুক্কা। বল্ হতভাগ্য, কি উদ্দেশ্যে তুই এতদূর আগিয়ে এসেছিস্?

জালাল। উদ্দেশ্য আবার কি! সম্রাটের আদেশ।

বুক্কা। সম্রাট তোকে এই আদেশ দিয়েছিল মিথ্যাবাদী? ফিরোজকে হত্যা করতে—তাঁর কন্যাকে বিধবা কর্‌তে? সম্রাট শাহজাদার রক্ত দেখ্‌তে চেয়েছিল, না তাঁকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে বলেছিলেন? বল্! দেখ্‌ছিস—পিস্তল তৈরী!

জালাল। পিস্তলের ভয় দেখাচ্ছো কাকে রাজা! জালালও ঐ পিস্তল-ব্যবসায়ী। যে মার্‌তে আসে, সে মার খেতেও জানে। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে জালালের কাছ হ'তে একটা কথাও বের কর্‌তে পার্‌বে না রাজা! তবে শুন্‌তে সাধ হয়, তোমায় বল্‌ছি। সম্রাট আমায় বন্দী কর্‌তেই পাঠিয়েছেন।

বুক্কা। হত্যা কর্‌তে গেলি কেন?

জালাল। তুমি বিজয়-নগরের করদ রাজা ছিলে, স্বাধীন হ'তে গেলে কেন? উচ্চাশা জাগে না কার?

বুক্কা। কুক্কুর! আমার সঙ্গে তোর তুলনা? আমি রাজবংশধর, পরাধীন ছিলুম—স্বাধীন হয়েছি, পড়েছিলুম—উঠেছি, আবার হয় তো পড়্‌বো—আবার উঠ্‌বো। মৃত্যু হয় এ উত্থান-পতনে, তাতেও গৌরব। দিল্লীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমি, আমার অনুসরণ কর্‌বি তুই? সূর্য্য মেঘের আড়াল ঠেলে প্রকাশ হয়েছে ব'লে পল্বলের শূকর তুই উঠ্‌বি পুষ্পোদ্যানে? বুক্কারায়ের স্বাধীনতা দেখে দাসীপুত্র তোর দিল্লীর আসনে আশা? [অর্দ্ধ স্বগত] ওঃ—কি শাস্তি এর? জিভ্‌ উপ্‌ড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবো? না—বুক পাত্‌, ও দুরাশার বাসা একেবারে উড়িয়ে দিই! [গুলী করিতে উদ্যত হইলেন]

হরিহর উপস্থিত হইয়া বাধা দিল।

হরিহর। আরে কর কি—কর কি? এত হাঁক-ডাক—হাঙ্গাম-হুজ্জুত—ত্রিশূল-পাশুপত, শেষটায় একটা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কর্‌বে?

বুক্কা। না হরিহর! ক্রীতদাস দিল্লীর গদী চায়।

হরিহর। চাইবেই তো! ক'দিন হ'তে ও তার কাছে কাছে ফির্‌ছে যে! খাম্বিরা তামাকের গন্ধ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে! দিল একদম খারাপ! ছিল বেটা আঁস্তাকুড়ে প'ড়ে সম্রাটের, লোকের দুর্ভিক্ষ হ'লো, খিদের জ্বালায় দিয়ে দিলেন বেটা হাড়-গোড়ভাঙ্গা "দ"কে একেবারে সেনাপতি-পদ। মেরে আর কি হবে? তার চেয়ে পার তো বেটার নাকটা বুজিয়ে দিয়ে ছেড়ে দাও, যেন আর কোন গন্ধ ওতে না ঢোকে।

জালাল। আমায় গুলী কর—গুলী কর। সত্য অনুমান করেছ তুমি! আমি দিল্লী-মস্‌নদের আস্বাদ পেয়েছি। তবে আবার বোকামি কর্‌ছো কেন? জগতে এমন কোন নীতি নাই—কোন শাস্তি নাই—এক

জীবন-দণ্ড ছাড়া, যাতে আমার এ প্রবৃত্তি শান্ত করতে পারে। বাঘ মানুষের রক্ত চেকেছে, এ লোভ আর যাবার নয়—হাড়ে-হাড়ে, মজ্জায়-মজ্জায়। মঙ্গল চাও যদি দিল্লীর, কল্যাণ চাও যদি তোমাদের, আমাকে ছেড়ে দিও না ; গুলী কর—আমায় গুলী কর।

হরিহর। আরে যা বেটা যা, আর গুলী খায় না ; তার চেয়ে আস্তাবলের পাশে চাটাই বিছিয়ে দু-ছিটে দমভোর চণ্ডু টান্‌গে, এখনই স্বপনে সম্রাট হ'য়ে যাবি। দেখ্‌বি, কত পরী আশমান হ'তে উড়ে এসে হোঁচট খেয়ে তোর কোলে পড়্‌ছে। যা বেটা, জোর কপাল তোর! ফাঁক-তালে দিল্লী ভোগ হ'য়ে যাবে।

হরিহর। দেখো বাবা, যেন হকিমি কর্‌তে গিয়ে আবার—

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

বুক্কা। কিসের আওয়াজ ?

[পুনরায় গর্জ্জন]

হরিহর। তাই তো, আওয়াজটা বিটকেল রকম ঠেকৃছে যে!

[পুনরায় কামান গর্জ্জন]

বুক্কা। ঐ আবার কামানগর্জ্জন! শত্রু আস্‌ছে নিশ্চয়!

হরিহর। দেখি একটু আগে গিয়ে, আবার কোন্ গুণধর আস্‌ছেন! [গমনোদ্যত]

দ্রুতপদে গঙ্গু উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গু। সম্রাট আস্‌ছেন—সম্রাট আস্‌ছেন।

উভয়ে। সম্রাট!

গঙ্গু। হাঁ—সম্রাট, যিনি বুক্কা তোমায় বন্দী ক'রে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াতে চেয়েছিলেন, যিনি আমার পুত্রহত্যা-আবেদনে মার্জ্জনা ক'রে

উদারতা দেখিয়েছিলেন, বর্ত্তমানে যিনি পাঞ্জাব লুট করেছেন—অযোধ্যায় আগুন দিয়ে ভস্মসাৎ করেছেন—আগ্রায় কৃষকদের ওপর গুলীবর্ষণ ক'রে তাদের দুঃখময় দারিদ্র্য-জীবনের শান্তি দিয়েছেন, সেই মহামহিমান্বিত—সেই শার্দ্দূল-প্রতাপ—সেই আদর্শ-পুরুষ ভারত-সম্রাট আজ এই মরুভূমে নিজগুণে তোমাদের দর্শন দিতে আস্‌ছেন; যেন তাঁর সম্মান রক্ষা হয়। তোমরা প্রস্তুত হও, যত সত্বর—যতটা পার তাঁর অভ্যর্থনার জন্য।

হরিহর। সর্ব্বনাশ! তাই তো ঠাকুর! অপ্রস্তুত কর্‌লে যে! একটু আগে খবর দিলে আমি গোটাকতক পাছাপেড়ে চুড়ীহাতের যোগাড় কর্‌তুম। এখন তাঁর অভ্যর্থনা ষোল আনা বজায় হয় কি ক'রে? উলু-উলুই বা দেয় কে, শাঁখই বা বাজায় কে? আর তার ছড়া—দূর ছাই, আলপনাই বা এঁকে রাখে কে? রাজা! আমি শিবিরে চল্লুম, সৈন্য যেগুলো সিদ্ধি মেরে কাৎ হয়েছে, তাদিকেই না হয় ঘোমটা দিয়ে পাঠিয়ে দিইগে। কি আর কর্‌ছি—সম্রাটের ভাগ্যে আজ গুঁফো উলু-উলুই হ'লো। ঠাকুর! তোমারও একটা কিছু দেওয়া চাই সম্রাটকে। বামুন-জাত, ফুল বেলপাতা আর এ মরুভূমিতে কোথায় পাচ্ছ? তুমি বালির পিণ্ডি নাও; সীতাদেবী দিয়েছিলেন দশরথের প্রেতাত্মাকে।

[প্রস্থান।

গঙ্গু। তাই তো বটে! আমারও তো সম্মান করা উচিৎ সম্রাটের! আমি কি দিই? কোন্‌টা আমার যোগ্য? অশ্রুজলে পদপ্রক্ষালন ক'রে দেবো? না—আজ আমি দেবগিরির রাজা! বীজন কর্‌বো তাঁর পথ-শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহ দীর্ঘনিশ্বাসে,—না দেশ ধিক্কার দেবে! পূজা কর্‌বো অঞ্জলি দিয়ে—না অভিসম্পাত কর্‌বো রক্তচক্ষু মিলে? না—কিছুই চল্‌বে না আমার,—আমি ব্রাহ্মণ! তবে? ও—হয়েছে; পেয়েছি কর্‌বার। আমারও ব্রাহ্মণত্ব, রাজমর্য্যাদা, দেশের মান সব দিক থাক্‌বে, আর তাঁরও

হাড়ে-হাড়ে শিরায়-শিরায় তপ্ত লৌহ-শলাকা ফুটবে। বুক্কা! বিজয়-নগররাজ! তুমি সম্রাটকে কি দেবে স্থির কর্‌লে, শুনি?

বুক্কা। এই উন্মুক্ত তরবারি।

গঙ্গু। দীর্ঘায়ুরস্তু।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান-গর্জ্জন]

বুক্কা। সৈন্যগণ! শত্রু কাছে; সোজা হও—অস্ত্র তোল। চাপা দিয়ে দাও ও কামান-গর্জ্জন তোমাদের সমবেত হুঙ্কারে!

সৈন্য। জয় বিজয়-নগরেশ্বর বুক্কারায়ের জয়!

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা—হো!

সসৈন্য মহম্মদ তোগলক উপস্থিত হইলেন।

মহম্মদ। এ ঘুর্ণী ঝঞ্ঝায় তুমিই পড়্‌লে বুক্কারায়!

বুক্কা। আসুন সম্রাট! সেলাম!

মহম্মদ। নতজানু কৈ তোমার?

বুক্কা। নতজানু হওয়াটা নিষেধ আছে সম্রাট আমাদের বংশে।

মহম্মদ। তা হ'লে বোধ হয় সেটা আমাদের বংশের সম্মুখ ছাড়া?

বুক্কা। আপনার পিতার সম্মুখ ছাড়া ছিল বটে! কেন না, সেটা নতজানু হবারই জায়গা—দেবতার স্থান—জানু আপনা হ'তে নুয়ে পড়্‌তো। তা ব'লে মনে কর্‌বেন না সম্রাট, সেটা আপনাদের পুরুষানুক্রমের পাওনা?

মহম্মদ। আচ্ছা! তুমি ফিরোজকে আশ্রয় দিয়েছ?

বুক্কা। দিয়েছি জনাব, সম্রাট-জামাতাকে নিরাপদ স্থান!

মহম্মদ। জালালকে অপমানিত করেছ?

বুক্কা। সম্রাটের সব যায় দেখে।

মহম্মদ। একবার পালিয়ে এসেছ ব'লে কি মনে ভেবেছ পরিত্রাণ?

বুক্কা। সম্রাট যুদ্ধ কর্‌বেন তো?

মহম্মদ। যুদ্ধ? বুক্কারায়ের সঙ্গে মহম্মদ তোগলকের? শৃগালের সঙ্গে সিংহের? ধ্বংস কর্‌বো তোমাদের মূর্খ! এই—কামান দাগ—কামান দাগ! গোলন্দাজ! গোলন্দাজ!

সসৈন্য জাফর-খাঁ উপস্থিত হইল।

জাফর। গোলন্দাজদের কেউ আর আপনার নয় সম্রাট! তাদের হৃদয় এখন আমার দখলে। দেখুন—তারা কোথায়? আমার সৈন্য-শ্রেণীতে।

মহম্মদ। জাফর! আবার তুমি এসেছ সেই জ্বালাতে?

জাফর। না জাঁহাপনা! এবার আর সে আসা আসি নি! এবার এসেছি—ঠিক সিংহের মতই জাঁহাপনার সকল আশার শেষ কর্‌তে। দেখুন সম্রাট চোখ মিলে, আপনার তিন দিকে জাফরের সৈন্য-প্রাকার, সম্মুখে বুক্কা। আর কি চান? সৈন্যগণ! অস্ত্র ফেল। জয়ের আশা তো নাই-ই—পালাতেও পার্‌বে না; জীবন রাখ।

[সৈন্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল]

মহম্মদ। নেমকহারাম্! বেইমানের দল! কোন দিকেই নিস্তার নাই তোদের,—এদিকেও আমার অসি! [অসি তুলিলেন]

সাকিনা উপস্থিত হইয়া হাত ধরিলেন ও অস্ত্র লইলেন।

সাকিনা। আশা নাই। কেন বাবা অকারণ আর এদের দণ্ড দাও?

মহম্মদ। সাকিনা! সাকিনা! তুই এখানে?

সাকিনা। তোমারই রক্ষায় বাবা!

মহম্মদ। কিছু ভয় নাই মা তোর! আমার এক দিকে বুক্কা, অন্য দিকে জাফর-খাঁ; কি হয়েছে তাতে? আমিও মহম্মদ তোগলক— পিপীলিকার ব্যূহ এ আমার ধারণায়! দে মা, অস্ত্র দে! আমি দেখি এদের দুজনকে!

গঙ্গু উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গু। তা হ'লে আর এক জনকেও দেখ্‌তে হবে সম্রাট! ত্রিবেণী না ত্র্যহস্পর্শ, পূর্ণ হোক্ তোমার!

মহম্মদ। গঙ্গু!

গঙ্গু। দেবগিরির রাজা!

মহম্মদ। শঠ!

গঙ্গু। সেটা শঠের সঙ্গে শঠতা ক'রে।

মহম্মদ। শঠের সঙ্গে? আমাতে শাঠ্য কোন্‌খানটায় দেখ্‌লে তুমি গঙ্গু? সত্য আমি এ ভারতবর্ষটার ওপর অনেক দৌরাত্ম্য করেছি; ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক্, সে বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি যখন যা করেছি, সরল শাণিত উপায়ে—চোখের ওপর—ও শাঠ্য-জোচ্চুরীর পথ দিয়ে নয়।

গঙ্গু। শাঠ্য জানেন না সম্রাট?

মহম্মদ। দেখাও।

গঙ্গু। আমি যেদিন উমেদ-আলির বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে পুত্রহত্যার অভিযোগ করি, সম্রাট সব জেনে শুনেও কেমন অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন, মনে আছে?

মহম্মদ। সেটা শাঠ্য নয় গঙ্গু! উমেদ-আলির প্রতি আমার স্বর্গীয় ভালবাসা।

গঙ্গু। উমেদ-আলি আপনার কে?

মহম্মদ। আমার কেউ নয়,—তা হ'লে শাঠ্য হ'তো। উমেদ-আলি তোমাদেরই।

গঙ্গু। তাতে কি? আপনি সম্রাট, বিচার করবেন না? আর পাঁচ জনের ন্যায্য প্রাপ্য না দিয়ে একচক্ষু হ'য়ে এক জনকে বাড়াবেন, এ কি?

মহম্মদ। এর উপমা একটা আমি তোমাদেরই শাস্ত্র হ'তে দিচ্ছি শোন। তোমাদের সম্মানী সম্রাট দুর্য্যোধন ন্যায্য প্রাপ্য সত্তেও পঞ্চ পাণ্ডবকে সূচ্যগ্র মৃত্তিকা দেয় নাই, কিন্তু জান্তেই হোক্ আর অজান্তেই হোক্, তাদের জ্যেষ্ঠ কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দিয়ে রেখেছিল।

গঙ্গু। বাঃ—সম্রাটের দেখ্‌ছি অনেক দেখাশোনা আছে। সম্রাট বিদ্বান, সরল, বন্ধু-প্রিয়, কামিনী-নিস্পৃহ। সম্রাটের সব ভাল, কেবল একটা বড় দোষ! যখন যেটা চোখে পড়্‌লো—সেইটেই জোর ক'রে ধরেন, যতটা সাম্‌নে পান—তাই সেরেই ক্ষান্ত,—শেষ পর্য্যন্ত আর তদন্ত ক'রে দেখেন না।

মহম্মদ। ওটা দোষ নয় গঙ্গু! ঐটেই আমার প্রধান গুণ; আপনাকে কিছুতে জড়িয়ে রাখি না।

গঙ্গু। যাই হোক্—দিয়েছিল সম্রাট দুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্য, কিন্তু তার শেষটায় কি হয়েছিল জানেন? উরুভঙ্গ।

মহম্মদ। জানি; সেটা আমি নিই নাই। নীতি ছিল না উরুতে গদাঘাত করার,—সেটা কৃষ্ণের অন্যায়।

গঙ্গু। নিতে হবে সম্রাট সেটাও! কৃষ্ণ যে অন্যায়টা ক'রে গেছে, সেটা অন্যায় হ'লেও ন্যায়! তা না হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত তাকে অমন মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে যেতো না; চাপা দিয়ে যেতো। প্রয়োজন হয়েছিল তখন ঐ রকম একটা অন্যায়েরই, এক জনের ওপর নীতির একটু এদিক

ওদিক ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষটায় শান্তি-বৃষ্টি ! যাক্—এখন সম্রাট কি চান ?

মহম্মদ। তোমার কাছে ? হও না তুমি দেবগিরির রাজা, চন্দ্রের পার্শ্বে তারা ! আমি দিল্লী-সম্রাট তোমাদেরই সেই হস্তিনার সিংহাসনে,—ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

গঙ্গু। ঈশ্বরকে আজ স্মরণ হয়েছে সম্রাটের ? ঈশ্বরের প্রতিনিধি ব'লে গৌরব কর্‌ছেন সম্রাট ! ঈশ্বর কি আপনাকে এই কর্‌তে পাঠিয়েছিলেন ? এই বীভৎস নরহত্যা—এই প্রচণ্ড অসুর-নর্ত্তন—এই শস্য-শ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ ভারতমাতার অকাল-উচ্ছেদ ?

মহম্মদ। গঙ্গু ! ঈশ্বর যে কি কর্‌তে কাকে কখন পাঠা'ন, কোন্ অমঙ্গলের ভিতর দিয়ে কি মহান মঙ্গলের জন্ম দেন, তার তত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিদ রাজনীতিক ভ্রমান্ধ জীব—তোমরা কি বুঝ্‌বে !

গঙ্গু। আজ বুঝেও কাজ নাই সম্রাট ! এ সব যদি ঈশ্বরের করানো হয়, সে ঈশ্বর আমাদের নয়। এই রকম রক্ত-বন্যায়, এই পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি, এই মহাশ্মশানের হাহাকার ফুঁড়ে যদি ভবিষ্যতে এখানে শান্তির গঙ্গা, সৌভাগ্যের পাহাড়, মহাদেবের সঙ্গীত ওঠে, সে মঙ্গলও আমরা চাই না। তবে—যান সম্রাট ! যাই করুন আপনি, শেষটায় ঈশ্বরের মাথায় ফেলে দিয়েছেন ; আমরাও আপনাকে মার্জ্জনা কর্‌লুম।

মহম্মদ। মার্জ্জনা ! সাকিনা—সাকিনা ! দে তো মা—দে তো মা অস্ত্রখানা ! আমি ওদের কাকেও কিছু বল্‌বো না,—আমি আত্মহত্যা কর্‌বো।

পিস্তলহস্তে সাহারা উপস্থিত হইল।

সাহারা। কে—কে ? কে মার্জ্জনা করে আমার ভাইকে ?

মহম্মদ। ভগ্নী! ভগ্নী!

সাহারা। ভাই! ভাই! এত বড় জিব্ কার? এতখানি বুকের পাটা, কে সে? আসুক্ আমার সাম্‌নে; আমি একবার দেখি তাকে। নীরব যে? বল, দিল্লীশ্বর—চিরগৌরবান্বিত আমার ভাইয়ের মাথা হেঁট ক'রে দিয়ে মার্জ্জনা কর্‌ছো কে?

গঙ্গু। তুমি! তুমি! তুমিই মার্জ্জনা কর্‌ছো তোমার গর্ব্বিত ভাইকে তোমারই সেই বুকে দাগা দেওয়া পুত্রনির্য্যাতন অপরাধের। তবে বলেছি ওটা মুখ দিয়ে আমি, কিন্তু তোমাদেরই সকলকার হ'য়ে।

সাহারা। ওঃ! [পিস্তল ফেলিয়া দিল] কিন্তু ব্রাহ্মণ! তা হ'লেও ভাই! পুত্র হ'তেও কোন অংশে কম নয়; বরং এখন যা দেখ্‌ছি, বেশী। আমি পুত্রের বিপদ বুক দিয়ে সহ্য করেছি, কিন্তু আমায় ফাটিয়ে দিচ্ছে ভাইয়ের এই নত বদন। ব্রাহ্মণ! যা করেছ—করেছ, এখন তোমরা আমার ভাইয়ের সম্মান কর।

গঙ্গু। জাফর! জানু পাত; বুক্কা! তস্‌লীম দাও—মার্জ্জনা চাও সম্রাটের কাছে।

সকলে। [জানু পাতিয়া] আমাদের মার্জ্জনা করুন দিল্লীশ্বর!

সাহারা। ধন্য! ধন্য তোমরা! ওঠ—যাও এখন এখান হ'তে, সম্রাটের আদেশ।

সকলে। শিরোধার্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

সাহারা। ভাই!

মহম্মদ। ভগ্নী!

সাহারা। চল।

মহম্মদ। কোথায়?

সাহারা। দিল্লী।

মহম্মদ। আবার দিল্লী যাবো? -

সাকিনা। কেন যাবে না বাবা? কিছুই তো যায় নি তোমার! তুমি আবার সেই দিল্লীশ্বর। এরা তো তোমার সেই সম্মানই ক'রে গেল।

মহম্মদ। দয়া ক'রে—দয়া ক'রে! কচি ছেলে তুই সাকিনা, কি বুঝ্‌বি এ সম্মানের অর্থ? সাহারা বুঝেছে,—ঐ দেখ্‌, ওর মুখ সাদা—ঠোঁট নড়্‌ছে না—চোখে পলক নাই।

সাকিনা। যাই হোক্ বাবা; এখন তো তাই মেখে নিতে হবে! দিল্লী চল, না হয় আবার দেখ্‌বে।

মহম্মদ। না মা, আর তা পার্‌বো না। আমি জরাগ্রস্ত পঙ্গু হ'য়ে গেছি, এই এক মুহূর্ত্তে—এক মার্জ্জনায়। তবে দিল্লী যেতে হবে—মর্‌বার তো একটা জায়গা চাই! শেয়াল কুকুরের মত আর বনে প'ড়ে মরি কেন! ধর্‌ মা তোরা দু-জনে দু-দিকে আমার হাত দু-খানা! [তথাকরণ] নিয়ে চ'। ওঃ—আজ অমিতবিক্রম দিল্লীশ্বরের অবলম্বন দু-জন নারী,—ভগ্নী আর কন্যা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবগিরি—রাজসভা।

জাফর ও গঙ্গু।

জাফর। পিতা!

গঙ্গু। আমার মাথা! আর পিছু ডাকিস্ না আমার জাফর!

জাফর। আমায় কোথায় রেখে যাচ্ছেন পিতা?

গঙ্গু। জগৎপিতার পদপ্রান্তে।

জাফর। জগৎপিতা কাকে বলে, আমি যে তা আজও জানি না পিতা! জগৎপিতার নাম কোন্ মুখে কর্‌তে হয়, জগৎপিতায় কি চোখে দেখ্‌তে হয়, তা যে আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই। আমি বাল্যাবধি জানি একমাত্র আপনাকে—ডেকে আস্‌ছি শুধু পিতা ব'লে—জুড়িয়ে আস্‌ছি সকল মর্ম্ম-বেদনায় আমার ঐ পিতার শান্তিময় কোলে প'ড়ে। না পিতা, আমি জগৎপিতা চাই না,—"ক্রীতদাসকে পুত্র করা" আমার এ পিতার কাছে কেউ নয়।

গঙ্গু। ভুলে যা জাফর, ভুলে যা। আমার করা কিছুই নয়। আমাদের যে পিতা হওয়া, এ সব সেই জগৎপিতারই ভার দেওয়া। বুঝে দেখ্, এই একটা জীবনে তোর ক-টা পিতার পরিবর্ত্তন হ'লো! তোর জন্মদাতা পিতা যে—যতটুকু তার কর্‌বার ছিল, সেরে ফেলে দিয়ে গেল আমার হাতে। আমি কিন্‌লুম তোকে কপালের ঐ রেখা দেখে, বুঝ্‌লুম

এ একটা ভার। কাজেই বাধ্য হ'লুম পিতা হ'তে,—ক'রে এলুম আমারও যতদূর সীমা। আর আমার হাতছাড়া হ'য়ে গেছে জাফর! এইবার দিতেই হবে তোকে তোর সেই আসল পিতার কাছে,—সে চাচ্ছে। বোস্ তার পায়ের তলা এই সিংহাসনে।

জাফর। সিংহাসনে? এখনই চম্‌কে উঠ্‌বে যে পৃথিবী! ক্রীতদাস সিংহাসনে! না পিতা, পায়ে ধর্‌ছি—আমায় পরিত্যাগ করুন—বন দিয়ে চ'লে যেতে দিন,—সিংহাসন আপনার।

গঙ্গু। ও আমার কর্ম্ম নয় জাফর! আমি ব্রাহ্মণ, আমার স্থান তরুতল। এখানকার অন্ন আমার জীর্ণ হবে না পুত্র! আমার ভক্ষ্য শুক-মুখভ্রষ্ট শ্যামাক তণ্ডুলকণা। সূর্য্যের মত এ প্রকাশ্য প্রাধান্য আমার নয় বাবা! আমি মাণিক্য, থাক্‌বো জ্ব'লে অথচ লুকিয়ে। প্রতিবাদ করিস্ না,—সারা জীবনটা ছুটোছুটী করেছি, আমায় এবার হাঁফ ছাড়্‌তে দে।

জাফর। যেখানে পিতার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যায়, সেই বায়ুহীন মহা-অন্ধকারে পুত্রকে রেখে যাবেন কি সাহসে পিতা?

গঙ্গু। তুই পার্‌বি—তুই পার্‌বি; এ বিষয়ে তুই আমা হ'তে জোরাল। এই সিংহাসনে বসা কি রকম জানিস্? দেখতে সকলের উর্দ্ধে, কিন্তু থাক্‌তে হবে আপামর সাধারণ প্রজার ক্রীতদাসটী হ'য়ে। তুই পার্‌বি,—ক্রীতদাসের ধর্ম্ম তুই জানিস্। চামড়াটা তোর ক্রীতদাসেরই! তুই পার্‌বি।

জাফর। পার্‌বো না পিতা! ক্রীতদাসের চামড়া হ'লে কি হবে! আপনি যে তার ভিতর পুত্র প্রভুত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছেন! না পিতা! এ সিংহাসন যাকে দিতে হয় দিন, আমি আজও আপনার সেই পুত্র।

গঙ্গু। না জাফর! তা হ'লে আমার বুঝ্‌তে হবে, আজ তুই আর আমার পুত্র নোস্—শত্রু। পুত্র কখনও পিতার ইষ্টারাধনায় বাধা দেয় না।

জাফর। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] কি করতে হবে বলুন পিতা?

গঙ্গু। ভগবানকে প্রণাম কর।

জাফর। [যুক্তকরে] ভগবান! ভগবান! আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ প্রভু?

গঙ্গু। তাঁরই পার্শ্বে। আমার পায়ের ধূলো নে।

জাফর। [পদধূলি গ্রহণ] পিতা! পিতার সন্তান আমি, কোথায় দিচ্ছেন আমায়?

গঙ্গু। মায়ের কোলে—আরও মধুরত্বে! ব'স্ এই আসনে।

জাফর। [সিংহাসনে বসিলেন] জানি না এর পরিণাম!

গঙ্গু। মঙ্গল! মঙ্গল!

জাফর। মঙ্গল পিতৃহারার?

গঙ্গু। নির্ভয়! [মস্তকের উপর হস্ত তুলিয়া] এই আমি হাতের আড়াল দিয়ে যাচ্ছি, এ ফুঁড়ে নাম্‌তে বজ্রেরও সাধ্য নাই।

অদূরে প্রজাগণ আসিতেছিল।

গঙ্গু। এস এস প্রজাগণ! আমি আর তোমাদের কেউ নই। এ রাজ্য আমার জাফরের; গাও তার অভিষেক-গীত।

জাফর। আমার নয়—আমার নয়—এ রাজ্য আমার নয়। এ রাজ্য ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত বাহমনী রাজ্য; আমি তার সেবায়েৎ। গাও এই মর্ম্মে সঙ্গীত, যেন তার ঝঙ্কার ভবিষ্যতের শ্রবণ পর্য্যন্ত পৌছায়—ভাব তার বুকে গিয়ে ঘা মারে—ভাষা তার যতদিন পরমায়ু, যেন জলের মত মুখস্থ থাকে।

প্রজাগণ।—

গীত।

আজ দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য বাহমনী।
শত অভিশাপ সবলে ঠেলিয়া, শতেক বিঘ্ন চরণে দলিয়া,
ভারতমাতার শিরোমণি—স্বাধীন রাজ্য বাহমনী॥
আজ হিন্দুর অশ্রু যবন রুধির একাকারে হ'য়ে মিলিত,
করিল এ ধরায় এ নূতন সৃষ্টি,
রাখিল বিশ্বে নূতন কীর্ত্তি,
অমর অক্ষয় মঙ্গলময় মাধুরিমা মাখা ললিত,
কে বলিত মুখে হয় না এ মিলন, মিলুক চোখের চাহনি।
গাহিবে এ গান গরিমা-স্ফীত মুক্তহৃদয়ে ভবিষ্যৎ,
নব নব সুরে নূতন ছন্দে,
কত নব ভাবে নবীন কণ্ঠে,
মস্‌জিদ হ'তে মন্দির হ'তে আর যেথা হ'তে প্রকাশে সৎ,
ধন্য জগতে আর্য্যকুল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সনাতনই॥

[প্রস্থান।

গঙ্গু। জাফর! আর নতমুখে কেন বাবা? মাথা উঁচু কর্! ভগবানের সন্তান তুই! দেখা আমায় একবার—তাঁর দেওয়া মায়া, তাঁর কাছেই আবার আমি মুক্ত!

বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কা। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

গঙ্গু। সুর নামাও—সুর নামাও! ও সুর আর আমার কানে তুলো না। দেখ্‌ছো না আমি কোথায়? এসেছ—ভালোই হয়েছে, একটা ভার নাও।

বুক্কা। না ব্রাহ্মণ! ভার বইতে আর আমি পার্‌বো না। আমিও যে তোমারই মত ঐ পথেই! কেবল একটা কাজ জীবনের বাকী, তাই ছুটে আস্‌ছি।

হরিহর উপস্থিত হইল।

হরিহর। তবে ও ভারটা আমায় দাও ব্রাহ্মণ! আমার জীবনে অনেক কাজ বাকী,—আমায় এখনও অনেক দিন থাক্‌তে হবে। রাজা! তোমার মুকুট দাও।

বুক্কা। [আশ্চর্য্য হইলেন]

হরিহর। চুপ ক'রে যে? মুকুট দাও! তোমার বিজয়-নগর আমি নিলুম। তোমার যে কাজটা বাকী আছে, আমি জানি; তার জন্য আর তোমায় আট্‌কে থাক্‌তে হবে না,—সেটুকু আমিই সেরে দেবো। তুমি এখনই যাও, যেথা যাবে।

বুক্কা। [নীরব রহিলেন]

হরিহর। অবাক হ'লে? হবারই কথা। এই বিজয়-নগর দেবার জন্য তুমি কত দিন আমায় কত সাধাসাধি করেছ, আমি নিই নাই। আজ ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি নিজে! কেন জান? তোমাদের সঙ্গে আমি একবার পাল্লা দেবো। তোমরা ধর্‌লে ত্যাগের পথ, আমি ধর্‌লুম ভোগের চরম; তোমরা যাচ্ছ ব্রজের ধূলায় পড়্‌তে, আমি রইলুম আমার দেশের কাদায় গড়াগড়ি দিতে; তোমরা চল্‌লে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারে, আমি চল্লুম জননী জন্মভূমির শান্তি অনুসন্ধানে। দেখি, ঠিকানায় কে আগে যায়!

বুক্কা। তুমি গিয়ে পড়েছ—তুমি গিয়ে পড়েছ হরিহর! আমরা তোমার অনেক পিছুতে প'ড়ে আছি। তবে যত বিলম্বই হোক্, আর এদিক-ওদিক কর্‌তে পার্‌বো না ভাই! থাক তুমি জন্মভূমির বীর সন্তান

জননীর শুশ্রূষায় ! ক'রো যেন বন্ধু আমার বাকী কাজটুকু ! নাও আমার রাজচরিত্র-অভিনয়ের যথাসর্ব্বস্ব এই অসি মুকুট ! [হরিহরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন] ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! মিল্‌লো তো এবার তোমার সুরে সুর ? এস !

[প্রস্থান ।

গঙ্গু । হরিহর ! আমার ভারটা পরমেশ্বরকে দিলুম । তবে তোমাদের একটা কথা ব'লে যাই দু-জনকেই ; তুমি রইলে বিজয়-নগরে, জাফর রইলো দেবগিরিতে, এক দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-মুসলমান । সাবধান ! মনে রেখো, তোমরা এক আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য ! ওঠা ডোবা প্রকৃতির রীতি ; রাহুভয় দু-জনেরই সমান । তোমরা যেন ঈর্ষা ক'রো না তোমাদের পরস্পরের । এই চন্দ্র-সূর্য্যের মত শত ওঠা ডোবা রাহুভয় সত্তেও তোমরা যেন এই দেশটায় পালা ক'রে আলোক দিয়ে চ'লো,—বাস্‌! সায়ন ! সায়ন ! দেখ—আমি ব্রাহ্মণ !

[প্রস্থান ।

হরিহর । জাফর ! তুমি দিল্লী চাও ?

জাফর । দিল্লী ?

হরিহর । হাঁ, তার গদি টল্‌মল করছে ! সম্রাট পথেই পীড়িত হ'য়ে যান, দিল্লী পৌঁছে আরও রোগবৃদ্ধি ; হকিমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ । তুমি দিল্লী চাও ?

জাফর । কেন—ফিরোজ ?

হরিহর । সে তো শিশু ; কোথায় পড়ে ঘুমুচ্ছে তার ঠিক নাই ।

জাফর । না হরিহর ! দিল্লী-সিংহাসন ফিরোজেরই ন্যায্য প্রাপ্য, আর সমস্ত ভারতবর্ষও তাকে চায় । হোক্ সে শিশু, আমাদের তাকে দেখ্‌তে হবে ।

হরিহর। বাঃ—ঠিক মিলেছ তা হ'লে আমার সঙ্গে। রাজাও যে বাকী কাজটার কথা ব'লে গেল, সেও এই—ফিরোজকে দিল্লীর মসনদে বসানো। তা হ'লে জাফর! আমাদিগকে এখনই দিল্লী যেতে হবে।

জাফর। এখনই?

হরিহর। হাঁ, জালাল ভিতরে ভিতরে দিল্লীর সমস্ত সৈন্য হাত করেছে, সম্রাটের চোখ বুজ্‌তেই যা দেরী। বালক ফিরোজ এর বিন্দুবিসর্গ জানে না।

জাফর। চল হরিহর, এই মুহূর্ত্তে! এও আমাদের দাক্ষিণাত্যের গৌরব, দিল্লীর সিংহাসনে নিজের মনোমত রাজা প্রতিষ্ঠা করা।

হরিহর। নিশ্চয়! রাজা হওয়ার চেয়ে রাজা করাই বেশী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী—গঙ্গাতীর।

মঞ্জুলা, উমেদ-আলি ও আবেদীন দাঁড়াইয়াছিল।

মঞ্জুলা। এই সেই স্থান!

উমেদ। এই সেই স্থান! এই সেই গঙ্গা!

মঞ্জুলা। হাঁ স্বামী! এইখানটায় দাঁড়িয়ে দিদি আমার কোলে ঘুমন্ত কন্যাটীকে তুলে দেয়, তারপর ঝাঁপিয়ে গঙ্গার ঐখানটায় পড়ে; আমিও ঠিক এই জায়গাটীতে মাকে আমার শুইয়ে রেখে ছুটে গিয়ে ঝাঁপাই।

উমেদ। মঞ্জুলা! মঞ্জুলা! আমিও একটা ঝাঁপ খাবো এই গঙ্গায়, সেই তোমার দিদির মত? দেখি না, এ মরায় কেমন সুখ!

আবেদীন। কেন এ সংবাদ পিতাকে আবার বল্‌লে মা? আন্‌লেই বা কেন এখানে? কি আর দেখাবে তুমি? শোক এসে গেল পিতা?

উমেদ। আসাই সম্ভব নয় কি পুত্র? আমার প্রধানা স্ত্রী স্ফুটনোন্মুখ জীবনের প্রথম প্রভাতের প্রিয় সঙ্গিনী—সম্পূর্ণ আমাগত, আমার দারুণ বজ্র-প্রহারে আমার ওপর অভিমান ক'রে এই গঙ্গায় এসে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। ওঃ—গঙ্গা! গঙ্গা! তুমি এত পবিত্র, কিন্তু আবার এত কদর্য্য! না—না, তুমিও বুঝি অভিমানিনী স্বামীর স্বপত্নী-প্রিয়তায়, তাই আবার তাকে বুকের ভেতর, হৃদয়ের ভেতর, প্রাণের ভেতর মিলিয়ে নিয়েছ! যা করেছ—করেছ, একবার দেখাতে পার তাকে? আমি একটা কথা কই, একবার ক্ষমা চাই। উঃ—গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লে মা! ভ্রূকুটী কর্‌ছো দেবী! না দেখাও, শান্ত হও তুমি! আমার অদৃষ্ট! আবেদীন! তোমার শোক আস্‌ছে না পুত্র? তোমার মা—গর্ভধারিণী—

আবেদীন। না পিতা! গর্ভধারিণীর চরণে আমার শতকোটী প্রণাম, কিন্তু শোক আস্‌বে কি জন্য? মা মরে না কার? ও জন্ম মৃত্যুর মিথ্যা যবনিকা দিয়ে আমার এ মুক্ত সত্যের দ্বার অবরোধ ক'রে দিতে আস্‌বেন না পিতা! আমার মা গেছে কোথা! এই যে আমার মা রয়েছে,—সেই মুখ—সেই বুক—সেই স্নেহ—সেই সব! কেবল নামটা পাল্‌টানো,—সে তো মানুষের কারিকুরি! মার্জ্জনা কর্‌বেন পিতা! মায়ের অভাব আমার এতটুকু না, তবে ভগ্নীটার জন্য; শেয়াল কুকুরে যদি খেয়ে নেয়, দুঃখ নাই; কিন্তু যদি বেঁচে থাকে, কি অবস্থায় আছে!

মঞ্জুলা। ঠিক অবস্থাতেই আছে আবেদীন! ওতেও ভাব্‌বার কিছু নাই। মরার ওপর মমতা ছেড়েছ, জীবিতকেও ভগবানের পায়ে ফেলে

দিয়ে দেখ। সে যদি বেঁচে থাকে, দুরবস্থায় নাই—মায়ের মতই মা পেয়েছে। মাতা, পিতা, ভাই, সবই তো সেই জগদীশ্বরেরই ধরিয়ে দেওয়া! ও কারা আস্‌ছে? আগে বিজয়-নগরের মহারাণী না? তিনিই তো বটেন! সঙ্গে সেই বালিকা! স'রে এসো আবেদীন! পথ ছেড়ে দাও স্বামী! বিজয়-নগরেশ্বরী আদর্শ নারী—বর্ত্তমান যুগের চূড়ালা!

বাণী সহ গায়ত্রী উপস্থিত হইলেন।

গায়ত্রী। এইখানে বাণী, এইখানে।

বাণী। এইখানে? এইখান হ'তে তুমি আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গেছ? ওঃ—কি ভয়ানক শশ্মান এ! এই গঙ্গাতীর আমার আত্মীয়দের পেটে ভ'রে নিয়েছে? আচ্ছা মা, আমি তখন কতটুকু? খুব ছোট বোধ হয়?

গায়ত্রী। নিতান্ত ছোট; অনুমান তিন বৎসর।

বাণী। ওঃ—দুধের ছেলেকেও ফেলে যেতে বাধ্য ক'রে তার রক্ষক-রক্ষিকাকে নিয়তি নিয়ে যায়! তখন আমি কি কর্‌ছিলুম মা এই নির্জ্জনে প'ড়ে—এ নির্জ্জীব নদীর সজীব কল্লোলের মাঝখানে শুয়ে? কাঁদ্‌ছিলুম খুব?

গায়ত্রী। না বাণী! আমি যখন এসে দেখি তোকে, তখন তুই ঘুমন্ত ঠিক এইখানটীতে।

বাণী। ওঃ—শেয়াল কুকুরেও খায় নাই! যে নিয়তি নিরাশ্রয় নিঃসহায় করে, সেই আবার নিজে এসে ত্রিশূল নিয়ে মাথার গোড়ায় বসে। তারপর তুমি কি কর্‌লে মা? অমনি বুকে তুলে নিলে?

গায়ত্রী। প্রথমটায় আমি খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম, নিশ্চয় তোর মা কিম্বা অন্য কেউ এইখানেই আছে কোথায়! গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌লুম, বনের ধারগুলো খুঁজ্‌লুম, আশে পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁজ্‌লুম, কিন্তু কিছুই

কিনারা কর্‌তে পার্‌লুম না। রাত্রিও অনেক হ'য়ে গেল—তখন আমার মনে নানারকম তোলাপাড়া হ'তে লাগ্‌লো,—আমি খুব ভাব্‌তে লাগ্‌লুম কি করি! ঠিক সেই সময়ে আমার একটা মীমাংসা স্থির হ'তে না হতেই, তুই মা-মা ব'লে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লি। আমার আর ভাবা হ'লো না বাণী! বুকখানা ন'ড়ে উঠ্‌লো! কার প্রেরণা জানি না, অমনি ছুটে গিয়ে তোর মা হ'য়ে বস্‌লুম।

বাণী। মা! মা! তা হ'লে আমার মা ছিল বল্‌তে হবে, মা-মা ব'লে যখন চেঁচিয়ে উঠেছিলুম!

গায়ত্রী। মায়ের দুঃখ আজ কি তোর উথ্‌লে উঠ্‌লো বাণী?

বাণী। উঠেছে মা! মায়ের অভাবজনিত দুঃখ নয়, মায়ের দুঃখ। হতভাগিনী আমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেল, আর ফিরে এসে কোলে নিতে হ'লো না; এর জন্য হয় তো তার পরজন্মেও শান্তি হবে না। আমি তো আবার মা পেয়েছি, সে মা হ'তেও। সে মা ঘুম পাড়িয়ে রেখে চ'লে যায়; এ মা আমায় মানবজন্মের মত জাগিয়ে দিয়ে দিবারাত্রি শিয়রে বসে। সে মা শুধু মা! এ মায়ে মাতার স্নেহ, পিতার দয়া, ভ্রাতার আদর, গুরুর দান, একাধারে সব।

মঞ্জুলা। আবেদীন! আবেদীন! বুঝ্‌তে পার্‌ছো, ভগ্নী তোমার বেঁচে আছে? শুধু তাই নয়, দেখ—মাও সে পেয়েছে। তাও কি যেমন তেমন মা—মায়ের মতন মা! আমি তোমার কি মা! আমি তো শুদ্ধ সত্যকে প্রকাশ ক'রে বেড়াই। এমন মা এ পেয়েছে, সত্য যার প্রসব করা।

আবেদীন। প্রণাম! প্রণাম জননী তোমাদের এই মাতৃজাতির চরণে। আর বাহবা তাঁকে! স্বার্থপর জগৎগড়া-হাতে যিনি আবার তোমাদিকেও তৈরী করতে পেরেছেন—আর পাঠিয়েছেনও তোমাদিকে সেই জগতেরই সঙ্গে সমুদ্রের তীরে তরণীর মত।

। আয় বাণী! আর কেন? দেখা তো হ'লো! বিশ্বনাথের আরতির সময় হ'য়ে এসেছে; আচার্য্যদেব হয় তো আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

বাণী। চল মা, আর এ কাশীতেই দাঁড়াতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমার বিশ্বনাথের কাশীতেও সেই বিচ্ছেদের আগুন—বিষের ক্রিয়া! [গমনোদ্যত]

মঞ্জুলা। দেবী!

গায়ত্রী। কে? ও—তুমিই সে দিন মহারাজকে ফিরোজের সংবাদ দিতে গিয়েছিলে না?

মঞ্জুলা। হাঁ দেবী!

গায়ত্রী। এখানে?

মঞ্জুলা। আপনি এখানে?

গায়ত্রী। এই বাণীকে আমি এইখানে পাই; জায়গাটা দেখ্‌বার জন্য ও জিদ ধর্‌লে, তাই!

মঞ্জুলা। আমিও এই রকম একটা বাণী এইখানে হারাই। আমার স্বামীর ইচ্ছা, স্থানটা একবার দেখি, সেই জন্য।

গায়ত্রী। [ক্ষণিক নীরব] তা হ'লে এ বাণী কি তোমারই?

মঞ্জুলা। কি ক'রে বল্‌বো মা? অনেক দিনের কথা—আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে,—তবে ঘটনায় ঠিক মিল্‌ছে।

উমেদ। সব দিকেই মিলেছে—সব দিকেই মিলেছে; আকৃতিতে শুধু বড় হয়েছে। কিন্তু সেই একটু উঁচু দাঁত, সেই একটু বাঁকা চোখ, সেই একটু চওড়া কপাল, সেই একটু ময়লা রং, একটু একটু সেই সব। মা—মা—মা আমার!

গায়ত্রী। নিয়ে যাও মা, তোমাদের হয়!

বাণী। আমি যাবো না মা, আমি যাবো না। কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মত? ওরা ডাকাত—ওরা দস্যু! বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? মা যে, সে আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না, আর পিতা আমার চিহ্ন বলে!

আবেদীন। তাতে আমার মায়ের মাতৃত্বের ত্রুটী হয় নি ভগ্নী! পিতা যে চিহ্নগুলো বল্‌লেন তোমার, ওগুলো সবই দোষের। মা কি কখনও সন্তানের দোষ দেখ্‌তে পান?

বাণী। তা হ'লেও আমি যাবো না; কেন যাবো? আমার এ মায়ের কাছে আর কে? মা! মা! তুমি কেমন মা? এক কথায় কোলে তুলেছ ব'লে আজ এক মুহূর্ত্তেই নামিয়ে দিচ্ছ, একটা বিচার কর্‌ছো না?

গায়ত্রী। বিচার আমি করেছি বাণী! তুই এদেরই। আমার সামনে এসে আমার যত্নের বস্তুকে বুক ফুলিয়ে আমার বলে, এমন সৎসাহসী ডাকাতদের বংশে আজও কেউ জন্মায় নি। আর তাই যদি জন্মায়, ডাকাতি ক'রে পরের ছেলের মা-বাপ হওয়া যদি আজ ডাকাতদের বৃত্তি হয়, সে ডাকাতি চলুক্ যুগ-যুগান্তর ধ'রে—সে ডাকাতরা বেঁচে থাক্ চিরজীবি হ'য়ে ভারতবর্ষ ভ'রে—সে ডাকাতদের হাতে আমার সর্ব্বস্ব তোকে আমি আজ সানন্দে ছেড়ে দিচ্ছি; যা বাণী এদের সঙ্গে!

বাণী। মা! মা! আমায় ফেলে দিচ্ছ?

গায়ত্রী। না বাণী! ফেলে তো দিই নাই; যাদের ধন তুই, তাদেরই কোলে দিচ্ছি।

বাণী। আমি যে তোমারই মা!

গায়ত্রী। আমারই তো রইলি বাণী! ছিলি চোখে-চোখে, এলি প্রাণে-প্রাণে।

বাণী। মা! এত দিন ধ'রে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে এসে আজ এক মুহূর্ত্তে প্রাণখানা পাষাণ ক'রে ফেল্‌লে!

গায়ত্রী। তুইও এতদিন আমার কাছে থেকে আমার সকল শিক্ষার এই পরিণতি দেখালি! এই অশ্রুজল, এই সতৃষ্ণ-নয়নে ঘন ঘন মুখ চাওয়া, এই আবেগভরা আকুলকণ্ঠে বার বার মা বলা! ছিঃ বাণী! স্থির হ',—বুঝে নে, এ শুদ্ধ এই অনন্ত ভ্রমণের একটা লতামণ্ডপ পরিবর্ত্তন। ঘটনার স্রোত যে দিকে নিয়ে যায়, গা ভাসান দিয়ে চ'লে যা। লক্ষ্য সকলেরই সেই অনন্তে—গতি সকলেরই সেই অনন্তে—লয় সকলেরই সেই অনন্তে।

বাণী। মা!

গায়ত্রী। যখন আমায় মনে পড়বে, সবটা চোখ দিয়ে ঐ মহাশূন্যের পানে চাস্; সবটা প্রাণ দিয়ে আমার শেখানো অনন্ত নামের সেই মহা-সংকীর্ত্তন গাস্। আমায় ভুলে যাবি—জগৎ ভুলে যাবি—আপনাকে পর্য্যন্ত আর খুঁজে পাবি না। এই আমার শেষ উক্তি—এই আমার শেষ চুম্বন! নাও—নাও—কে নেবে নাও? কার বস্তু এ, আমার হাত হ'তে নাও।

উমেদ। আমায় দাও মা, আমার বস্তু আমায় দাও! আমার সর্ব্বনাশের অর্দ্ধেক পেলুম; এই নিয়েই আমি ষোল আনা পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। আয় মা—আয় মা বুকে, আমার বুকখানা জুড়িয়ে যাক্।

[বাণী ব্যাকুল-দৃষ্টিতে একবার গায়ত্রীর মুখ, একবার উমেদের মুখ দেখিতে লাগিল, পরে উমেদের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

বাণী। বাবা—বাবা!

উমেদ। মা—মা! আঃ!

[এই সময়ে নেপথ্য হইতে গুলী আসিয়া উমেদ-আলির ললাট স্পর্শ করিল; উমেদ-আলি আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল]

সকলে। কে—কে?

পিস্তলহস্তে আমজাদ উপস্থিত হইল।

আমজাদ। আমজাদ।

আবেদীন। আমজাদ? কে তোমায় এ সর্ব্বনাশ কর্‌তে পাঠালে?

আমজাদ। খোদা।

আবেদীন। খোদা? কেন আমজাদ?

আমজাদ। নেমকহারামকো ওয়াস্তে খোদাকা দৌলতখানা দিল্লী বর্‌বাদ যাতা, গোলামকা সাৎ দোস্তি কর্‌কে খোদাকা দোয়া, বেহস্ত কি চেরাক, দুনিয়াকো রোটী পানি দেনেওয়ালা দুনিয়া ছোড়কে জহান্নামমে যাতা, আউর নেমকহারাম হিঁয়া আকে জরু লেড়কা-লেড়কি লেকে খুসীসে মস্‌গুল রাহা,—জান্‌তে নেহি, আমজাদ পিছু লিয়া! কেয়া দেখ্‌তা দুষমন? আমজাদ বেইমানি কিয়া নেহি, আচ্ছি কিয়া! যেত্তা লড়াই, তোমকো ওয়াস্তে,—যেত্তা দাগাবাজি, সবভি তোমারা জান রাখ্‌নেকো ওয়াস্তে! আউর নেমকহারাম বেইমান! তোমভি ষড়্ কিয়া দুষমুনকা সাৎ! সম্রাট তোমকো ছোড় দিয়া, লেকেন উনকা নোকর আমজাদ তোমকো নেহি ছোড়া—ধরম তোমকো নেহি ছোড়া—খোদা তোমকো নেহি ছোড়া। যাও তোম আগাড়ি!

[প্রস্থান।

মঞ্জুলা। তোকেও তার আগে যেতে হবে পতিহন্তা,—দাঁড়া! [গমনোদ্যত]

উমেদ। [মঞ্জুলার হাত ধরিয়া] না মঞ্জুলা, দোষ নাই ওর! ও ঠিক প্রভুভক্ত; ওকে মার্‌তে গেলে নরহত্যা হবে। আমার কর্ম্মের ফল ঠিক হয়েছে; চল—আর আমার সময় নাই। আমাকে ঐ গঙ্গার গর্ভে

নিয়ে চল, ঠিক যেখানে তোমার দিদি ঝাঁপিয়েছিল। আমি হিন্দু-সন্তান, গঙ্গাজলে গলা ডুবিয়ে গঙ্গে গতিদায়িনী ব'লে মরতে চাই!

মঞ্জুলা। স্বামী! স্বামী! কি হ'লো আবেদীন?

আবেদীন। মা! তুমি আমার সেই মা?

মঞ্জুলা। যুদ্ধে যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হ'তো আবেদীন, আমার এতটুকু দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ কি?

আবেদীন। এও যুদ্ধ; অদৃষ্টের যুদ্ধ—অব্যর্থ প্রহার! এই সত্য। এর প্রতিশোধ নাই, এ অবিনাশী। কাতর হ'য়ো না মা! বুক বাঁধ। সাহায্য কর আমার, পিতার শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করি। কাঁদতে হয়, তারপর তোমার জন্ম-জন্ম সাধা সেই সুর ধ'রে কেঁদো, যার করুণ-ঝঙ্কারে মৃত্যুময় জগতে সত্যের দ্বার আপনা হ'তে উন্মুক্ত হ'য়ে যায়—পৃথিবীখানা মুহূর্তে হাস্যমুখরিত হ'য়ে ওঠে—সকল কান্না, সমস্ত বিষাদ, সব অভাব ছুটে গিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে লোটে।

বাণী। [গায়ত্রীর প্রতি] মা! মা! এই কি আমার পিতৃ-সাক্ষাৎ?

গায়ত্রী। বেশ তো কাজ পেয়েছিস্ বাণী প্রথম সাক্ষাতেই! ওরা তোর পিতাকে তীরস্থ করুক্; তুই তাঁর কানে এই সময় সেই মধুময় নাম শোনাতে শোনাতে আগে আগে যা; তোর কন্যা-জন্মের শোধ হ'য়ে যাক্।

বাণী।—

আজ সকল স্বার্থ মলিন আমার তোমার নিলয়ে বিরাম চায়।
দাও বাসনার শত ফণা ভেঙ্গে ক্রীড়া-পরায়ণ চরণঘায়।
(আজ) সারা জীবনের দীর্ঘ বিরহ কি যে দুঃসহ,
এস নাথ এস তোমারে কই,

আজ উজান বাহিনী আশার পুলিনে,
এস হে যুগলে মিলিত হই ;—
শুনি বারেক সে বিরাগ-বাঁশী,
আমি আর যেন অভিমানে না ভাসি,
এস সখা এস প্রাণ ভ'রে হাসি, জনমের এ মধুর অবেলায় ॥

গায়ত্রী। শেষ গ্রন্থীটাও ছিন্ন হ'য়ে গেল—বিশ্বনাথের কি অপার অনুগ্রহ !

বুক্কারায় উপস্থিত হইলেন।

বুক্কা। গায়ত্রী !

গায়ত্রী। মহারাজ !

বুক্কা। আর মহারাজের কিছু নাই দেবী ! এইবার সম্পূর্ণ তোমার স্বামী।

গায়ত্রী। সুন্দর ! সুন্দর !

বুক্কা। এস তবে সুন্দরী ! এইবার দু-জনে গলা ধ'রে ডুবে থাকি সেই অতুল সৌন্দর্য্যের লহরীভঙ্গে। সুন্দরভাবে চলুক্ আমাদের অফুরন্ত প্রেম-লীলা। সুন্দর হ'য়ে যাক্ অতীতের সে পঙ্কিল স্মৃতি বর্ত্তমানের পদ্মস্ফূটনে। এইবার আমি দেখাবো গায়ত্রী, তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত আমি—তোমার শক্তিতে শক্তিমান আমি আজ সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বামী—তোমার গুরু। এস দেবী পশ্চাতে !

গায়ত্রী। দাসী জন্ম-জন্ম পশ্চাৎগামিনী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী-সান্নিধ্য।

সসৈন্য জাফর-খাঁ ও হরিহর।

হরিহর। সম্রাটের মৃত্যু হ'লো জাফর! এই মাত্র সংবাদ পেলুম।

জাফর। হা দিল্লীশ্বর! এত প্রবল প্রতাপ, এত দুর্দ্দণ্ড শাসন, ধরাতলে এত বড় হ'য়েও মৃত্যুর কাছে তুমিও সেই সমান ক্ষুদ্র। পারস্য-পথের সেই পরাজয়ই সম্রাটের মৃত্যুর কারণ হরিহর! এখন জালাল কি কর্‌ছে, কিছু খপর পেয়েছ?

হরিহর। সেও কোমর বাঁধ্‌ছে সাগরপারের জন্য; লাফ দেয় আর কি!

জাফর। ফিরোজ?

হরিহর। সে কাঁদ্‌ছে মাথায় হাত দিয়ে স্ত্রীর কাছে ব'সে, আর কি কর্‌বে! আ-হা-হা, হাস কেন? কাঁদ্‌বে না? যতই হোক্ শ্বশুর মরেছে— স্ত্রীর পিতা, সোজা কথা! না একটু কাঁদ্‌লে, না দুটো হা-হুতাশ কর্‌লে স্ত্রী বেচারা যে দুঃখ ক'রে বিগড়ে যায়! শ্বশুরের মর্ম্ম তো জান্‌লে না!

জাফর। তুমি তো জেনেছ?

হরিহর। ও—তার মধ্যে আমারও নেই বটে! হায় রে দুর্ভাগ্য, এমনি ক'রে কাঁদাবার জন্য একটা শ্বশুর আর এখানে জুটলো না! যা হোক্, বেশ মিলেছি জাফর তোমায় আমায়। তুমিও যেমনি পীরের খাসী, আমিও তেমনি সুবচনীর খোঁড়া হাঁস।

জাফর। তা তো হ'লো, এখন এ মাঠে শুধু ব'সে আর কি হ'চ্ছে? দুটো তোপই দাগা যাক্ না—বিশ্বাসঘাতকদের চেতন হোক্।

হরিহর। তা কি হয়? আমায় কি বৃন্দাবনের কৃষ্ণ পেলে? কারও চুল বাঁধা হয় নি, কেউ একটা পা কামিয়েছে, কোন অভাগীর বেটীর পান খিলিটিতে জরদা দিতেই যা বাকী, অমনি ধাঁ ক'রে বাঁশীতে ফুক্ দিয়ে দেবো? কিছু ভাব্তে হবে না তোমায়; ওরাই এখনই শাঁক-ঘণ্টা বাজায় দেখ তো! [নেপথ্যে কামান গর্জ্জন] এই দেখেছ, ওদের কি স্বস্তি আছে? জালাল আমায় চেনে যে!

সসৈন্য জালাল উপস্থিত হইল।

জালাল। বিশেষ চেনে জালাল তোমায়। ধূর্ত্ত! কপটী! এখানেও এসেছ?

হরিহর। সাধে কি এলুম! রোগের জ্বালায়। ওষুধ দেবে বলেছিলে নয়, মনে আছে?

জালাল। ভোল্বার কি সে কথা! আমায় ঘৃণা ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছ তুমি, আমি যেন জগতের অতি ক্ষুদ্র—অতি অন্ত্যজ—তৃণাদপি হীন, তোমাদের পিপীলিকার মত একটা দংশন কর্বার যোগ্য নই!

হরিহর। মিথ্যা কি সে কথা?

জালাল। জালাল একবার বিষ-দাঁত না বসিয়ে বল্তে পার্বে না।

জাফর। জালাল!

জালাল। কি জাফর?

জাফর। তুমি না আমার অধীনে দেবগিরিরি সুবাদার ছিলে?

জালাল। তুমিও না সম্রাটের অধীনে দিল্লার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলে?

জাফর। ছিলুম। কিন্তু যাই করি আমি, সম্রাটের আসন চাই নি!

জালাল। কাপুরুষ তুমি! কুক্কুরের মত এক উচ্ছিষ্ট ছেড়ে আর

একটা এঁটো পাতে ছুটছো ; ও ধর্ম্মে আমি পদাঘাত করি জাফর-খাঁ! মাথা তুল্‌তে সুরু করেছি, তুল্‌বো আকাশ পর্য্যন্ত, যতদূর সীমা—যে থাকে যে যায়!

জাফর। জীবনের সীমা কতটুকু পরিমাণ করেছ পশু ?

জালাল। জীবনের সীমা সামান্য হ'তে পারে, কিন্তু জন্মের তো সংখ্যা নাই ?

জাফর। জন্ম আর তোমায় নিতে হবে না হতভাগ্য! জাহান্নমেই তোমার চির-বিশ্রাম।

জালাল। আমি জাহান্নমকে সেলাম দিচ্ছি জাফর-খাঁ! দিল্লী-সিংহাসন চাইতে জাহান্নম, বৃষ্টির আশায় ঊর্দ্ধমুখে থেকে বজ্র-লাফ দিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে পতন, এ জালালের আরও আদরের।

জাফর। জালাল! এক দিন তুমি আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলে। শত অপরাধেও আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে এসেছি,—সে অনুগ্রহ এখনও আমার হৃদয়ে অফুরন্ত। আমার ইচ্ছা, সেটা চিরদিন সেই রকমই থাক্। তুমি আপনাকে ফিরিয়ে নাও জালাল!

জালাল। ছড়িয়ে পড়েছি জাফর সর্‌ষের মত রেণু-রেণু হ'য়ে সমস্ত সাম্রাজ্যটার ওপর, আর কুড়িয়ে নেওয়া ভার।

হরিহর। পায়রা ছেড়ে দাও খাঁ-সাহেব, পায়রা ছেড়ে দাও ; আর দেখ্‌ছ কি ?

জাফর। জালাল! তুমি আর কিছু চাও ?

জালাল। কিছু না, দিল্লী-মস্‌নদ।

জাফর। দিল্লী-মস্‌নদ তুমি পাবে না। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না মূর্খ, জীবন দেওয়াই সার হবে ?

জালাল। দেবো, তবুও চাওয়া ছাড়্‌বো না। মস্‌নদ না পাই, কিন্তু

মস্‌নদের আশা কর্‌বার স্থানেও এসে দাঁড়িয়েছি, এই আমার এ জীবনের সার্থকতা।

জাফর। তা হ'লে আর দোষ নেই আমার; সে বন্ধন আপনা হ'তে ছিন্ন কর্‌লি তুই!

জালাল। আর একটা বন্ধনের আশায়!

[উভয়পক্ষের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

ভগ্নপদে অবসন্নদেহে জালালের প্রবেশ।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন হইতেছিল।]

জালাল। হ'লো না এ জীবনে এ আশা পূর্ণ, গেল না দিল্লী-সিংহাসন পর্য্যন্ত দেবগিরি সুবাদারের লক্ষ, নিষ্ফলতাই ছিল এ উদ্যমের অদৃষ্ট-বীজ। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ, নিজে অকর্ম্মণ্য ভগ্নজানু গুলির ঘায়ে! বাঁচ্‌তে পারি যদিও এখনও—না আর এ পঙ্গু জীবন নিয়ে বাঁচা হবে না। দেখ্‌তে পার্‌বো না আড়চোখে অপরের দিল্লীভোগ, বরদাস্ত হবে না বেঁচে থেকে আশা-ভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস! তার চেয়ে চ'লে যাই এখান হ'তে, পাল্‌টে ফেলি এ অভিশপ্ত সুবাদার-দেহ, ফিরে আসি যত সত্বর আবার নবীন কর্ম্মঠ উচ্চ জন্ম নিয়ে। [গুলির দ্বারা আত্মহত্যা]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

ফিরোজ, জাফর, হরিহর ও সমবেত প্রজাগণ।

ফিরোজ। তোমরা আপনা হ'তে এত সংবাদ রেখে এ বিপত্তির সময় আমার জন্য ছুটে এসেছ ?

জাফর। আস্‌বে বই কি সাহান-সা ! আপনিই যে আমাদের পূর্ব্বাপর লক্ষ্য।

ফিরোজ। আর নিজের শক্তিতে দিল্লী দখল ক'রে এত লোভের বস্তু আপনার হাতে পেয়েও অবলীলাক্রমে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ ?

হরিহর। দেবো বই কি জনাব ! নিজে সম্রাট হওয়া তো আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আমাদের ইচ্ছা—শাসনকর্ত্তা যিনি হন হোন্, তবে আমাদের মনোমত আমরা বেছে দেবো,—এই আমাদের দেশের দাবী।

ফিরোজ। ধন্য তোমাদের দেশ, ধন্য তোমরা, আর ধন্য আমি—এই দেশ, এই তোমাদের শান্তিরক্ষায় নির্ব্বাচিত।

জাফর ও হরিহর। বসুন সম্রাট ভারতের সিংহাসনে ! [উভয়ে ফিরোজের উভয় হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। জাফর ফিরোজের হস্তে অসি দিলেন, হরিহর মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন এবং সমবেতস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন] জয় ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান দিল্লী-সম্রাট ফিরোজ তোগলকের জয় !

প্রজাগণ। জয় দিল্লী-সম্রাট ফিরোজ তোগলকের জয় !

ফিরোজ। আমজাদ !

আমজাদ উপস্থিত হইল।

আমজাদ। তুমি ভূতপূর্ব্ব বিশ্বস্ত প্রিয় ভৃত্য, আমি তোমায় দিল্লী-দরবারের ওমরাও করলুম। যত সত্বর সম্ভব, তুমি রাজকোষের ব্যয়ে অগ্নিদগ্ধ অযোধ্যার পুনঃ সংস্কার কর। পাঞ্জাব লুট করায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে; সেখানে অর্থ, আহার্য্য বিতরণ ক'রে যে যেমন ছিল, ঠিক সেই মত ক'রে দাও। আগ্রায় পুনরায় কৃষকদের প্রতিষ্ঠা কর নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দিয়ে। যারা হত হয়েছে, তাদের স্মরণার্থ সেই বন কেটে একটা অতিথিশালা খোল—যত সত্বর পার! যাও।

জাফর ও হরিহর। আবার জয় দাও তোমাদের সম্রাটের!

প্রজাগণ। জয় ভারত-সম্রাট ফিরোজ তোগলকের জয়!

ফিরোজ। আমার নয় প্রজাগণ, এ জয় আমার নয়। এ জয় বিজয়-নগর বাহমনির। আজ এ ভারতব্যাপী ঐক্য জয়ধ্বনির জন্মদাত্রী প্রসূতি

বিন্ধ্যাচল-মৌলিনী কৃষ্ণাপ্রবাহধৌত বীরভূমি

"দাক্ষিণাত্য"।

যবনিকা।

সমাপ্ত।